NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ রোনালদোর ৯০০ কার হয়ে কত এবং কীভাবে কত গোল

অপরাজিত থেকে সুপার সিক্সে ইস্টবেঙ্গল ৮

কলকাতা ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ২১ ভাদ্র ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৮৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 07.09.2024, Vol.18, Issue No. 89, 8 Pages, Price 3.00

দুর্নীতি-যোগে দিকে দিকে তল্লাশি, আটক সন্দীপ-ঘনিষ্ঠ প্রসূন

ভিটে থেকে ভিলা, ইডির নজরে সবই

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিবিআইয়ের পর এবার ইডি। শুক্রবার সাতসকালেই আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. সন্দীপ ঘোষের বাড়িতে হানা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আরজি কর হাসপাতালে যে আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে, তার তদন্তেই সন্দীপ ঘোষের বাড়িতে হাজির হন ইডির আধিকারিকরা। তালা বন্ধ থাকায় ইডি আধিকারিকরা ঢুকতে পারেননি। তবে এদিনের এই অভিযানে আটক করা হয় সন্দীপ-ঘনিষ্ঠ প্রসূন চট্টোপাধ্যায়কে। আর্থিক দুর্নীতি মামলায় এবার আটক করা হয় প্রসূনকে। প্রসূনকে আরজি করের সেমিনার হলের ভাইরাল ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছিল বলে বিশেষ সূত্রে খবর।

আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের একটি বাংলোর হদিশও মিলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে। ক্যানিং-২ ব্লকের ঘুটিয়ারি শরিফের নারায়ণপুর মৌজায় কয়েকশো বিঘা ফাঁকা জমির মাঝেই মাথা তুলেছে সবুজরঙা দোতলা একটি বাংলো। বাংলোর ওপরে লেখা 'সঙ্গীতাসন্দীপ ভিলা'। বাংলোটির চারদিকে রয়েছে লম্বা পাঁচিল। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, এই বাংলোটি সন্দীপের। সন্দীপের স্ত্রীর নাম সঙ্গীতা ঘোষ। স্থানীয়দের দাবি, স্ত্রী এবং নিজের নাম মিলিয়ে বাংলোটির নাম দিয়েছিলেন সন্দীপ।

সূত্রের খবর, কলকাতা, হাওড়া, সোনারপুরের সুভাষগ্রাম, সল্টলেকে একসঙ্গে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সন্দীপ ঘোষের বেলেঘাটার বাড়ির পাশাপাশি সন্দীপ-ঘনিষ্ঠ একাধিক ভেন্ডার, ব্যবসায়ীর বাড়িতে অভিযান চালানো হয় বলে ইডি সূত্রে খবর। হাওড়ায় কৌশিক কোলে, বিপ্লব সিংহের বাড়ি, সুভাষগ্রামে প্রসূন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি, হুগলির কুণাল রায়, সল্টলেকে ব্যবসায়ী স্বপন সাহার বাড়িতে এদিন হানা দেয় ইডি। এমনকি হুগলির চন্দননগর পাদ্রিপাড়ায় সন্দীপের শ্বশুরবাড়িতেও যায় ইডি। অর্থাৎ সন্দীপকে এবার ধীরে ধীরে ঘিরতে শুরু করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় লাগাতার সিবিআই জেরার পরই গ্রেপ্তার করা হয়েছে হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. সন্দীপ ঘোষকে। এবার সন্দীপের দুর্নীতির শিকড় কত দূর পৌঁছেছে, তার তথ্য তালাশ করতে ময়দানে নামল ইডিও।

এদিন ইডি যখন সন্দীপ ঘোষের বেলেঘাটার বাড়িতে অভিযান চালায়, বাড়ির গেটের সামনে মুখ ঢেকে এসে দাঁড়ান সন্দীপ-পত্নী। তিনি দাবি করেন, 'সবরকম ভাবে সব তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করছি। সময়ে প্রকাশ পাবে। কাগজপত্রে কিস্যু পাওয়া যায়নি। পাওয়া যাবেও না। উনি কিছুই করেননি। সেটা আপনারাও জানতে পারবেন। সমস্ত মিথ্যা। প্রমাণ হওয়ার আগেই কাউকে ভিলেন বানিয়ে দেবেন না, এটা আমার রিকোয়েস্ট।' পাশাপাশি সন্দীপ ঘোষের শ্যালিকার বাড়িতেও ইডির অভিযান চালানো হয়। এয়ারপোর্টে ২ নম্বর গেট এলাকার মিলনপল্লিতে সন্দীপ ঘোষের শ্যালিকার বাড়ি। সন্দীপের শ্যালিকা অর্পিতা বেরা এবং শ্যালিকার স্বামী প্রীতিন বেরা দু'জনেই চিকিৎসক। আরজি করের ঘটনার পরে সন্দীপ ঘোষের বাড়ি ছেড়ে এখানেই থাকতে শুরু করে তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ি। সেখানেও তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ করেন ইডি আধিকারিকরা।

আরজি করে একাধিক দুর্নীতির মামলায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের দিকে। এই মামলাতেই গ্রেপ্তারও হয়েছেন তিনি। এই দুর্নীতি মামলায় সিবিআই-তদন্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন সন্দীপ। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। এদিনই আবার ইডি হানা দেয় সকাল থেকে। সন্দীপ ঘোষ ছাড়াও ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন দুই ভেন্ডার সুমন হাজরা ও বিপ্লব সিংহ। তাঁরা দু'জনই সন্দীপ-ঘনিষ্ঠ বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই আরও বেশ কিছু নাম উঠে আসে বলে খবর। মা তারা ট্রেডার্স কোম্পানির মালিক বিপ্লব সিংহের সাঁকরাইল হাটগাছার বাড়িতে এদিন যায় ইডি। স্থানীয় সূত্রে খবর, আগে বিপ্লব ছবি আঁকতেন। ছাপাখানায় বিভিন্ন ছবি আঁকার কাজের পাশাপাশি ছোটদের ছবি আঁকা শেখাতেন। কিন্তু সাত আট বছর আগে সাঁকরাইল বাসুদেবপুরের ওষুধ ব্যবসায়ী সুমন হাজরার সঙ্গে পরিচয়ের পর তাঁর ভাগ্য বদলে যায়। আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন সুপার সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে পরিচয়ের পর বিপ্লব মা তারা ট্রেডার্স নামে একটি কোম্পানি খোলেন। সেই কোম্পানি আরজি কর হাসপাতাল-সহ কলকাতার বেশ কয়েকটি হাসপাতালে চিকিৎসার যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন চিকিৎসার সামগ্রী সরবরাহ করতেন। বিপ্লবের পরিচিত কৌশিক কোলের বাসুদেবপুর দাসপাড়ার বাড়িতেও এদিন যায় ইডি। সেখানে ইডি আধিকারিকরা কৌশিককে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কৌশিক ইনকাম ট্যাক্স, সেল ট্যাক্স-সহ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার আর্থিক হিসাবনিকাশের কাজ করতেন। তাঁরও গত কয়েক বছরে লদীলাভ নজর কেড়েছে পাড়ার লোকের। তাঁর সঙ্গে বিপ্লব সিংহ, সুমন হাজরার সম্পর্ক রয়েছে বলে খবর। এর সত্যতাই খতিয়ে দেখতে হানা দেয় ইডি।

এর পাশাপাশি ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের ডেটা এন্ট্রি অপারেটার প্রসূন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে এদিন হানা দেয় ইডি। সন্দীপ ঘোষ ঘনিষ্ঠ স্বপন সাহার বাড়িতে হানা দিয়ে বেশ কিছু নথি বাজেয়াপ্ত করে ইডি। অন্যদিকে ৭ নম্বর ক্যামাক স্ট্রিটেও এদিন হানা দেয় ইডি। এখানে এক মেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট সংক্রান্ত জিনিসের অফিস। সেখানেও সব নথি খতিয়ে দেখা হয় ইডি-র তরফ থেকে।

গণধর্ষিতা নন নির্যাতিতা, বিস্ফোরক সিবিআই সূত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডে বিস্ফোরক তথ্য সিবিআইয়ের। সূত্রের খবর, নির্যাতিতা গণধর্ষিত নন। সিএফএসএল বিশেষজ্ঞরা ডিএনএর বিভিন্ন প্রোফাইলিং করে জানিয়েছেন, মিলে গিয়েছে অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের ডিএনএ। বাজেয়াপ্ত করা জিনিসপত্রের সঙ্গে সঞ্জয়ের ডিএনএর মিল পাওয়া গিয়েছে। আরজি করের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়। সিবিআই সূত্রে খবর, কলকাতার চিকিৎসক খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় একের বেশি ব্যক্তির যুক্ত থাকার কথা নয়।

সূত্রের আরও খবর, সিবিআই ১০০টিরও বেশি বিবৃতি রেকর্ড করেছে এবং ১০টি পলিগ্রাফ পরীক্ষা করেছে, যার মধ্যে হাসপাতালের প্রাক্তন প্রধান ড. সন্দীপ ঘোষও রয়েছেন। সিবিআই জানিয়েছে, বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই যে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার সঙ্গে একের বেশি কেউ জড়িত ছিল।

এই খবরের পরই সরব তৃণমূল কংগ্রেস। দলের এক্স হ্যান্ডলে লেখা হয়েছে, ২৪ দিনের নিষ্ক্রিয়তার পর সিবিআই যা জানাল, তা ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা পুলিশ বলে দিয়েছিল। সঙ্গে তাদের আরও দাবি, আরজি কর কাণ্ডে সঞ্জয় রায়ই একমাত্র অপরাধী। বিজেপির ছড়ানো ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব ফাঁস হয়ে গিয়েছে। দ্রুত চার্জশিট ফাইল করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হোক। নয়তো নির্যাতিতার সঙ্গে অবিচার হবে।

এদিকে এর আগে পলিগ্রাফ টেস্টে সঞ্জয় রায় দাবি করেন, হাসপাতালের সেমিনার হলে ঢুকে সে দেখে ওই মহিলা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। সঞ্জয় আরও দাবি করেন, ৯ অগস্ট সেমিনার কক্ষের ভেতরে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই মহিলাকে দেখেছে সে। তারপরই আতঙ্কিত হয়ে রুম থেকে বেরিয়ে যায়। সঞ্জয় নির্দোষ হলে পুলিশকে কেন জানাননি? উত্তরে সে বলে, ভয় পেয়েছিল যে কেউ তাকে বিশ্বাস করবে না।

ফের ১৪ দিনের হেপাজতে সঞ্জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের ১৪ দিনের জেল হেপাজতে আরজি কর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার সঞ্জয় রায়। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সঞ্জয় রায়কে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। তবে, এদিন সিবিআইয়ের ভূমিকায় তীব্র উষ্মা প্রকাশ করেন শিয়ালদা এসিজেএম। এদিন ভার্চুয়াল শুনানি শুরু হয় বিকেল ৪.১০ মিনিটে। শুরুতেই সঞ্জয়ের তরফে আইনজীবী জামিনের আবেদন করেন।

এদিন শুনানিতে একাধিক যুক্তি পেশ করে, ধৃতের জামিনের আবেদন করেন আইনজীবী কবিতা সরকার। ধৃতের আইনজীবী কবিতা সরকার এদিন আদালতে দাবি করেছেন, তাঁর মক্কেল আরজি করের ধর্ষণ-খুন কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নন। এর আগে অন্য কোনও অপরাধের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন না। কোনও উচ্চ আদালতে তাঁর জামিনের মামলা চলছে না। ফলে তাঁর জামিন পেতে বাধা নেই। পরে আদালতে সিবিআই তদন্তের দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ধৃতের আইনজীবী। এছাড়া তিনি কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা, কোনও বহিরাগত নন। এদিন আইনজীবী কবিতা সরকার ধৃতের জামিনের আবেদন জানিয়ে বলেন, 'তদন্তে কোনও অগ্রগতি নেই। তাই জামিন চাইছি।' এই যুক্তিতে অভিযুক্তকে জামিন দেওয়ার আর্জি জানান তিনি। এরপরই সিবিআইয়ের আইনজীবী ও তদন্তকারী অফিসারের খোঁজ করেন বিচারক। কিন্তু অ্যাসিস্ট্যান্ট আইও আদালতে থাকলেও সিবিআইয়ের আইনজীবী সে সময় উপস্থিত ছিলেন না। এরপরই বিচারক পামেলা গুপ্তা সিবিআইয়ের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, 'আপনাদের আইনজীবী কোথায়?' সিবিআই অফিসার উত্তর দেন, 'আসছেন।' বিচারক পালটা বলেন, 'ফোন করুন।' এরপরই সিবিআই অফিসার কোর্ট রুমের বাইরে চলে যান। একটু পরে ফিরে আসেন। জানান, পিপি আসছেন। রাস্তায় আছেন। শুনেই উষ্মা প্রকাশ করেন বিচারক। বলেন, 'সাড়ে চারটে বেজে গিয়েছে, এখনও আসছে! তা হলে কি এই কেসে বেল দিয়ে দেব? সিবিআইয়ের তরফে এটা চরম গড়িমসি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। ১০ মিনিট সময় দিচ্ছি ডেকে আনুন।' এর কিছুক্ষণ পরে আসেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। এরপর শুনানি শেষে সঞ্জয় রায়কে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

'তাড়াহুড়ো'র অপরাজিতা রাজভবন থেকে রাইসিনায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের 'অপরাজিতা বিল' রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠালেন রাজ্যপাল। ধর্ষণ বিরোধী 'অপরাজিতা নারী ও শিশু বিল' নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা। রাজভবনের মতে, 'তাড়াহুড়ো' করে বিলটি করা হয়েছে। তিনি সব ভুলত্রুটি উল্লেখ করে দিয়েছেন। সঙ্গে রাজ্য সরকারকে তাড়াহুড়ো না করার পরামর্শও দিয়েছেন। তাড়াহুড়োয় বিল পাশ করে পরে অনুতাপ করার কোনও মানে হয় না বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

রাজ্য সরকারের অপরাজিতা বিলকে 'পলিটিকাল গিমিক' বলে খোঁচা রাজভবনের। এই বিলের টেকনিক্যাল রিপোর্টও চাইলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজভবনের মতে, কোনও বিল সইয়ের জন্য পাঠানো হলে তার টেকনিক্যাল রিপোর্ট দেওয়ার দায়বদ্ধতা রাজ্যেরই। রাজভবনের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'বিলের সঙ্গে তার টেকনিক্যাল রিপোর্ট পাঠানোটা রাজ্য সরকারের কর্তব্য। রাজ্য সরকার সেটা পাঠায়নি। এই প্রথমবার নয়, এর আগেও একাধিকবার টেকনিক্যাল রিপোর্ট না পাঠিয়েও বিল আটকে রাখার জন্য রাজভবনকে দুষেছে রাজ্য সরকার।' ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'রাজ্যপাল এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং জানিয়েছেন, বিল পেশের আগে আরও হোমওয়ার্ক করা উচিত রাজ্যের।'

রাজভবনের মত, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অরুণাচলেও একই বিল পাশ হয়েছে। রাজ্যের বিল সেই বিলেরই 'কপি পেস্ট', বলছেন রাজ্যপাল। টেকনিক্যাল রিপোর্ট ছাড়া রাজ্যপাল যে এই বিল সই করবেন না, তাও নিশ্চিত করে দেন তিনি। ফলে এই বিল নিয়ে আবারও যে রাজ্য-রাজভবনের মাঝে এক সংঘাতের বাতাবরণ তৈরি হতে চলেছে তা বলাই বাহুল্য।

আরজি কর কাণ্ডের আবহে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশন ডেকে 'অপরাজিতা বিল' পাশ করা হয়। বিরোধীরাও সমর্থন জানায় বিলে। এই বিল সম্পর্কে মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় দাঁড়িয়েই বলেন, 'এই বিলে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান আনা হয়েছে। আদালতের অনুমতি ছাড়া যাতে মহিলা বা শিশুর পরিচয় সামনে না আসে, সেটাও বলা রয়েছে। এই ক্ষেত্রেও আমরা ৩ থেকে ৫ বছরের সাজার প্রস্তাব রাখছি।' এই বিল রাজভবনে পাঠানোর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছেও পাঠানো হয়। তবে এই বিলে রাজ্যপাল যে সহজে সই করবেন না, তা রাজভবনের বক্তব্যে স্পষ্ট। এ নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক চাপানউতর শুরু হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহার বক্তব্য, 'রাজনৈতিক এবং সরকারি ভাবে বাঁচার জন্য সরকার এই বিল তৈরি করেছে। নজর ঘোরানোর বিল এটা।' অন্যদিকে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'দলীয় সভায় ঘোষণা করে ২ তারিখ মুখ্যমন্ত্রী একটা বিল এনেছেন। আড়াই তিনদিনে তো এ ভাবে বিল হয় না। এটায় কোনও নতুনত্ব নেই।' তবে তৃণমূলের মহিলা মোর্চার তরফেও জানানো হয়, রাজ্যপাল বিলে ছাড়পত্র না দিলে রাজভবনের সামনে ধরনা দেবেন মহিলা কর্মীরা। তবে সেসব চাপে মাথা নোয়াতে নারাজ সিভি আনন্দ বোস।

আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দীপ ঘোষের আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। দুর্নীতির ক্ষেত্রে সিবিআই তদন্তের কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে সন্দীপ ঘোষের ফাইল করা আবেদন খারিজ হয়ে গেল শুক্রবার। সন্দীপ ঘোষের আবেদন ছিল, আর্থিক দুর্নীতি মামলায় যে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং মূল যে ধর্ষণের মামলা, পুরো বিষয়টি একসঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। এখানেই আপত্তি তাঁর।

আর্থিক দুর্নীতির তদন্তের আলাদা স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সিবিআইকে। আদালত জানিয়েছে, এই মুহূর্তে এই মামলার কোনও গুরুত্ব নেই। তাই শীর্ষ আদালতে খারিজ হয়ে গেল আবেদন। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় জানিয়ে দেন, হাইকোর্ট এটা প্রাথমিক মন্তব্য করেছে। তদন্ত চলছে। সিবিআইয়ের কাছেও তথ্য চাওয়া হয়েছে। সন্দীপের আইনজীবী জানান, তাঁরাও চান চাই সিবিআই নিরপেক্ষ তদন্ত করুক বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট নিয়ে।

প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় ও সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা, দু'জনেরই পর্যবেক্ষণ, একজন অভিযুক্ত কখনওই তদন্তের গতিপ্রকৃতি কী ভাবে এগোবে, তা নিয়ে নির্দেশ দিতে পারেন না। তার প্রেক্ষিতেই যাবতীয় আবেদন খারিজ হয়ে যায় সন্দীপের। সিবিআইকে স্ট্যাটাস রিপোর্টও দিতে বলে আদালত। এর আগে আরজি করের নির্যাতন-খুন মামলায়ও স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছিল। যা জমাও দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

দিন বদলের ভাবনায় ফের 'রাত দখলে'র ডাক রবিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে রবিবার ফের 'রাত দখলে'র ডাক দিলেন রিমঝিম সিংহরা। আগামী রবিবার রাত ১১টা থেকে শুরু হবে কর্মসূচি। মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার একমাসের মাথায় নতুন কর্মসূচির ডাক। গত ১৪ অগস্ট রিমঝিম সিংহের ডাকে রাত দখলে পথে অগুণতি মানুষের মধ্যে ছিলেন পুরুষেরাও। সেই রিমঝিমদের ডাকেই আবার রাত দখল করতে নামবেন মেয়েরা। মূলত সংস্কৃতি জগতের মানুষদের এই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। মূলত ব্যান্ডের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের এই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এদিকে, সোমবার চারটে থেকে শিলিগুড়ির হাসমিচকে 'ভোর দখলে'র ভাবনা। তাতে অংশ নেবেন টেবিল টেনিস তারকা মাস্তু ঘোষেরা।

আরজি কর-কাণ্ডের পর সমাজমাধ্যমে ১৪ অগস্ট 'রাত দখলের কর্মসূচি'র ডাক দিয়েছিলেন 'মেয়েদের রাত দখল করো, দিন বদল করো' মঞ্চের রিমঝিমেরা। সেই ডাকে প্রচুর মানুষ পথে নেমেছিলেন। কলকাতা ছাড়িয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মেয়েরা 'রাত দখলে' নেমেছিলেন। সেই কর্মসূচির আহ্বায়কেরা এ বার নতুন কর্মসূচির কথা জানালেন। 'শাসকের ঘুম ভাঙাতে নতুন ভোরের গান' নামে এবার 'রাত দখলে'র ডাক দিয়েছেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিমঝিম। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর সকলকে পথে নামার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে রিমঝিম 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির কথা উল্লেখ করেন। দাবি করেন, গুপী-বাঘাদের মতো শাসকদের ঘুম ভাঙাতে চান তিনিও। সাংস্কৃতিক আঙ্গিকে রাত দখল হবে বলেও জানান রিমঝিমেরা। গানের দল, নাচের দল, সাংস্কৃতিক জগতের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে এই কর্মসূচিতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৮ আগস্ট, নাইট শিফট ছিল তরুণী চিকিৎসকের। পরদিন ৯ অগস্ট ভোরে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সেমিনার হল থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। অভিযোগ, ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে তাঁকে। তার পর কেটে গিয়েছে ২৫ দিনের বেশি। সিবিআই তদন্ত করছে। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানি রয়েছে। ঠিক তার আগের রাতেই পথে নামবেন আন্দোলনকারীরা।

গত ১০ অগস্ট রাতে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে প্রথম মেয়েদের রাত দখলের আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী রিমঝিম। স্বাধীনতার মধ্যরাতে নারী স্বাধীনতার জন্য 'মেয়েরা রাত দখল করো' কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছিল প্রথমে শহরের তিন জায়গায়। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস, যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ড এবং কলেজ স্কোয়্যার। সেই ডাকে সাড়া দিয়েছিল কার্যত গোটা বাংলা। ব্যাপক সাড়া পান রিমঝিম। প্রায় গোটা রাজ্যে প্ল্যাকার্ড, মোমবাতি হাতে পথে নামেন অগণিত মহিলা। রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল আন্দোলন। ভোর পর্যন্ত পথে ছিলেন প্রতিবাদীরা। গান, মিছিল, স্লোগানে মুখর হয়ে উঠেছিল বাংলা। রিমঝিমরা আশাবাদী, তাঁদের ডাকে আবারও বাংলা সরব হবে। সাধারণ নাগরিক পা মেলাবেন, গলা ফাটাবেন বিচারের দাবিতে।

আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষে এক অভিনব প্রয়াস

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

আগমনী

একমাস ব্যাপী বিশেষ আয়োজন

আগামী ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সেজে উঠবে দুর্গাপুজোর আঙ্গিকে রচিত কবিতা, ছোট গল্প, খাওয়া-দাওয়া, ফ্যাশন-সহ বিভিন্ন রচনায়।

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।

শীর্ষকে অবশ্যই "পুজোর লেখা" কথাটি উল্লেখ করবেন।

আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ০৬/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৫ নং এফিডেভিট বলে Rameswar Mallick S/o. Haradhan Mallick ও Rameshwar Mallik S/o. Haradhan Mallik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০২/০৯/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬০৩৮ নং এফিডেভিট বলে Dinanath Biswas S/o. Ramgati Biswas ও Dino Nath Biswas S/o. R. C. Biswas সাং বালিদহ, গুড়াপ, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২৯/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৮৬২ নং এফিডেভিট বলে Asim Das S/o. Adhir Ranjan Das ও Ashim Das S/o. A. Das সাং নয়াসরাই, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী
গত ২৬/০৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা, কোর্টে ৪৩৭৪ নং এফিডেভিট বলে Niraj Gond S/o. Dadan Gond ও Suraj Sekh S/o. Haru Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২৯/০৭/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৭২ নং এফিডেভিট বলে আমি Rajesh Adhikary ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Prabhat Kumar Adhikary ও P. Adhikari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ০৬/০৯/২৪ নোটারী পাবলিক, চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে ১৪২৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Jamal Mandal (old name) S/o. Majid Mandal, R/o. Narayanpara, Sugandhya, Polba, Hooghly–712102, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Jamaluddin Mandal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Jamal Mandal & Sk Jamal Mandal & Jamaluddin Mandal S/o. Majid Mandal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk Jasim Mondal @ Jasimuddin Mandal.

নাম-পদবী
গত ০৬/০৯/২৪ নোটারী পাবলিক, চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে ৯০০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Jasim Mondal (old name) S/o. Jamaluddin Mandal, R/o. Narayanpara, Sugandhya, Polba, Hooghly–712102, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Jasimuddin Mandal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sk Jasim Mondal & Sk Jasim Mandal & Jasimuddin Mandal S/o. Jamaluddin Mandal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৬/০৯/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে ৬১৫৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjib Kumar Chakraborty (old name) S/o. Shantiranjan Chakrabarty, R/o. South Side of Dharampur Jhilpar, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sanjib Kumar Chakrabarty (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sanjib Kumar Chakraborty & Sanjib Kr Chakraborty & Sanjib Kumar Chakrabarty S/o. Shantiranjan Chakrabarty উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Arpita Chakraborty.

SITUATION VACANT
Wanted **Assistant Professor** in Political Science
Qualification
as per NCET norms.
Apply with in 15 days.
Email: krishnanagarbed college@yahoo.com
Krishnanagar B.Ed. College
M.G. Road 52 Ruipukur

Vidyasagar Teachers Training Institute (Vill. - Sanjua, P.O. - Bakhrahat, P.S. - Bishnupur, Dist - South 24 Parganas, Pin - 743377), wanted Assistant Professor in Performing Art (1) And Health & Physical Education (1) for B.Ed. course as per NCTE norms. Apply to the secretary via **vidyasagartti@gmail.com**.

জমি বিক্রয়
আমি-অয়ন্ত সিং, পিতা-রাসবিহারী সিং, জাতি-সিভিল ট্রাইভ। আমার একটি জায়গা বিক্রি আছে। বেলদা থানার অন্তর্গত হরিবাড় মৌজায়। জে. এল. নং- ৪০৮, দাগ নং- ১৪০/২৩৫, পরিমাণ-১১ ডেসিমন,১১ নং জি. পি।
ফোন নং- ৮১৪৫১৬৪২৬৮
যোগাযোগ করুন।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল, শ্রী প্রিতম পাল, ৫৯,বাগুইআটি থার্ড লেন,কলকাতা : ৭০০০২৮ ,দলিল নং ৫৯৪/১৯৯৬ সালের তারিখ ৪-০৪-০৯-২০২৪, তেঁতুলতলা বাস স্টপ স্থানে হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ০৫.০৯.২০২৪ তারিখে নারায়ণপুর থানায় জিডিই নং ২২৬ দাখিল করেছেন।
কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি থাকলে বা সংশ্লিষ্ট দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে জানান।
জয়দীপ মুখার্জি
(অ্যাডভোকেট)
৭, এন পি বি লেন, কলকাতা : ৭০০০১৪
ফোন :৯৮৩১৩০৭৩৯৬
ই-মেল :
joydeep_mookherjee@rediffmail.com

Change of Name
I, **Subhojit Samanta** S/o **Supravat Samanta**, residing at Hijli Co-operative Society, Prem Bazar, P.O.- Hijli, P.S.- Kharagpur (L), Dist.- Paschim Medinipur, W.B, PIN-721306 shall henceforth be known as **Subhajit Samanta** S/o **Suprabhat Samanta** as declared In the Court of the Judicial Magistrate (1st Class) at Midnapore vide Affidavit No. 17089 Dated 25/11/2013. **Subhojit Samanta** S/o **Supravat Samanta** and **Subhajit Samanta** S/o **Suprabhat Samanta** both are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি
আমি শ্রী মত্যা লক্ষ্মী রানী গিরি স্বামী- ঁবঙ্কিম বিহারী গিরি পিতা- গোবর্ধন চন্দ্র বারিক, সাং টাউন হল রোড, সুয়েলপুর, মির্জা পোখারী লেন, পোঃ- মাটি গঞ্জ, জেলা-বালেশ্বর, রাজ্য ওড়িষ্যা, পিন- ৭৫৬০০৩ গত ১৮-১০-২০২৩ তারিখে সম্পাদিত ও গত ইং ০১-১১-২০২৩ তারিখে ডি.এস. আর-২ পশ্চিম মেদিনীপুর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-8704 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে নিযুক্ত ও ভারপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিতু পান্ডাকে আমমোক্তার নিয়োগ করি। গত ১২-০৪-২০২৪ তারিখ নিতু পান্ডা শ্রী পিন্টু দোলই পিতা- শ্রী শঙ্কর দোলই সাং- খিদিরপুর পোস্ট- খড়গপুর থানা- খড়গপুর শহর জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর নিবাসিকে I 2934/24 নং দলিল মূলে খড়গপুর এ.ডি.এস আর অফিসে দলিল করে বিক্রয় করেন। যার তপশিলি জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর থানা- খড়গপুর শহর এ.ডি.এস.আর অফিস ও পৌরসভা খড়গপুর এলাকাধিন ১০ নং ওয়ার্ড অন্তর্গত মৌজা- খিদিরপুর জে.এল. আর. নং- ১৪০, এল.আর খতিয়ান নং ২৩৫০ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ত্ব আর.এস ৩৪১ দাগ, এল.আর ৪৮৯ দাগে বাস্তুভূমি মোট ০/০৮ ডেঃ মধ্যে গৃহহীন বাস্তু ভূমীর বিক্রয় অংশ ০/০২ ডেঃ বিক্রয় করেছেন। আশর নিযুক্ত আমোক্তর উক্ত সম্পত্তির ক্রেতাকে বিক্রয় করলে ও ক্রেতা তা নিজ নামে রেকর্ড করলে তা বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে।
Yours Truly
Sanjukta Sishu,
Advocate 16-07-2024
Judge's Court Midnapore,
Reg. No-F/1132/2009

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তার নামা
শ্রী বিষ্ণুপদ দাস পিতা ঁনিবারন চন্দ্র দাস সাকিম কৃষ্ণপুর-চন্দনপুর, পোঃ দেবানন্দপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712123, বিগত ইং- 05/09/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-08499/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী জয়দেব ধাড়া,** পিতা ঁসুধীর ধাড়া, সাকিম ও পোঃ রাজহাট, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন 712123)-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল ইং- 31/07/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-8839/2024 নং দলিল মূলে **আরফিনা খাতুন** পিতা মহম্মদ সেলিম সাবেক সাকিম নিয়ার আজহার লাইন, বরিয়াতু বস্তী, পোঃ ও থানা – বরিয়াতু, জেলা রাঁচি, রাজ্য ঝাড়খন্ড, পিন 834009 ও হাল সাকিম প্রযত্নে মহঃ আলতাব, সাহাগঞ্জ বকুলতলা, পোঃ সাহাগঞ্জ, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712104 মহাশয়াকে বিক্রয় করেন।
তপশীল – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা দেবানন্দপুর, জে.এল. নং 03, হাল এল. আর. 3419 নং খতিয়ানে, সাবেক আর.এস. 148 তথা হাল এল. আর. 160 নং দাগে ভিটি সম্পত্তি ষোল আনায় বা 1.0000 অংশে 12 শতকের মধ্যে 0.7500 অংশে 9 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে 5 কাঠা 1 ছটাক 10 বর্গফুট আমমোক্তারনা মূলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **আরফিনা খাতুন** পিতা মহম্মদ সেলিম উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও., মগরা-চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তার নামা
শ্রী অজিত কুমার দাস পিতা স্বর্গীয় সুদীন কুমার দাস ওরফে সুদীন দাস, সাকিম জিরাট (মোড়লপাড়া), পো: জিরাট, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, পিন -৭১২৫০১ বিগত ইং 19/01/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর. হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-460/2023 নং আমমোক্তার দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী রত্নেশ্বর মন্ডল**, পিতা স্বর্গীয় রাজেশ্বর মন্ডল, সাকিম হাসিমপুর, পোঃ ও থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০১ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং 06/03/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর. হুগলী, চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2629/24 নং দলিল মূল্যে **শ্রী অরবিন্দ ঘোষাল** পিতা স্বর্গীয় সুরেন্দ্র ঘোষাল, সাকিম চরখয়রামারী, পোঃ জিরাট, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০১ মহাশয় কে বিক্রয় করেন। **তপশিল** - জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা হাসিমপুর, জে. এল নং 108, L. R খতিয়ান নং 14, সাবেক আর.এস. 180 তথা হাল এল.আর. 641 নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় 17 শতক আমমোক্তার কৃত সম্পত্তির মধ্যে 6.61 শতক বা কমবেশী 4 কাঠা সম্পত্তি বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে।
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী অরবিন্দ ঘোষাল** পিতা স্বর্গীয় সুরেন্দ্র ঘোষাল উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড় অফিসে আবেদন করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তার নামা
১)**শ্রী তারক কাঁড়ার** পিতা স্বর্গীয় বলাই কাঁড়ার, সাকিম বাসুদেবপুর, পো : ব্রাহ্মণপাড়া, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলী, পিন -৭১২৪০৫ ও ২) **শ্রীমতী প্রমিতা দাস,** স্বর্গীয় বলাই কাঁড়ার, স্বামী: শ্রী বাসুদেব দাস, সাং: আমিনপুর, পো: খামারচন্ডি, থানা: হরিপাল, জেলা: হুগলী, পিন ৭১২৪০৫, বিগত ইং 12/06/2023 তারিখে হরিপাল A.D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 2616/2023 নং আমমোক্তার দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী কাশীনাথ কাঁড়ার,** পিতা স্বর্গীয় বলাই কাঁড়ার, সাকিম-বাসুদেবপুর, পো : ব্রাহ্মণপাড়া, থানা- হরিপাল,জেলা-হুগলী, পিন৭১২৪০৫ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং 02/02/2024তারিখে ADSR, হরিপাল, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0482/24 নং দলিল মূল্যে **শ্রী পরিতোষ মন্ডল** পিতা স্বর্গীয় সুশীল মন্ডল, সাং: গোপীনগর, পো: খামারচন্ডী, থানা : হরীপাল, জেলা: হুগলী, ৭১২৪০৫ মহাশয় কে বিক্রয় করেন। **তপশিল** - জেলা - হুগলী, মৌজা - গোপীনগর, থানা-হরিপাল, জে.এল নং 73, L. R খতিয়ান নং493, L.R 355 নং দাগে, 12 শতক সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তার কৃত সম্পত্তির পরিমান ৪ শতক।
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে,শ্রী পরিতোষ মন্ডল পিতা স্বর্গীয় সুশীল মন্ডল উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল অফিসে আবেদন করিছেন, যাহার কেস নং - MN/2024/0607/12648। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-
adconnexon@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৭ ই সেপ্টেম্বর। শনি বার। ২২ শে ভাদ্র । সৌভাগ্য চতুর্থী তিথী। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে, আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে, আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী, কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আনতে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রীজগন্নাথ।

ধনু রাশি : নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র--শং।

কুম্ভ রাশি : আজ সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি।

(আজ সৌভাগ্য চতুর্থী। বিঘ্নবিনাশক শ্রীশ্রী গনেশ পুজো। শ্রী শ্রী পার্বতী পুজো।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

গ্রামীণ পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগ জানানো যাবে সরাসরি খাদ্য দপ্তরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দাদের সুবিধার্থে রাজ্য সরকার তাঁদের পরিষেবা সংক্রান্ত অভাব অভিযোগ সরাসরি শীর্ষ স্তরের কাছে জানানোর সুযোগ করে দিচ্ছে। এজন্য একটি টোল ফ্রি নম্বর চালু করছে রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতর। পুজোর পরই পঞ্চায়েত সংক্রান্ত যেকোনও সমস্যা জানাতে ওই টোল ফ্রি নম্বর চালু হয়ে যাবে বলে ওই দফতর সূত্রে জন্য গেছে। এজন্য একটি বিশেষ কন্ট্রোল রুমও চালু করা হবে।

পঞ্চায়েত দফতরের সদর মৃত্তিকায় এই টোল ফ্রি নম্বর চালু করতে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। নম্বর জানানো হবে পুজোর পরই। রাজ্যের খাদ্য দফতর রেশনে সরবরাহ করা আটার গুণগত মান বজায় রাখার ওপর জোর দিয়েছে। খাদ্য দফতরের নথিভুক্ত মিলগুলি পরিদর্শন করে এবিষয়টি নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। এজন্য দুজন আধিকারিককে নিয়ে মোট ১৫টি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি দল বিভিন্ন জেলায় গিয়ে মিল পরিদর্শন করবে। তারপরে জেলার ফুড সেলের কাছে রিপোর্ট পেশ করবে। সেই রিপোর্ট রাজ্য পর্যায়ের কমিটির কাছে পাঠানো হবে । লিখিত রিপোর্টের পাশাপাশি পেন ড্রাইভে ময়দা কলের সাধারণ ও ভিডিও ছবি জমা দিতে বলা হয়েছে। গম থেকে আটা উৎপাদনের কাজ করার জন্য ময়দা কলগুলিকে নতুন করে নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গম ভাঙানোর কাজে যুক্ত থাকার জন্য আগ্রহী মিলগুলির কাছ থেকে আবেদনপত্র চাওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ১৫৪টি মিল কাজ করার আবেদন চেয়েছে। এবার খাদ্যফতরের আধিকারিকরা ওই মিলগুলি পরিদর্শন করে দেখবেন ভালো মানের আটা উৎপাদনের পরিকাঠামো সেখানে আছে কি না।

রাজ্যের জেলা শহর ও পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত সংশোধিত রেশন এলাকার গ্রাহকদের প্যাকেটের আটা দেওয়া হয়। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি শহরাঞ্চলের বিধিবদ্ধ রেশন এলাকাতে গম দেওয়া হয়। গম ভাঙিয়ে আটা উৎপাদনের খরচ রাজ্য সরকার বহন করে। তাই রেশন গ্রাহকরা আটাও এখন বিনা পয়সায় পান। আটার সঙ্গে ভিটামিন, আয়রন প্রভৃতি যুক্ত করে পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি করা হয়। এই প্রক্রিয়া মিলে করা হয়। কিন্তু রেশনে সরবরাহ করা আটার গুণমান নিয়ে মাঝে মাঝে অভিযোগ ওঠে। নিম্নমানের আটা সরবারহ করার অভিযোগে খাদ্য দফতর সংশ্লিষ্ট ময়দা কলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নিয়েছে। এবার নতুন করে ময়দা কল বাছাই করার সময় সেখানে উন্নত মানের আটা উৎপাদনের জন্য সরকার নির্ধারিত ব্যবস্থা আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে পরিদর্শন করবেন খাদ্য দফতরের আধিকারিকরা।

হাওড়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতর অভিযানে বাধা মীনাক্ষীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার বিকেলে হাওড়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিস অভিযানের ডাক দিয়েছিল সিপিএমের যুব সংগঠন। নির্ধারিত সময় মতই মিছিল করা হয়। বঙ্কিম সেতুর নীচে মিছিলের পথ আটকাতে ব্যারিকেড তৈরি করে হাওড়া সিটি পুলিশ। ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে ব্যর্থ হয়ে বাম যুব কর্মীরা সেখানেই বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। তারই মধ্যে বিক্ষোভে উপস্থিত কিছু পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে

ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ে সংগঠনের কর্মীরা। ঘটনায় বিরক্ত প্রকাশ করে বাম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে দলের কর্মীর উদ্দেশ্যেই বলতে শোনা যায়, 'তোমাদের কন্ট্রোল নেই'। মীনাক্ষী আরও বলেন, 'হাওড়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতরে এসে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তাঁরা। পুলিশ রাস্তা আটকে দিল। এভাবে আন্দোলন থামানো যাবে না।'

আরজি কর কাণ্ড ও হাওড়া হাসপাতালে নাবালিকা রোগীর শ্লীলতাহানির প্রতিবাদে সিপিএমের যুব সংগঠনের ডাকে ছিল এই অভিযান। হাওড়া মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারীকের দফতর ঘেরাও কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান বাম নেত্রী কনীনিকা বোস-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

হাওড়াতে ইডি'র তল্লাশি অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতি তছরুপের ঘটনায় কৌশিক কোলের বাড়িতে ইডি-র আধিকারিকরা হানা দেয়। শুক্রবার সকালে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জোয়ানদের টিম সঙ্গে নিয়ে হাওড়ার সাঁকরাইল বাসুদেবপুর দাস পাড়া এলাকায় কৌশিকের বাড়িতে আসে ইডির আধিকারিকরা। সূত্রেখবর, আরজি কর আর্থিক দুর্নীতি মালার সঙ্গে যুক্ত বিপ্লব সিংহের মা তারা ট্রেডাস কোম্পানি। তাই সেই দুর্নীতি মামলার সঙ্গে যুক্ত সেই অফিসে শুক্রবার ইডি হানা বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক তছরুপের ঘটনায় গত ২ সেপ্টেম্বর সন্দীপ ঘোষ ও তার ঘনিষ্ঠ দুই ভেন্ডার সহ নিরাপত্তারক্ষী সিবিআইয়ের জালে গ্রেপ্তার হওয়ার পর শুক্রবার ৬ সেপ্টেম্বর সকালেই মা তারা ট্রেডার্সের মালিক বিপ্লব সিংহের হাওড়া সাঁকরাইলের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি।

আদি যুবক বৃন্দ পূজা কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিবছরের মতো এবারও গণেশ পুজো করা হল। ২০১০ সালে গৌরব দত্ত ও তাঁর বন্ধুদের হাত ধরে এই পুজো শুরু হয়। সীমিত বাজেটে প্রবীণ সমর্থকদের সহায়তায় সিদ্ধিদাতার পুজোর সূচনা করা হয়। দরিদ্র মানুষদের মধ্যে ৪০০ প্যাকেট খাবার বিতরণ করে সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং মানিবকতার পরিচয় দেন পুজোর উদ্যোক্তারা।

রাজাবাজার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত আরজি কর ইস্যুতে প্রতিবাদ মিছিল করল রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের পড়ুয়ারা।

পুজোর আগে ব্যবসা বৃদ্ধিতে আগ্রহী রাজ্য খাদি শিল্প পর্ষদ

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যবসা বাড়াতে রাজ্য খাদি শিল্প পর্ষদ এবার উৎসবের মরশুমের আগেই ছোটদের পোশাক বাজারে আনতে চলেছে। সদ্যজাতো থেকে ৬-৭ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের পোশাক তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর এবং নদিয়ার বেথুয়া ডহরির কারখানায় শিশুদের পোশাক তৈরি করা হবে। রাজ্য খাদি শিল্প পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্লোল খাঁ বলেন, 'খাদির পোশাক বয়স্কদের পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মের মধ্যেও বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। শিশুরাও যাতে খাদি পোশাকের আরাম থেকে বঞ্চিত না হন সেই কারণেই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পুজোর আগেই কলকাতার ৮ টি খাদি ভাণ্ডার থেকে শিশুদের পোশাক মিলবে।'

এর পাশাপাশি খাদি পোশাকের জনপ্রিয়তা বাড়াতে খাদি পর্ষদ জেলায় জেলায় মেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চলতি মাসেই এধরনের প্রথম মেলাটি আয়োজন করা হবে নদিয়ার কৃষ্ণনগরে। দ্বিতীয়টি হবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজে। ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় যোধপুর পার্কে একই ধরনের খাদিম মেলার আয়োজন করা হবে বলে পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে। এভাবে মোট ১৫ টি জেলায় খাদিমেলার আয়োজন করা হবে।

ধর্মতলা চাক্কা জ্যাম কর্মসূচি পালন বিজেপির।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ২২ ভাদ্র ১৪৩১ শনিবার

লেক কালীবাড়ি গণেশ চতুর্থীর আরধনা।

বদলি করা হল টালা থানার ওসিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর বিতর্কের মধ্যেই বদলি করা হল টালা থানার ওসিকে।

এতদিন অভিজিৎ মণ্ডল ছিলেন এই পদে। এবার নতুন ওসি হলেন মলয় দত্ত। শ্যামপুকুর থানার অতিরিক্ত ওসি ছিলেন মলয়। এবার থেকে তিনিই টালা থানার ওসির দায়িত্ব সামলাবেন। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এই বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, অভিজিৎ মণ্ডল নিজেই শারীরিক অসুস্থতার জন্য ডিউটি থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। টালা থানার সদ্য প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে নিয়ে আরজি কর ঘটনার আবহে বারবার বিতর্ক দানা বেঁধেছে। সর্বশেষ বিতর্ক হয় তাঁর অসুস্থতা নিয়ে। এরপরই তাঁর এই বদলির নির্দেশ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

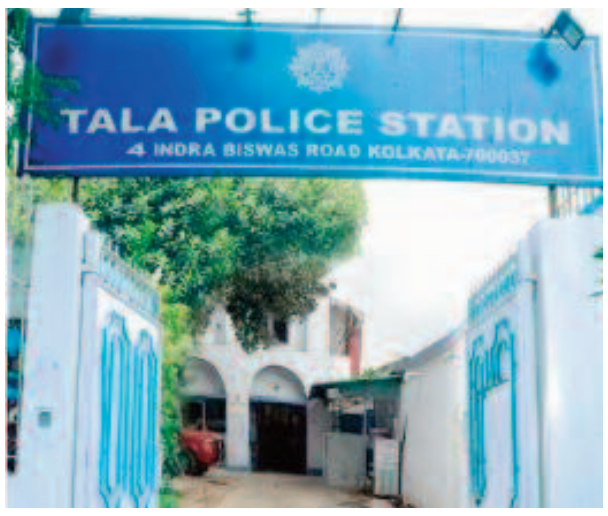

হাইকোর্টের নির্দেশে আরজি কর মামলার তদন্ত করছে সিবিআই। যেহেতু আরজি কর টালা থানার আওতাধীন। ফলে এই ঘটনায় যাবতীয় প্রাথমিক অভিযোগ সেখানেই গিয়েছে। আর প্রথম থেকেই আরজি কর কাণ্ডে পুলিশের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে। টালা থানার প্রাক্তন ওসিকে তলবও করেছিল সিবিআই। কেস ডায়েরি-সহ তলব করেছিলেন তদন্তকারীরা।

এরইমধ্যে গত ৪ সেপ্টেম্বর অসুস্থ হয়ে পড়েন অভিজিৎ। বুকে যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। তবে হাসপাতালে ভর্তি নিয়েও সে এক নাটকীয়তা চলে। প্রায় ১০ ঘণ্টা শহরের আটটি হাসপাতালে ঘুরে বেড়ান টালা থানার ওসি। দমদম থেকে সল্টলেক, আলিপুর, দক্ষিণ কলকাতা, এমনকি ইএম বাইপাসের একাধিক হাসপাতালেও যান বলে খবর। তবে তাঁর শরীরে কোনও অস্বাভাবিকত্ব ধরা পড়েনি। সব কিছুই 'নরমাল'।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরবঙ্গ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রের সন্ধেয় ভুটানের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরবঙ্গ। কম্পন অনুভূত হয় দার্জিলিং থেকে জলপাইগুড়িতে। তাতেই আতঙ্কের আবহ দুই জেলায়। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৪.৪। এদিন ৭টা ৫৮ মিনিটে ভুটানে প্রথম ভূমিকম্প হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৫ কিমি নিচে কম্পনের কেন্দ্রস্থল বলে জানা গিয়েছে। শুধু ভুটান নয়, সিকিমের দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ অংশেও কম্পন অনুভূত হয়।

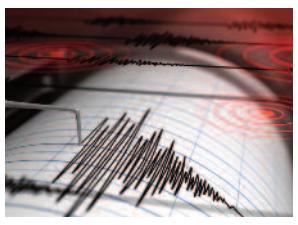

প্রসঙ্গত, চলতি বছর এপ্রিলের শুরুতেও ভূমিকম্পের সাক্ষী ছিল উত্তরবঙ্গ। ১ এপ্রিল সোমবার ভোর ৫.১৫ মিনিট নাগাদ কেঁপে ওঠে আলিপুরদুয়ার। তবে কম্পন ছিল খুবই মৃদু। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ২.৮। তবে মোটের উপর আলিপুরদুয়ারের পাশাপাশি কম্পন অনুভূত হয় কোচবিহার, ফালাকাটাতেও। এর এপিসেন্টার ছিল আলিপুরদুয়ার। ঠিক এরপরেই এপ্রিলের পাঁচ তারিখে শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে হিমাচল প্রদেশ। হিমাচলের চাম্বা জেলায় প্রথম কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৩। হিমাচলের পাশাপাশি জম্মু-কাশ্মীরেও ভূমিকম্প হয়। সেবারের কম্পন ছিল রাত প্রায় রাত ১০টা নাগাদ। চণ্ডীগড় সহ উত্তর ভারতের একাধিক জায়গাতেই এই কম্পন অনুভূত হয়েছিল।

সন্দীপের বিলাসবহুল বাংলো বাড়ির খোঁজ মিলল ক্যানিংয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কেন্দ্রিক আর্থিক দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন সন্দীপ ঘোষ। এবার সেই সন্দীপের বিলাসবহুল বাংলো বাড়ির খোঁজ মিলল ক্যানিংয়ে। নাম 'সঙ্গীতা সন্দীপ ভিলা'। ক্যানিং-২ ব্লকের নারায়ণপুর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় রয়েছে এই 'সঙ্গীতা সন্দীপ ভিলা'। সেই বাড়ির দেখভালের দায়িত্বে স্থানীয় যুবক জাকির লস্কর।

জাকির জানান, এমনিতে তিনি চাষের কাজ করেন। একইসঙ্গে সন্দীপ ঘোষের বাংলো বাড়ির রক্ষীও। প্রথমে ৫ হাজার টাকা বেতন পেতেন। পরে তার সঙ্গে আরও ২ হাজার টাকা বাড়িয়ে ৭ হাজার টাকা করে দেন সন্দীপ। জাকিরের কথায়, 'সন্দীপবাবু সকাল ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে আসতেন। আবার বিকালে বেরিয়ে যেতেন। পরিবার ছাড়া অন্য কেউ আসত না। দিনেরবেলা আসতেন বাবা, মা, শ্বশুর, শাশুড়ি নিয়ে। রান্না খাওয়া সেরে বিকালে বেরিয়েও যেতেন। আমি ওনার কাছে তিন বছর সাড়ে তিন বছর কাজ করছি। আমার কাছেই এই গেটের চাবি। তবে ভিতরের ঘরের চাবি আমার কাছে নেই। তবে আরজি করের ঘটনার পর আর এখানে আসেননি তিনি। যোগাযোগও করেননি।'

জুনিয়র ডাক্তারদের রিলে করে কর্মবিরতির পরামর্শ কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি লালবাজারে গিয়ে পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের সঙ্গে শিরদাঁড়া হাতে নিয়ে দেখা করতে গিয়েছিলেন আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকরা। সে প্রসঙ্গে এদিন কুণাল ঘোষ পাল্টা চিকিৎসকদের ওপরেই চাপ তৈরি করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।

শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে কুণাল ঘোষ বলেন, 'ভগবান না করুন পুলিশের কোনও পরিবারের কেউ শিরদাঁড়া নিয়ে গিয়ে ডাক্তারবাবুদের সামনে দাঁড়ান আর বলেন, এই হাসপাতালে এত বেশি বিল করবেন না, অহেতুক পেসমেকার বসাবেন না। যদি শিরদাঁড়া উপহার দিয়ে বলেন, অকারণে ওমুক ডায়গনস্টিক সেন্টার থেকে টেস্ট করাতে বলবেন না। তার বিভিন্ন কারণ আছে।' এই প্রসঙ্গে কুণালের বক্তব্য, 'আসলে সকলকে নিয়ে সমাজে চলতে হয়।'

আরজি করে বিনা চিকিৎসায় এক দুর্ঘটনাগ্রস্ত যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে। আর তা নিয়ে আন্দোলনরত চিকিৎসকদের ভূমিকা ও কর্মবিরতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কুণাল ঘোষ। এই প্রসঙ্গেই কুণাল জানান, 'আরজি করে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। ২৮ বছরের শ্রীরামপুরের এক যুবকের পায়ের ওপর দিয়ে লরির চাকা চলে যায়। তাঁকে আরজি করে রেফার করা হয়। যুবককে সকাল ৯টা নাগাদ হাসপাতালে আনা হয়। ৩ ঘণ্টা সেখানে পড়েছিল। তাঁকে ভর্তি করানো হয়নি। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়, মৃত্যু হয়। সরকারি হাসপাতালে আসার পর যদি এইভাবে দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম রোগী পড়ে থাকেন, কারণ কয়েকজন ডাক্তারবাবু কর্মবিরতি পালন করছেন, তাহলে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।' এই প্রসঙ্গেই কুণাল এও বলেন, 'ডাক্তারবাবুদের ন্যায়বিচারের দাবির সঙ্গে আমরা সহমত। গরিব মানুষের কথা ভেবে কর্মবিরতিটা বন্ধ করুন। দয়া করে রিলে পদ্ধতিতে কর্মবিরতি করুন।'

আরজি করকাণ্ডে ধর্নায় বসতে চেয়ে আদালতের শরণাপন্ন আনিসের বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদের ধর্নায় বসতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নিহত আনিস খানের বাবা। সালেম খানের সেই আবেদনে সাড়া দিল আদালত। শ্যামবাজারে ধর্না অবস্থানে বসার অনুমতি চেয়ে বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের এজলাসে হাজির হন আনিসের বাবা।

আগামী ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধর্নার অনুমতি দিল আদালত। তবে শর্তসাপেক্ষে এই ধর্নায় বসার অনুমতি দেন বিচারপতি। অনুমতিতে বলা হয়েছে, দুপুর ২টো থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ধর্না চালাতে পারবেন। আর এই ধর্নার স্টেজ হবে ১২ ফুট বাই ১৫ ফুট। খুব বেশি হলে ৩০০ লোক নিয়ে অবস্থানে বসতে পারবেন সালেম খান। এরসঙ্গে মানতে হবে শর্তবিধিও। এরআগে আনিস খানের বাবা ও দাদা মৃত চিকিৎসক তরুণীর বিচার চেয়ে শ্যামবাজারে ডিওয়াইএফআইয়ের ধরনামঞ্চে অংশ নেন। এবার তিনি নিজে ধর্নায় বসতে চান। তবে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্না, মিছিল নানা কর্মসূচি চলছে। এই আবহে অনুমতি নিতে আদালতের দ্বারস্থ হন। শুক্রবার আদালত অনুমতি দিল।

প্রসঙ্গত, হুগলির ছাত্রনেতা আনিস খানের মৃত্যু নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য। অভিযোগ ওঠে, তাঁকে ছাদ থেকে ফেলে মেরে দেওয়া হয়। তাঁকে যে ধাক্কা মারেন, তাঁর পরণে পুলিশের উর্দি ছিল এমনও অভিযোগ ওঠে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে দেখা যায়, আনিসের মাথায় গভীর ক্ষত, শরীরে বেশ কিছু হাড় ভাঙা ছিল। মাথার খুলির পিছন দিক থেকে ডান কানের উপর পর্যন্ত গভীর ক্ষত। ডান দিকের কপালেও ক্ষতচিহ্ন। সেই মৃত্যু এতটাই নৃশংস ছিল, খুলির বাঁ দিকের হাড় ভেঙে ঘিলু বেরিয়ে এসেছিল। ছেলের মৃত্যুর বিচার চেয়ে পথে নেমেছিলেন বৃদ্ধ সালেম। আবারও পথে নামছেন তিনি। এবার তরুনী চিকিৎসকের বিচার চেয়ে।

ফের ঘরছাড়া, সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনের ভিতরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনের ভিতরে তলে বিক্ষোভ। শুক্রবার সকালে স্টেশনের ভিতরে মাটিতেই বসে পড়েন বেশ কয়েকজন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মেট্রোর প্রবেশপথ তড়িঘড়ি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে যান যাত্রীরা। বেশ কিছুক্ষণ বেরতেও পারেননি তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন খোদ কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে।

মেট্রোর কাজে গাফিলতির অভিযোগ তুলে এই বিক্ষোভ দেখানো হয়। বউবাজারে মেট্রোর কাজ ঘিরে উঠেছে অভিযোগ। বউবাজার দুর্গাপিতুরি লেনে মেট্রোর ক্রসপ্যাসেজ নির্মাণের সময় আবারও 'ওয়াটার লিকেজ' দেখা গিয়েছে। ফলে বিপাকে পড়েন বাসিন্দারা।

এর আগে কাজের জন্য হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বাসিন্দাদের। গত ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নোটিস দেওয়া ছিল তাঁদের অন্যত্র থাকার জন্য। কিন্তু ২ সেপ্টেম্বর ঠিকানায় ফেরানো হয় তাঁদের। এই ঘটনায় স্থানীয় কউন্সিলর বিশ্বরূপ দে জানান, 'দীর্ঘ ৫ বছর ধরে চলছে ভোগান্তি। আমি কনফিউজড। ২০১৯ সাল থেকে এই নিয়ে ৪টে ডিজাস্টার হল। হোটেল আর বাড়ি করতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। এর শেষ কোথায়? আমাকেও তো জনপ্রতিনিধি হিসেবে জবাব দিতে হবে। এরা কোথায় যাবে?' এদিকে পুলিশকর্মীরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে বলেই জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ সূত্রে।

তেজ উৎসবে জগন্নাথ ঘাটে বিশেষ পূজার্চনা, শিবের মাথায় জল ঢাললেন ব্রতীরা।

শিল্পাঞ্চল জুড়ে বিজেপির চাক্কা জ্যাম কর্মসূচি পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে শুক্রবার রাজ্য জুড়ে চাক্কা জ্যাম কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল বঙ্গ বিজেপি। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল জুড়ে চাক্কা জ্যাম কর্মসূচি পালন করল রাজ্যের গেরুয়া শিবির। এদিন বেলায় ব্যারাকপুর ওয়ারলেশ মোড়ে বারাসত রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিশ অবরোধ তুলতে গেলে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা বাধে। বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আরজি

করকাণ্ডে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে তাঁরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ ধাক্কা দিয়ে তাঁদেরকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিয়েছে। শ্যামনগর পুরানো পোস্ট অফিস মোড়ে ঘোষপাড়া রোড অবরোধ করে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। নৈহাটির রামকৃষ্ণ মোড় ও ভাটপাড়া থানার সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার প্রাক্তন সভাপতি সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়ার পিনকল মোড়ে ঘোষপাড়া রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান সকলে। কিছুক্ষণ অবরোধ চলার পর পুলিশ বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দেয়। বিজেপি নেতা সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ এবং আরজি করকাণ্ডে জড়িত দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে তাঁদের আন্দোলন জারি থাকবে।

সেমিনার রুম চত্বর ভাঙায় সমর্থন নেওয়া হয় জুনিয়র চিকিৎসকদেরও

নিজস্ব প্রতিবেদন: সেমিনার রুম চত্বর ভাঙার সিদ্ধান্তে শরিক চেস্ট মেডিসিন বিভাগের জুনিয়র চিকিৎসকেরাও। যে তথ্য সামনে এসেছে তাতে তাই প্রমাণিত হয়। সূত্রের খবর, ঘটনার পর দিনই সেমিনার রুমের সন্নিহিত এলাকা ভাঙার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হয়। অভিযোগ, স্বাস্থ্য ভবনকে অন্ধকারে রেখেই সেই ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হয়েছিল। এদিকে এই সেমিনার রুম থেকেই উদ্ধার হয়েছিল চিকিৎসক তরুণীর দেহ।

যে জায়গা ভাঙা নিয়ে এত বিতর্ক সেই ভাঙার অর্ডার কপিতে সই রয়েছে আরজি করের তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের। অন্যদিকে, আরও একটি হাতে লেখা নথি সামনে আসছে। সেই নথিতে ১৮ জন পিজিটির সই রয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা সেমিনার রুম চত্বর ভাঙতে দিতে রাজি হলেন সেই প্রশ্নও এবার জোরালো হচ্ছে। কেন কেউ প্রতিবাদ করল না সেই প্রশ্ন উঠছে।

এদিকে এই প্রসঙ্গে পিজিটিরা জানান, সংস্কারের সিদ্ধান্তে শরিক হলেও কবে ভাঙা হবে তা জানতেন না। কোথায় ভাঙা হবে জানতেন, কিন্তু কবে ভাঙা হবে সেই খবর ছিল না বলে দাবি নথিতে সই থাকা পিজিটি চিকিৎসকদের। ফলে সই করা পিজিটিদের অন্ধকারে রেখেই সেমিনার রুম চত্বরে কাজ শুরু হয় কি না তা নিয়েও প্রশ্ন জোরালো হয়েছে। পিজিটি চিকিৎসকদের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইকে জানানো হয়, '১২ অগস্ট ঘটনা ঘটলেও ১৩ অগস্ট ঘটনার কথা জানতে পারি। আমরা তো একটানা আন্দোলনে ছিলাম। সেই সময় আলাদা করে আর প্রশ্ন করা হয়নি বিষয়টি নিয়ে। কবে সেখানে কাজ হবে আমাদের কিছুই জানানো হয়নি। কিন্তু, যখন কাজ হচ্ছিল, সেখানে তো পুলিশ পোস্টিং ছিল।'

নিউ ব্যারাকপুরের মধু চক্র, ধৃত ১৫

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার মধ্য রাতে নিউ ব্যারাকপুর থানার যুগবেড়িয়া দক্ষিণ বোর্ড ঘর সুদিনপল্লী এলাকার একটি বাড়িতে হানা দেয় ব্যারাকপুর সিটি পুলিশের একটি বিশেষ টিম। ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। সেই সঙ্গে নয়জন মহিলাকেও উদ্ধার করা হয়েছে। ওই বাড়িতে মধু চক্রের আসর বসত বলে অভিযোগ। শুক্রবার বেলায় নিউ ব্যারাকপুর থানায় সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দ্র বর্ধন ঝা জানান, 'যুগবেড়িয়া বোর্ড ঘর এলাকায় রনি দে-র বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা

হয়েছে। ওই বাড়ি থেকে ৯ জন মহিলাকে উদ্ধার করা হয়েছে। ডিসি সেন্ট্রাল আরও জানান, ওই বাড়িতে মধু চক্রের আসর বসতো। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেখানে হানা দিয়ে নগদ ৮২ হাজার টাকা, কিছু মদের বোতল, একটি ল্যাপটপ, ছয়টি মোবাইল ফোন এবং ৩০টি অব্যবহৃত কন্ডোম উদ্ধার করা হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হবে।

ডাকাতিকাণ্ডে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ ব্যারাকপুর আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: জনবহুল ব্যারাকপুর আনন্দপুরী এলাকার স্বর্ণ বিপণিতে ডাকাতির ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া পাঁচ জনকেই আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল ব্যারাকপুর আদালত।

প্রসঙ্গত, গত ৩১ আগস্ট ব্যারাকপুর আদালত ঘটনায় অভিযুক্ত পাঁচজনকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। শুক্রবার দোষী সাব্যস্ত পাঁচজনকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হয়। সরকার পক্ষের আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবি করেছিলেন। কিন্তু বিচারক তা খারিজ করে দেন। বিচারক দোষী সাব্যস্ত পাঁচজনকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। যদিও আদালতের এই রায়ে খুশি নন স্বর্ণ ব্যবসায়ী নীল রতন সিংহ। স্বর্ণ ব্যবসায়ী বলেন, অভিযুক্ত একজনের ফাঁসি হওয়া উচিৎ ছিল। যে তাঁর পুত্রকে গুলি করে খুন করেছে। অপরদিকে সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, আদালতের রায়ে তিনি পুরোপুরি খুশি নন। তিনি অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবি করেছিলেন।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের ২৪ মে ভর সন্ধ্যেয় জনবহুল ব্যারাকপুর আনন্দপুরীতে একটি স্বর্ণ বিপণিতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। ডাকাতিতে বাধা পেয়ে দুষ্কৃতীরা স্বর্ণ ব্যবসায়ী নীল রতন সিংয়ের পুত্র ২৬ বছরের নিলাদ্রী সিংহকে গুলি করে খুন করে।

ঘটনার তদন্তে নেমে তদন্তকারীরা পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে। গত ১৭ আগস্ট ব্যারাকপুর আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। গত ২ সেপ্টেম্বর সাজা ঘোষণা স্তগিত রাখা হয়েছিল। এদিন ব্যারাকপুর আদালত সাজা ঘোষণা করল।

আরজি করে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হল যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের কাঠগড়ায় আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। আরজি কর কাণ্ডের আন্দোলনের জেরে ডাক্তার অমিল হাসপাতালে! তারই জেরে বিনা চিকিৎসায় প্রাণ গেল ২৪ বছরের এক যুবকের। এই ঘটনায় 'পরিষেবা সচল রেখে আন্দোলন চলুক', আর্জি মৃতের পরিবারের।

সূত্রে খবর, হুগলির কোন্নগরে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ওই যুবক। একটা নয়, দুই পায়ের উপর দিয়ে চলে যায় লরি! গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় শ্রীরামপুরের হাসপাতালে। সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কলকাতায়। ঘড়িতে তখন ৯টা। শুক্রবার সকালে ওই যুবককে নিয়ে আরজি করে পৌঁছন পরিবারের লোকেরা। পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, একবার আউটডোর আর এক ইমারজেন্সি বিল্ডিংয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ওই যুবককে। কিন্তু ভর্তি নেওয়া তো দূর, সকাল ৯ থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে ফেলা রাখা হয় রোগীকে। কোনও চিকিৎসা করা হয়নি। এরপর হাসপাতালের তরফে জানানো হয়, 'ডাক্তার নেই। রোগীকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যান'। ততক্ষণে প্রবল রক্তক্ষরণে ঝিমিয়ে পড়েন ওই যুবক। শেষপর্যন্ত বেলা ১২টা নাগাদ মৃত্যু হয় তাঁর।

EKDIN 07.09.2024 PAGE 4_Layout 1 9/6/2024 4:41 AM Page 1

সম্পাদকীয়

নিজের ভাললাগা ও আনন্দে বাঁচার স্বাধীনতা সব মানুষ চায়

সাধারণ মানুষের ব্যক্তিজীবনের অনেকটাই আজ নিয়ন্ত্রিত হয় দলীয় রাজনীতির ছত্রছায়ায়। সেই হিসাবে রাজনৈতিক নেতাদের অঙ্গুলিহেলনে নাগরিকের অধিকার আজ বিপন্ন। আশার কথা এই যে, গণতন্ত্রকে ঢাল করে যে ঢালাও লাঞ্ছনা, সেটা সইতে সইতে মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের আগুনের বহিঃপ্রকাশ আজ ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। প্রতিবেশী বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের এই ক্ষোভের আগুনই সে দেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারকে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করেছে সম্প্রতি। আর জি কর কাণ্ডকে সামনে রেখে যে ভাবে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে সমাজের প্রতিটি স্তরেই, সেটা আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে অশনিসঙ্কেত। জোর করে নিজস্ব মতামত মানুষকে মানতে বাধ্য করা যায় কিছু দিনের জন্য, চিরকালের জন্য নয়। নিজের ভাললাগা নিয়ে নিজের আনন্দে বাঁচার স্বাধীনতার স্বাদ প্রতিটি মানুষই পেতে চায়। তাতে অনেক সময়ই দেখা যায় প্রতিযোগিতায় পরাজয়ের গ্লানিকে উপেক্ষা করেও মানবিকতার স্বাধীনতা হয়ে ওঠে মুখ্য। যে ভাবে প্যারিস অলিম্পিক্সে রুপোজয়ী নীরজ চোপড়ার মা পাকিস্তানের সোনাজয়ী আরশাদ নাদিমকে নিজের ছেলের সঙ্গেই একাসনে বসিয়েছেন, সেই প্রসঙ্গ চমৎকার ভাবে উত্থাপন করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। দাঙ্গাপীড়িত অঞ্চলে হিন্দু বাড়িতে মুসলমান পরিবারকে আশ্রয় দেওয়া কিংবা সম্প্রতি হিন্দুদের ধর্মীয় স্থানে হামলা রুখতে মুসলমান সম্প্রদায়ের রাত জেগে হিন্দুদের মন্দির পাহারা দেওয়ার মধ্যেই নিহিত আছে এক মানবিক স্বাধীনতার দায়িত্ববোধ। ডুরান্ড কাপে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ডার্বি বাতিলের প্রতিবাদে চির প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের সমর্থকদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিবাদ প্রমাণ করে অনৈতিকতার বিরুদ্ধে সকলের এক হয়ে থাকার স্বাধীনতা অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারে। সরকারের যেমন স্বাধীনতা আছে সরকারি অর্থ দুর্গাপুজো কমিটিকে অনুদান হিসাবে দেওয়ার, তেমন পুজো কমিটিগুলোরও স্বাধীন ভাবে ভাবা উচিত নারীর লাঞ্ছনার প্রতিবাদে মায়ের পুজোর জন্য এই অনুদান নেওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যত দূর সম্ভব 'নাইট ডিউটি' থেকে বিরত থাকার বার্তা দিয়ে নারীদের সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা আসলে নারীদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং আরও পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে যাওয়া। এ যেন চোরকে না ধরতে পেরে মানুষকে দরজায় খিল দিয়ে বসে থাকার নিদান। তাই স্বাধীনতা এমন হওয়া উচিত, যেখানে দিন আর রাত বলে আলাদা কিছু থাকবে না।

শব্দবাণ-৩৭

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. রেশমি শাড়ি ৪. কাহিনি ৫. রন্ধন, রান্না ৭. চোট ৯. শিব, মহাদেব ১১. সামান্য বা একটু বেশি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. কবি ভারতচন্দ্রের উপাধি ২. শক্তি, ক্ষমতা ৩. হিমালয় ৬. রসিকতা, ফাজলামি ৮. মারাত্মক ১০. আক্ষেপ, দুঃখ।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৬

পাশাপাশি: ১. বড়কুটুম ৩. কতল ৫. পর্যাস ৭. মকুব ৮. নোকর ১০. চরণসেবা।

উপর-নীচ: ১.বরাত ২. টুপিপরানো ৩.কদম ৪. লটবহর ৬. সজোর ৯. কসবা।

জন্মদিন

আজকের দিন

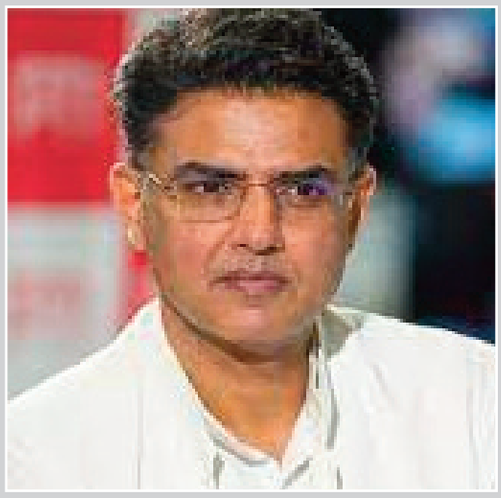

সচিন পাইলট

১৯৭৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সচিন পাইলটের জন্মদিন।*
১৯৮৩ *বিশিষ্ট ব্যাডমিন্টন খেলোয়ার জ্বালা গুট্টার জন্মদিন।*
১৯৮৫ *বিশিষ্ট অভিনেত্রী রাধিকা আপ্তের জন্মদিন।*

আজ ৯০ তম জন্মদিনে কবি ও কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

সুনীলদা সুনীলদাই

সিদ্ধার্থ সিংহ

হো হো করে হেসে উঠেছিলেন সুনীলদা। বলেছিলেন, 'শুধু বেঁচে নয়, আমি বহাল তবিয়তে আছি।'

ক'দিন আগের ঘটনা। সুনীলদা নন, মারা গেছেন অভিনেতা সুনীল মুখোপাধ্যায়। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর 'গৃহযুদ্ধ'-খ্যাত সেই অভিনেতা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তখন শহরের বাইরে। তাঁর ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্সের বাড়িতে ছুটে আসেন গড়িয়াহাট থানার পুলিশ। 'সুনীল' শব্দটা শুনেই ওরা ভেবেছিলেন, হয়তো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মারা গেছেন। তাই উপর মহল থেকে নির্দেশ পেয়ে তাঁরা নাকি ছুটে এসেছিলেন খোঁজ নিতে। ধনঞ্জয়দার কাছ থেকে ফোন-মারফত সেই খবরটা শুনে সুনীলদা তাই হো হো করে হেসে উঠেছিলেন।

সুনীল নামের এমনই মহিমা, 'সুনীল বললেই মানুষ আজও তাঁদের প্রিয় নীললোহিতকেই ভাবেন। সে দিন খ্যাতির বিড়ম্বনায় পড়েছিলেন সুনীলদা। তাও মৃত্যু সংবাদে। আজ মনে হয়, সে দিন একবারের জন্যও কি আঁতকে উঠেনি সুনীলদার নরম প্রেমিক হৃদপিণ্ড! একটুও চলকে ওঠেনি রক্ত, নিজের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে!

না, আর কোনও দিনও আর জানা যাবে না এই প্রশ্নের উত্তর। কারণ, তার ক'দিন বাদেই সত্যি সত্যিই চলে গেলেন তিনি। কার্যত আমাদের 'অনাথ' করে গিয়ে। আমরা যারা সুনীলদার বাড়িতে যখন-তখন যাই, তারা যে কতখানি অনাথ হলাম, মাত্র ক'দিনেই তা বুঝতে পারছি।

আমরা অনেক তরুণ কবি-লেখক, যারা রবিবার বেলা সাড়ে এগারোটা-বারোটা নাগাদ তাঁর বাড়িতে আড্ডা দিতে যেতাম, তাদের প্রশ্রয় দিতেন। আড্ডা মারতে মারতে বেলা গড়াত। মাঝে মাঝেই স্বাতী বৌদি এসে তারা লাগাতেন, অনেক বেলা হয়েছে, এ বার ওঠো। কিন্তু দেখা যেত, আমাদের 'আর পাঁচ মিনিট', 'আর দশ মিনিট'-এর আবদার প্রতি রবিবারই দুপুর আড়াইটে-পৌনে তিনটে অবধি টেনে নিয়ে যেত ।

সেই আড্ডায় নিয়মিত আসত শ্রীজাত, চিরঞ্জীব, রূপক, পাপড়ি, অয়ন, সত্যজিৎ ছাড়াও আরও অনেকে। সে দিন কারা ছিলেন, এই মুহূর্তে আর মনে পড়ছে না। তবে মনে পড়ছে, দুই 'সুনীল'কে গুলিয়ে ফেলা পুলিশের কাণ্ডকারখানা নিয়ে সে দিন তিনি বেশ মজা করেছিলেন।

যত রাতই হোক না কেন, অফিস থেকে ফিরে আমি প্রত্যেক দিনই একবার নিউজ চ্যানেলে চোখ রাখি। এটা আমার বহু দিনের অভ্যাস। কিন্তু অষ্টমীর দিন রাত সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ঠাকুর দেখে এতটাই কাহিল হয়ে পড়েছিলাম যে, বাড়ি ফিরেই বিছানায় চলে যাই।

যে আমাকে ছোট থেকে কোলেপিঠে করে বড় করেছে, আটটা নাগাদ সেই স্বর্ণ, আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে দিয়ে দেখে তুলল। বলল, দাদা, আপনারে ভাই ডাকতাছে।

পাশের ঘরের দরজার কাছে যেতেই ছেলে বলল, আমার ফোনে একটা খারাপ মেসেজ এসেছে। খবরটা একটু দেখো তো। কে মারা গেছে...

আমি বললাম, তুই এখন জানলি? আজ নয়, দু'দিন আগেই মারা গেছেন যশ চোপড়া।

ঘুম থেকে দেরি করে উঠি বলেই অনেকে জানে, সকালে আমি কারও ফোন ধরি না। সম্ভবত সে কারণেই আমার মোবাইলে নয়, বারবার আমার বউয়ের ফোনে ফোন করছিল আমার ছোটবোন। ঠিক তার পরেই আমার ফোনটা কাঁপতে লাগল। ও প্রান্ত থেকে বোন বলল, শুনছি সুনীলদা নাকি মারা গেছেন...

আমার মনে হল, গড়িয়াহাটার ওই পুলিশগুলোর মতো ও-ও বুঝি ভুল করছে। তাই বললাম, রাখ। সক্কালবেলায় যত্তসব...

বিশ্বাস করিনি। কারণ, সে বছর কাস্তে কবি দিনেশ দাসের একশো বছর পূর্তি উপলক্ষে আলিপুর সেন্টার জেল সংলগ্ন তাঁর বাড়ির লাগোয়া রাস্তা গোপালনগরের আফতাব স্কুলের ছেলেরা দুর্গা পুজোর 'থিম' করেছিল দিনেশ দাসকে নিয়ে। যেহেতু কবিকে নিয়ে থিম, ঠিক করা হয়েছিল, কোনও কবিকে দিয়েই পুজোটা উদ্বোধন করানো হবে। সঙ্গে আরও কয়েকজন থাকলে ভাল হয়। আমি জানি, সুচিত্রাদির শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। তাই সুচিত্রা ভট্টাচার্যের পরেই যাঁর নাম আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেই বাণী বসুকে বলতেই, তিনি রাজি হয়ে গেলেন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ও বললেন, এত আগে থেকে কী করে বলব! দেখি, আগের দিন বেলা দশটা নাগাদ একবার ফোন কোরো তো...

আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে বলতেই তিনি বললেন, এমনি সময় করলে অবশ্যই যেতাম। কিন্তু দিনেশ দাসের সঙ্গে যে তোমরা দুর্গাপুজোটাকে জড়িয়ে ফেলেছ, কী করে যাই! আমি তো এই সব ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস করি না। তোমার ওখানে যদি যাই, তা হলে আরও অনেকে আমাকে ধরবে, তাঁদের পুজো উদ্বোধন করার জন্য। তখন কী করব?

সুনীলদা প্রথমটায় একটু গাঁইগুঁই করলেও আমার নাছোড়বান্দা বায়নার কাছে শেষ পর্যন্ত তিনি পরাজিত হলেন। বললেন, ঠিক আছে, যাব।

কিন্তু পঞ্চমির দিন সকালে যখন বাণীদিকে ফোন করলাম — সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ আপনার বাড়ি যাচ্ছি। আপনাকে তুলে ওই গাড়িতে করেই সুনীলদাকে নিয়ে আসব। তখন বাণীতে বললেন, সুনীল তো অসুস্থ। বম্বে গেছেন।

অসুস্থ! আমি জানতাম, ইদানিং কথা দিলেও শেষ অবধি কোনও অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন না তিনি। উদ্যোক্তারা নিতে এলে বলতেন, শরীরটা খুব খারাপ। জ্বর হয়েছে। উঠতে পারছি না।

জানতাম, ওটা না-যাওয়ার বাহানা। তবু মনে মনে বললাম, সুনীলদা যে ভাবে জীবন কাটান, তাতে তো অসুস্থ হওয়ারই কথা। এই তো কিছু দিন আগে তেইশ ঘণ্টা প্লেন-জার্নি করে এসে পর দিন আমাদের সঙ্গে যখন আড্ডা দিচ্ছেন, দেখি, পা দুটো ফুলে কলাগাছের মতো হয়ে গেছে।

ক'দিন আগে গড়িয়ায় টিনার বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। সুনীলদাকে দেখেছিলাম, সামান্য ক'টা সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে দোতালায় উঠতেই তাঁর কত কষ্ট হচ্ছিল। তাই শ্রীজাত আর ওর বউ দুর্গা বলেছিল, আমাদের সেলিমপুরের নতুন ফ্ল্যাটে সুনীলদাকে মধ্যমণি করে যে গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান করার কথা ভাবছি, সেখানে তো লিফট নেই। তা হলে কী হবে! তখন আমাদের মধ্যে থেকেই কে যেন বলেছিল, কোনও চিন্তা নেই। সুনীলদার কোনও কষ্ট হবে না। আমরাই সুনীলদাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে প্রথমে শ্রীজাতর শ্বশুরের দোতলার ফ্ল্যাট নিয়ে যাব। সেখানে সুনীলদা একটু বিশ্রাম করে নেবেন। তার পরে সেই চেয়ারে করেই সুনীলদাকে তিনতলায় নিয়ে যাব।

সুনীলদাকে আমি অন্তত তিরিশ বছর ধরে চিনি। ১৯৮৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমির অর্থানুকূল্যে 'শোকপ্রস্তাব' নামে আমার যে কবিতার বইটি প্রকাশিত হয়েছিল, তার ভূমিকা লিখেছিলেন সুনীলদা। আমি যখন সানন্দা পত্রিকায় ফ্রিল্যান্স করতাম, আনন্দবাজারে আগুন লাগার আগে ওই একই করিডরে ছিল দেশ পত্রিকার দফতর। ওখান থেকে যাতায়াতের সময় সুনীলদার সঙ্গে চোখাচোখি হত। মাঝে মাঝেই কবিতা নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে পড়তাম। তখন দেশ পত্রিকার কবিতা অফিশিয়ালি সুনীল বসু দেখলেও, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পছন্দ করে দিলে সুনীল বসু সেগুলো ফেলে দিতে পারতেন না। তখন দেশ পত্রিকা ছিল সাপ্তাহিক। একই মাসে একাধিকবার আমার কবিতা ছেপে দিতেন সুনীলদা।

পরবর্তী কালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার যৌথ সম্পাদনায় বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে অজস্র সংকলন বেরিয়েছে। আমাকে নিয়ে গদ্যও লিখেছেন তিনি। মৃত্যুর এক বছর আগে এবিপি আনন্দের রাজীব ঘোষ এর একটি ইংরেজি কবিতার বই আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় শুধু উদ্বোধন করেই ক্ষান্ত হননি, ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, সেই রাজীব আর তার দাদা সুবীর ঘোষ প্রতি বছরের মতো তাদের 'জন্মদিন' সাহিত্যপত্রের তরফ থেকে 'কবিতা পার্বণ' উৎসবের আয়োজন করেছিল ২০১১ সালের ১১ জানুয়ারি সন্ধে ছটায়।

সে বার আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত আমার 'দোহাই আপনার' কবিতার বইটিকে ওরা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করেছিল। সুনীলদা সে কথা শুনে শুধু খুশিই হননি, সেই পুরস্কার আমার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য সস্ত্রীক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বহরমপুরে ছুটে গিয়েছিলেন। বহরমপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন মোহনা-র লোকঠাসা সুসজ্জিত নেতাজি সুভাস প্রেক্ষাগৃহে দাঁড়িয়ে সুনীলদা বলেছিলেন — 'সিদ্ধার্থ হচ্ছে সব্যসাচী লেখক। কী লিখে না ও? ছড়া, কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস সবই। ছোটদের জন্য কি লিখেছে? লোকে বলে, আমি নাকি প্রচুর লিখেছি। আমার তো মনে হয়, ও যখন আমার বয়সে এসে পৌঁছবে, তখন আমার চেয়েও ওর বইয়ের সংখ্যা অনেক বেশি হবে।'

সংখ্যার দিক থেকে হয়তো সে বছর আমার বই কোনওভাবে একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। বেশ আত্মশ্লাঘাও বোধ করছিলাম। কিন্তু আমার বই ঘিরে সুনীলদার প্রশংসা এবং আমোদ দেখে বুঝেছিলাম, সূর্য যেমন কীটপতঙ্গের উপরেও আলো বর্ষাতে থেমে থাকে না, একবারও ভাবে না, কে বৃহৎ কে ক্ষুদ্র, সুনীলদাও যেন তেমনই। তাঁর স্নেহ-ভালবাসা রোদ-বৃষ্টির মতোই অক্লেশে ঝড়ে পড়ত আমাদের ওপরে। আমরা ধন্য।

সে দিন বহরমপুর সার্কিট হাউসেই রাত কাটিয়েছিলেন সুনীলদা। সকাল সকাল রওনা হয়ে যাওয়ার কথা আরেকটি জায়গায়। তাই রাজীব, সুবীর আর ওদের পত্রিকার আরও কয়েক জনের সঙ্গে সক্কালবেলায় আমিও গিয়ে হাজির হয়েছিলাম সুনীলদার ঘরে।

সুনীলদা আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। বলেছিলেন, তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে। কাল বিকেলের মধ্যে কলকাতায় ফিরে যাব। কিন্তু সে দিন সন্ধ্যাবেলার মধ্যে আমাকে অফিসে পৌঁছতেই হবে। টিকিটও কাটা আছে। তাই সে দিন ইচ্ছে থাকলেও সুনীলদার সফর-সঙ্গী হতে পারিনি। এখন ভাবতে গেলেই মন খারাপ হয়ে যায়। প্রতি বছর বইমেলার সময় প্রকাশিতব্য আমার বইয়ের সংখ্যা বলতে আমার নিজেরই লজ্জা করে।

মৃত্যুর দু'বছর আগে সুনীলদর জন্মদিন উপলক্ষে না, ৭ সেপ্টেম্বর নয়, তার আগের দিন ৬ সেপ্টেম্বর, রাত থেকে মধ্যরাত অবধি সুনীলদাকে নিয়ে এক আড্ডার আয়োজন করেছিল দিপ্তেন্দুদা। প্যারিস-নিবাসী আমাদের দিপ্তেন্দু চক্রবর্তী। গড়িয়াহাট মার্কেটের পাশেই, দিব্যেন্দু পালিত, শরৎ মুখোপাধ্যায়, বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের আবাস-ভূমি 'মেঘমল্লার'-এ।

আমার যে সে বছর বইমেলায় বত্রিশটা বই বেরোচ্ছে, সেটা জানতেন কবি সুবোধ সরকার। তিনি সে দিন ওখানে সুনীলদাকে সে কথা বলতেই, সুনীলদা বলেছিলেন — বত্রিশটা! অনেক দিন আগে একবার বইমেলায় আমার সবচেয়ে বেশি বই বেরিয়েছিল একসঙ্গে তেইশটা। তাও দ্বিতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ-টুদ্রণ নিয়ে। আর ওর বত্রিশটা! তা হলে এ বার তো ও শুধু আমার রেকর্ডই ছাপিয়ে গেল না, ব্যাপারটাকে পুরো উল্টো করে দিল। তেইশের দুইটাকে তিনের সামনে থেকে তুলে তিনের পরে বসিয়ে দিল!

সুনীলদা এ ভাবেই কথা বলতেন। নীললোহিত বলতেন একটু অন্যরকম ভাবে। আর সনাতন পাঠক? সত্যিই তিনি চিরকালীন পাঠক। তাই কোনও বই পেলেই আগে উল্টেপাল্টে পড়ে নিতেন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন, পরে পড়ব বলে রেখে দিলে সেটা আর কোনও দিন পড়াই হবে না। পড়ে থাকবে। আর কোনও বই পড়া হয়ে গেলেই, বসার ঘরের এক দিকে টাল দিয়ে রেখে দিতেন। যাতে তাঁর বাড়িতে আসা অন্য কোনও বইপ্রেমী সেই বইগুলো নিয়ে যেতে পারেন। পড়তে পারেন।

সুনীলদা যত বড় কবি-লেখক-উপন্যাসিক, তার চেয়েও অনেক অনেক অনেক বড় মাপের মানুষ ছিলেন। তাই শুধু যোগ্য লোককেই নয়, যাঁরা তাঁর কাছে আসতেন, ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতেন, তাঁরা অযোগ্য হলেও শুধুমাত্র ভালবাসার খাতিরেই তিনি তাঁদের দু'হাত উজাড় করে দিতেন। কারও নাম সুপারিশ করে দিতেন স্কলারশিপের জন্য। কারও নাম অতিথি কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে রেকমেন্ড করে দিতেন বিদেশ যাওয়ার জন্য। কারও নাম বলে দিতেন পুরস্কারের জন্য।

আর টাকা পয়সার ব্যাপারে? এ রকম উদাসীন মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। বিভিন্ন কারণে নানান প্রকাশনী থেকে তাঁর পাওনা টাকা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চেকে নিয়ে আসতাম ঠিকই, কিন্তু অনেকেই আবার খামে করেও টাকা দিতেন। আমি যত বার সুনীলদাকে নগদে টাকা দিয়েছি, উনি কোনও দিনই গুণে দেখেননি, কত দিলাম। শুধু আমি নই, অন্য কেউ টাকা দিয়ে গেলেও, উনি কোনও দিনই দেখতেন না, কে কত দিয়ে গেল।

পরেও যে দেখতেন না, তার প্রমাণ, ওই টাকা পাওয়ার কিছুক্ষনের মধ্যেই হয়তো কিছু আনার জন্য ওখান থেকেই ধনঞ্জয়দাকে টাকা বের করে দিতেন। কিংবা অন্য কাউকে অন্য কোনও কারণে দিয়ে দিতেন।

মনে আছে সে বছর শৈব্যা প্রকাশনীর কর্ণধার সোমনাথ বলকে নিয়ে আমি যখন সুনীলদার বাড়িতে গিয়েছিলাম, রয়্যালটি বাবদ সুনীলদার প্রাপ্য টাকা সোমনাথ একটা খামে ভরে সুনীলদাকে দিতেই, সুনীলদা স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারের বাঁ হাতের সেলফের একটা তাকে রেখে দিয়েছিলেন। শুধু তাই-ই নয়, কত টাকা লেখা আছে না-দেখেই, রিসিপ্টের পেছন পাতায় সই করে দিয়েছিলেন। সুনীলদা এমনই।

সে দিন 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান'-এর শারদীয়া সংখ্যার জন্য লেখা চাইতেই সুনীলদা বলেছিলেন, এখনও উপন্যাসটাই শেষ করতে পারিনি, কখন লিখব? তার পরেই বলেছিলেন, একটা কাজ করতে পারো। কয়েক বছর আগে 'সন্দেশ'-এর নাম করে আমার কাছ থেকে একটা গল্প নিয়ে গিয়েছিল সুজয় বলে একটা ছেলে। সেটা সন্দেশে ছাপেওনি। আমাকে ফেরতও দিয়ে যায়নি। আমার কাছে ওটার কোনও কপিও নেই। আমি সন্দীপকে ফোন করেছিলাম। শুনলাম, ও নাকি ওখানে লেখাটা দেয়ইনি। ওখানে আর কাজও করে না। ওই লেখাটা ওর কাছ থেকে জোগাড় করতে পারবে? কল্পবিজ্ঞানের গল্প। পেলে তোমাদের কাগজের পক্ষে ভালই হবে।

সুজয়, মানে সুজয় সোম। এক সময় সন্দেশের হয়ে কাজকর্ম করত। আমি চিনি। এমনও হয়েছে যে, রাত বারোটার পরে আনন্দবাজারে এসে আমার কাছ থেকে নীরেনদা, মানে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর লেখা নিয়ে গেছে।

কিন্তু না। ওর যে ক'টা ফোন নম্বর আমার কাছে ছিল, তত দিনে সেগুলো অকেজো হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে আর যোগাযোগ করে উঠতে পারিনি। উদ্ধার করতে পারেনি সেই লেখাটাও। বহু দিন আগে হঠাৎ করে উধাও হয়ে যাওয়া সুনীলদার লেখা অপ্রকাশিত কবিতা-ভর্তি খাতার মতো সেটাও বুঝি আর কোনও দিনই পাঠকদের কাছে গিয়ে পৌঁছবে না।

সেই লেখা জোগাড় করতে পারিনি শুনে সে বার 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান'-এর শারদীয় সংখ্যা বেরোনোর মাত্র দিনসাতেক আগে উনি অবশ্য একটা নতুন গল্প লিখে গিয়েছিলেন। যা আরও মূল্যবান করে তুলেছিল ওই সংখ্যাটিকে। সুনীলদা এ রকমই।

সুনীলদার এই চলে যাওয়াতে বাংলা সাহিত্যের তো অপূরণীয় ক্ষতি হলই, ক্ষতি হল ওই সব লোকজনেরও। যাঁরা তাঁর পাশে থেকে তাঁর আলোয় আলোকিত হতেন। মনে করতেন, আমরাও এক একটা কেউকেটা। এ বার যে তাঁদের কী হবে, কে জানে! ইতিমধ্যেই তো তাঁদের বেশির ভাগই বাংলা বাজার থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। না, আমি তাঁদের কারও নাম বলব না।

আসলে সুনীলদার পুরো ব্যাপারটাই ছিল নায়কোচিত যে কোনও হেরে যাওয়া, পিছিয়ে যাওয়া লোককে জিতিয়ে দিতে পারলেই যেন তিনি আনন্দ পেতেন। সেটা জীবনের ক্ষেত্রেই হোক বা তাঁর সৃষ্ট কোনও চরিত্রের ক্ষেত্রেই হোক। সে জন্যই বুঝি তাঁর অন্যতম অমর গোয়েন্দা চরিত্র কাকাবাবুকে শারীরিক দিক থেকে পঙ্গু করেও শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাকে সফল করাতেন। না, উনি কখনও কোনও ধর্মে বিশ্বাস করতেন না। ওঁর কাছে সবচেয়ে বড় ধর্ম ছিল — মানুষকে ভালবাসা। মানুষের মুখে হাসি ফোটানোটাই ছিল ওঁর কাছে সত্যিকারের পুজো। না দিনেশ দাসকে নিয়ে গোপালনগরের থিম-পুজোয় তিনি আসেননি। তাই সে দিন পূজো মণ্ডপে উদ্বোধন করা যায়নি সুনীলদা আর আমার যৌথ ভাবে সম্পাদিত প্রেমের গল্পের সংকলনটি। বইটির প্রচ্ছদ করেছিল আমার ছেলে শুভঙ্কর সিংহ। সুনীলদা ওকেও খুব ভালবাসতেন। ও আর আমি ঠিক করেছিলাম, আনুষ্ঠানিক প্রকাশ যখন হলই না, না হোক। পুজোর পরে বিজয়া করতে গিয়ে বইটা দিয়ে আসব। কিন্তু কাকে দেব! তার আগেই যে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আমরা একেবারে অনাথ হয়ে গেলাম। আমাদের মাথার ওপর আর কোনও অভিভাবক রইল না। পায়ের নীচেও কি মাটি রইল!

আনন্দকথা

ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন, ভক্তসঙ্গে। বিদ্যাসাগর আত্মীয়গণসঙ্গে দাঁড়াইয়াছেন। ঠাকুরকে গাড়িতে তুলিয়া দিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন কেন? মূলমন্ত্র করে জপিতেছেন; জপিতে জপিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। অহেতুক কৃপাসিন্ধু! বুঝি যাইবার সময় মহাত্মা বিদ্যাসাগরের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য মার কাছে প্রার্থনা করিতেছেন।

ঠকুর ভক্তসঙ্গে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন। একজন ভক্তের হাত ধরিয়া আছেন। বিদ্যাসাগর স্বজনসঙ্গে আগে আগে যাইতেছেন — হাতে বাতি, পথ দেখাইয়া আগে আগে যাইতেছেন। শ্রাবণ কৃষ্ণাষষ্ঠী, এখনও চাঁদ উঠে নাই। তমসাবৃত উদ্যানভূমির মধ্য দিয়া সকলে বাতির ক্ষীণালোক লক্ষ্য করিয়া ফটকের দিকে আসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ফটকের কাছে যাই পৌঁছিলেন, সকলে একটি সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সম্মুখে বাঙালীর পরিচ্ছদধারী একটি গৌরবর্ণ শ্মশ্রুধারী পুরুষ,

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

গাজোল ব্লকের স্কুলে আচমকা পরিদর্শনে জেলাশাসক, খতিয়ে দেখলেন মিড ডে মিলের মান!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মিড ডে মিলের গুণগতমান তদারকি করতে গিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে বসে তৃপ্তি করে খাওয়ার খেলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। আর সেই মিড ডে মিলের রান্নার মেনু রাখা হয়েছিল সাধারণ চালের ভাত, ডাল, সোয়াবিনের তরকারি আর চাটনি। সাদামাটা খাবার দিব্যি জেলাশাসক ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়েই গল্প করতে করতে খেলেন। তাঁর সঙ্গে খাওয়ার আগে হাত পরিষ্কার রাখা, স্কুলের পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা রাখা সহ একাধিক শিক্ষামূলক পরামর্শ পড়ুয়াদের দেন জেলাশাসক। খতিয়ে দেখলেন স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার। শুক্রবার দুপুরে গাজোল ব্লকের পাণ্ডুয়া সার্কেলের রামচন্দ্র সাহা বালিকা বিদ্যালয় আচমকাই পরিদর্শনে যান জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং শিক্ষা দপ্তরের পদস্থ কর্তারা। রামচন্দ্র সাহা বালিকা বিদ্যালয়ে হঠাৎ করে জেলাশাসককে আসতে দেখে কিছুটা হলেও হতচকিত হয়ে পড়েন ছাত্রীরা। তড়িঘড়ি সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষিকারা জেলাশাসককে অফিস ঘরে বসার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু না! ছাত্রীদের টিফিন সময়ে এক জায়গায় বসেই বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক আলোচনা নিয়েই কথা বলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। পাশাপাশি মিড ডে মিলের পরিস্থিতি কেমন, এমনকী এদিনের মিড ডে মিলে কি ধরনের খাওয়ারের আয়োজন করা হয়েছে, সে ব্যাপারেও খোঁজ নেন জেলাশাসক। এরপর ছাত্রীদের সঙ্গে টেবিল চেয়ারে মিড ডে মিল খান জেলাশাসক সহ উপস্থিত প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। সেই মিড ডে মিলেই সাধারণ ভাত, সোয়াবিনের তরকারি আর ডাল করা হয়েছিল। সাদামাটা খাওয়ারের গুণগতমানের প্রশংসা করেছেন জেলাশাসক।

রামচন্দ্র সাহা বালিকা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এদিন হঠাৎ করেই জেলাশাসক এবং শিক্ষা দপ্তরের পদস্থ কর্তারা এসেছিলেন। তাঁরা স্কুলের মিড ডে মিলের গুণগতমান যাচাই করেছেন। এছাড়াও পাশাপাশি স্কুলে উপস্থিতির হার কেমন চলছে সে ব্যাপারেও খোঁজখবর নেন। এদিন জেলাশাসক সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষিকা থেকে শুরু করে ছাত্রীদের সঙ্গেও মতামত বিনিময় করেন।

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, এদিন মিড ডে মিল খেয়ে দেখেছি, গুণগতমান যথেষ্ট ভালো। তবে যে কোনো খাওয়ার আগে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করা, স্কুলের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে এদিন ওই ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও জেলার প্রতিটি স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মিড ডে মিলের গুণগতমান যাচাই করে দেখা হচ্ছে। কোথাও কোনওরকম ত্রুটি থাকলে সেই সব স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পড়ুয়ারদের শিক্ষা ক্ষেত্রে আরো আগ্রহ বাড়ানোর জন্য বিশেষ কিছু ক্যাম্প করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেগুলি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন স্কুলগুলিতে আয়োজিত হবে।

চন্দননগরে সন্দীপ ঘোষের শ্বশুরবাড়িতেও হানা ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দননগর: বেলেঘাটায় বাড়ি, ফরাসডাঙায় শ্বশুরবাড়ি। আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের সেই শ্বশুরবাড়িতেও শুক্রবার হানা দেয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডির একটি দল। চন্দননগর পাদ্রিপাড়ায় সন্দীপের শ্বশুরবাড়ি। এদিন ইডি আধিকারিকদের একটি দল সেখানে যায়। শুক্রবার সকাল থেকেই কলকাতার বেলেঘাটায় সন্দীপ ঘোষের বাড়ি-সহ একাধিক জায়গায় হানা দেয় ইডি। কেউ সন্দীপ ঘনিষ্ঠ আবার কেউ বা সন্দীপের ঘনিষ্ঠের ঘনিষ্ঠ বলে ইডি সূত্রে খবর। মূলত সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া সন্দীপ ঘনিষ্ঠ দুই ভেন্ডার সুমন হাজরা ও বিপ্লব সিংহকে জেরা করে বেশ কিছু নাম উঠে এসেছে বলে খবর। সেই তথ্যকে সামনে রেখেই এদিন আরেক কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযান বলে খবর। সকাল সকাল চন্দননগরে সন্দীপ ঘোষের শ্বশুরবাড়ির গেটে গিয়ে হাজির হয় ইডি। যদিও গেটের তালা বন্ধ ছিল। ডাকাডাকি করেও ভিতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ আসেনি। পাদ্রিপাড়ার বিবেকানন্দ সরণিতে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষের শ্বশুরবাড়ি। স্থানীয় সূত্রে খবর, এ বাড়ি রামকৃষ্ণ দাসের। গত ৫-৬ বছর হয়ে গেল চন্দননগরের এই বাড়িতে কেউ থাকেন না। এর বেশি কিছু এলাকার লোকজন বলতে পারেননি। এরপরই চন্দননগর থেকে বৈদ্যবাটি নার্সারি রোডে কুণাল রায়ের বাড়িতে হাজির হয় ইডির দল। শঙ্করপল্লিতে কুণাল রায়ের বাড়ি। কুণালের এক আত্মীয় সুবীর দাস জানান, মেডিক্যাল লাইনে কাজ করেন কুণাল। অন্যদিকে কলকাতায় একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরিও করেন। কেন তাঁর বাড়িতে তল্লাশি, তা এখনও স্পষ্ট নয়। স্থানীয় বাসিন্দারাও হতবাক সাত সকালে ইডি হানায়।

চেতনার উদয় হোক, দোষীদের শাস্তি হোক... আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে ডায়মন্ড হারবার শহরে হুগলি নদীর পাড়ে মুক্তাঙ্গণে রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে রং তুলিতে প্রতিবাদের ডাক দেয় শিল্প সংগম। ছবি আঁকার মাধ্যমে প্রতিবাদে সামিল হন চিত্রশিল্পীরা।— নিজস্ব চিত্র।

হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা অগ্রদূত ক্লাবের খুঁটি পুজোয় উপস্থিত হলেন আন্তর্জাতিক ফুটবলার প্রীতম কোটাল, আইপিএস অফিসার অজিত ঝা, ক্লাব সম্পাদক চন্দ্রশেখর রায়। মহিলা ঢাকিদের মাধ্যমে অতিথিদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ছবি বনস্পতি দে

Nadia Primary Teachers' Training Institute
(Composite B.Ed & D.El.Ed College)
170, Don Bosco Lane, Krishnagar, Nadia, Pin-741101

Required Principal & Assistant Professor (B.Ed. Dept.) for the Post of Education, Foundation, English, Maths, Life Science (Zoology/Botany/Physiology), Physics, Computer Science, Fine Arts, Performing Arts.
Qualification required as per Latest N.C.T.E. Norms.
Willing candidates are requested to send their CV to Email Id- nadia.ptti@rediffmail.com

PALASPAI RAJA RAMMOHAN COLLEGE OF EDUCATION
(B.Ed & D.El.Ed)
Recognised by NCTE & Affiliated to B.S.A.E.U. and W.B.B.P.E
Address : Hayatpur, Hooghly- 712416

Required Assistant Professor (B.Ed Department) for the Post of Life Science, Political Science & Philosophy.
Qualification required as per Latest N.C.T.E Norms.
Willing candidates are requested to send their CV to Email Id palaspairrmbedcollege@gmail.com within two Days. Sd/- Secretary

…TEACHERS' TRAINING INSTITUTE
B.ED AND D.EL.ED COMPOSITE UNIT
Recognised by
NCTE & Affiliated to B.S.A.E.U. and W.B.B.P.E.

Qualification as per latest NCTE norms.
Sd/- Secretary

SBI এসবিআই আরএসিপিসি, বিধানগর (১৫৩৪২)
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর) ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা- ৭০০০৫৪, ই-মেইল: sbi.15342@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ২ {রুল-৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

হাউজিং টার্ম লোন এ/সি নং-৩৫৭৯৩৩৪৩৭৪০, টপ আপ লোন এ/সি নং-৩৮৮৯৬৮৯৭৮৫৮
সুরক্ষা লোন এ/সি নং-৩৫৭৯৩৩৭২৩৪১, এমসি-টিএল-এক্সপ্রেস ক্রেডিট এ/সি নং-৪১২২৬১২৮৩৯৫

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, বিধাননগর, জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর) ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা- ৭০০০৫৪** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং-৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৩** -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **১৪.০৬.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী তপন কুমার চ্যাটার্জি এবং শ্রীমতী অঞ্জলি চ্যাটার্জি, পুষ্পা বাসস্থান- অ্যাপার্টমেন্ট, ২ বিধাননগর রোড, ৩য় ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ডি, দমদম, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০২৮** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **১৬,৮২,৯২২.৩৭ টাকা (ষোলো লক্ষ বিরাশি হাজার নয়শত বাইশ টাকা এবং সাঁইত্রিশ পয়সা মাত্র) ৩০.০৫.২০২৪ অনুযায়ী** সহ আপ টু ডেট অর্জিত সুদ পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল। আপনি উক্ত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে আরও সুদ প্রদান করতে দায়বদ্ধ।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দারা ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **১৬,৮২,৯২২.৩৭ টাকা (ষোলো লক্ষ বিরাশি হাজার নয়শত বাইশ টাকা এবং সাঁইত্রিশ পয়সা মাত্র) ৩০.০৫.২০২৪ অনুযায়ী** সহ আপ টু ডেট অর্জিত সুদ সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচসমূহ, ব্যয় ইত্যাদি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, বিধাননগর** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং 'ডি', চতুর্থতলে, (দক্ষিণ দিকে) সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪২৫ বর্গফুট কমবেশি (২০ শতাংশ সার্ভিস এরিয়া সহ), ১ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন এবং ১ টয়লেট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের জায়গায় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, মৌজা : দিগলা, জেএল নং ১৮, এসপি নং ২৩০, ২৩০/১,২৩০/৩ , প্লট নং ১০৮৫ (অংশ), থানা : দমদম, এডিএসআর কাশীপুর দমদম, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং নতুন ২৯২, বিধাননগর কলোনি, ওয়ার্ড নং ৯, সার্কেল ২ , জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর -কাশীপুর দমদম , জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৫০৬-২০১৭, পৃষ্ঠা ৬২৭৭৯ থেকে ৬২৮০৩, দলিল নং ১৫০৬০১৩৪৬ -২০১৭ সালের।

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী তপন কুমার চ্যাটার্জি এবং শ্রীমতি অঞ্জলি চ্যাটার্জি। চৌহদ্দি : উত্তরে :- এসপি নং ২৩১, **দক্ষিণে :-** এসপি নং ২২৯, **পূর্বে :-** কলোনি সীমা, **পশ্চিমে :-** ২০ ফুট চওড়া সড়ক।

তারিখ: ০৫.০৯.২০২৪ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: বিধাননগর — **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের [৮(৬) এবং ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ০৮.১০.২০২৪
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ০৩.১০.২০২৪ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

আগ্রহী দরদাতাগণ কেবলমাত্র প্ল্যান্ট এবং মেশিনারির জন্য টেন্ডার জমা দিতে পারেন। যাইহোক, জমি এবং ভবন ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সহ একত্রে। শুধুমাত্র জমি এবং ভবন বিক্রয় করা হবে না।

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক **স্বত্ব/কার্যকরী দখলীকৃত** এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে ০৮.১০.২০২৪ **তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে।**

ক্রম নং ০১ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১)]**

সংশ্লিষ্ট **২,০৩,৫৭,৩২১.০০ টাকা (দুই কোটি তিন লাখ সাতান্ন হাজার তিনশ একুশ টাকা) ০৭.০২.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স প্রতিভা রেফ্রিজারেশন সেন্টার, স্বত্বা - শ্রীমতি অঞ্জনা দাস, জামিনদাতা - শ্রী ভিক্টর দাস**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং ১ ঃ ২২.৬৪ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ২,২৬,৪০০.০০ লাখ টাকা
সম্পত্তি নং ২ ঃ ৩০.২৩ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ৩,০২,৩০০.০০ লাখ টাকা
সম্পত্তি নং ৩ ঃ ৪৩.৩২ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ৪,৩৩,২০০.০০ লাখ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২০,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি সম্পত্তির জন্য)**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি নং ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট যমুনেত্রী অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য়তল, নং এফ-৩, এবং পার্কিং স্পেস সহ, হোল্ডিং নং ৮৩৫(এন),হাউস নং ০২১১১৮৩, প্লট নং ৫৫, ৫৫৬ এবং ৭৪৩, আনন্দ বিহার হাউসিং কমপ্লেক্স অধীন, আরাডাঙ্গা, মুর্গাশোল, আসানসোল, পিন :৭১৩৩০৩, পরিমাণ মোট এরিয়া ৮৭৫ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ), উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ৮৩২১ তারিখ ৩০.০৯.২০০৮। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি অঞ্জনা দাস এবং শ্রী ভিক্টর দাস।

সম্পত্তি নং ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস একতলায় ইউনিট নং জি/ডি-৩, অমরাবতী কমপ্লেক্স, জি টি রোড, আসানসোল, পিন : ৭১৩৩০৩, সার্ভে নং আরএস খতিয়ান নং ১১৮৭৪ থেকে ১১৮৭৮, আরএস প্লট নং ১৯৮০১, হোল্ডিং নং ১৯২(৭৪), পরিমাণ মোট এরিয়া ৩০৩ বর্গফুট উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ২৪৮৪ তারিখ ১৮.০৫.২০০৪। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি অঞ্জনা দাস।

সম্পত্তি নং ৩ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান ঘর একতলায়, বিজুরী প্রেম কনক্লেভ, হোল্ডিং নং ২৭ (২৭) এস এফ রোড, আসানসোল, পিন : ৭১৩৩০৩, সার্ভে নং আরএস প্লট নং ৯১২, এলআর প্লট নং ১০৯৫, আরএস খতিয়ান নং ৩৬৫, এলআর খতিয়ান নং ৩৬৫, এলআর খতিয়ান নং ৩০০০, পরিমাণ মোট এরিয়া ৭০০ বর্গফুট (বিল্ট আপ), উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ২৮২০ তারিখ ২৪.০৪.২০১৫। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি অঞ্জনা দাস এবং শ্রী ভিক্টর দাস।

সম্পত্তি কার্যকরী দখলীকৃত

ক্রম নং ০২ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬), ৯(১) এবং তৎসহ পঠিত রুল ৬(২)]**

সংশ্লিষ্ট **১,৫২,১০,৬৭৬.০০ টাকা (এক কোটি বাহান্ন লাখ দশ হাজার ছশো ছিয়াত্তর টাকা) ০৮.১২.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **ঋণগ্রহীতা - মেসার্স কালীমাতা মিনি রাইস মিল, স্বত্বা - শ্রী তারাপদ বিশ্বাস,** পিতা হরিপদ বিশ্বাস **জামিনদাতাগণ (ক) শ্রী তারাপদ বিশ্বাস** পিতা হরিপদ বিশ্বাস **(খ) শ্রীমতি লক্ষ্মী বিশ্বাস** স্বামী শ্রী তারাপদ বিশ্বাস-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং ১ ঃ ১৯.১৬ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ১,৯১,৬০০.০০ লাখ টাকা
সম্পত্তি নং ২ ঃ ১১.২৪ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ১,১২,৪০০.০০ লাখ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২০,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি সম্পত্তির জন্য)**
জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সম্পত্তি নং ১: জমির প্লট এবং তদস্থিত বাণিজ্যিক ভবন অবস্থিত গ্রাম এবং মৌজা : চৌতপুর, পো : সিমলাগড়, থানা : পাড়ুয়া, সিমলাগড় ভিতাসিন গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেএল নং৪৯, এলআর খতিয়ান নং ৮৭/২, আরএস খতিয়ান নং ১০২ (কৃ)এলআর দাগ নং ৩২, থানা : পাড়ুয়া, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১৪৯, এডিএসআর পাড়ুয়া, মোট জমি ১৩ ডেসিমেল,দলিল নং১-১৮৬৩, তারিখ ২৩.০১.১৯৮১। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম **১) তারাপদ বিশ্বাস, ২) নিতাই বিশ্বাস, ৩) হিরামন বিশ্বাস, ৪) কাশীনাথ বিশ্বাস** এবং দলিল নং ১-৯১৬, তারিখ ১০.০৩.১৯৯৭। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী তারাপদ বিশ্বাস পিতা হরিদাস বিশ্বাস।**

সম্পত্তি নং ২ : প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত গ্রাম এবং মৌজা :চৌতপুর, পো : সিমলাগড়, থানা : পাড়ুয়া, সিমলাগড় ভিতাসিন গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেএল নং ৪৯, এলআর খতিয়ান নং ৮৭/২, আরএস খতিয়ান নং ১০২ (কৃ), এলআরদাগ নং ৩২, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১৪৯।

সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০৩ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬), ৯(১) এবং তৎসহ পঠিত রুল ৬(২)]**

সংশ্লিষ্ট **২৬,৩০,০০০.০০ টাকা (ছাব্বিশ লাখ তিরিশ হাজার টাকা) ১৮.০২.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **ঋণগ্রহীতা - মেসার্স নিউট্রাহিল কুইসাইন ফুড প্রোডাক্টস প্রা. লি. এবং ডিরেক্টরগণ/জামিনদাতা(গণ) নাম ১. শ্রী রবি শংকর বাগ ২. শ্রীমতি শিখা বাগ**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং ১ ঃ ২৩.১৩ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ২,৩১,৩০০.০০ লাখ টাকা
সম্পত্তি নং ২ ঃ ৭.৬৫ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ৭৬,৫০০.০০ লাখ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২০,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি সম্পত্তির জন্য)**
(সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থাবর সম্পত্তির জ্ঞাত দখল সহ)

সম্পত্তি নং ১ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমির পরিমাণ ৪.১২ ডেসিমেলবা ০২ কাঠা ০৭ ছটাক ৪১ বর্গফুট বা ১৭৯৬ বর্গফুট এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ৯৫৩ বর্গফুট মৌজা :গোবিন্দপুর, জেএল নং ৯৪, এলআর খতিয়ান নং ১২৩৫ (বর্তমান নং ২৫৭৬) আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৪৯, নসিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : সিঙ্গুর, জেলা : হুগলি , উল্লেখ্য দলিল নং ৫২৮/২০১০, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-২, হুগলি, শ্রীমতি শিখা বাগ, স্বামী তারাপদ বাগ এর নামে।

সম্পত্তি নং ২ : প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত গ্রাম : দিয়ারা এবং মৌজা : গোবিন্দপুর, থানা : সিঙ্গুর, নসিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১৪৯, প্রেমিসেস মেসার্স ন্যূট্রাহিল কুইসিন ফুট প্রোডাক্ট প্রা লি।

সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০৪ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১)]**

সংশ্লিষ্ট **২৩,২৫,২১১.৭৫ টাকা (তেইশ লাখ পঁচিশ হাজার দুশো এগার টাকা এবং পঁচাত্তর পয়সা) ২৮.০২.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **ঋণগ্রহীতা - মেসার্স সাহা মেডিকেল স্বত্বাধিকারী - অরিন্দম সাহা, পিতা প্রয়াত নিমাই চন্দ্র সাহা** -এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ **২২.৩২ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ২,২৩,২০০.০০ টাকা**
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম : অরিন্দম সাহা, দলিল নং ১-১০৫৯/২০২২।
দোকান ঘর নং ৭, একতলায় পরিমাণ ঢাকা এরিয়া সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ ১২৮ বর্গফুট এবং সকলের ব্যবহারের স্থান এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত চার তলা (জি-৩) ভবনে নাম "উদয়ন অ্যাপার্টমেন্ট" অবস্থিত ৭৪৩/এ, কবি ভারত চন্দ্র রোড (পূর্ব), থানা : চন্দননগর, জেলা : হুগলি, চন্দননগর পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৩ অধীন, আরএস দাগ নং ২ আরএস খতিয়ান নং ১৮০, এলআর দাগ নং ৩৫৯, এলআর খতিয়ান নং ১৭৭৯,মৌজা : চন্দননগর, জেএল নং ১, সিট নং ২২, থানা : চন্দননগর।

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম : অরিন্দম সাহা দলিল নং ১-১০৬০/২০২২।
দোকান ঘর নং ৮, একতলায় পরিমাণ ঢাকা এরিয়া সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ ১৩৫ বর্গফুট এবং সকলের ব্যবহারের জায়গা এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ চারতলা (জি-৩) ভবনে নাম "উদয়ণ অ্যাপার্টমেন্ট" অবস্থিত ৭৪৩/এ , কবি ভারত চন্দ্র রোড (পূর্ব), থানা : চন্দননগর, জেলা : হুগলি, চন্দননগর পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৩ অধীন, আরএস দাগ নং২৪২, আরএস খতিয়ান নং ১৮০, এলআর দাগ নং ৩৫৯, এলআর খতিয়ান নং ১৭৭৯, মৌজা : চন্দননগর, জেএল নং ১, সিট নং ২২ , থানা : চন্দননগর অধীন।

সম্পত্তি কার্যকরী দখলীকৃত

ক্রম নং ০৫ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১)]**

সংশ্লিষ্ট **২১,৭১,৯৪১.০০ টাকা (একুশ লাখ একাত্তর হাজার নশো একচল্লিশ টাকা) ১৭.১০.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **ঋণগ্রহীতা - শ্রীমতি করবী চৌধুরী,** স্বামী শুভঙ্কর চৌধুরী -এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ **২১.০৩ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ২,১০,৩০০.০০ টাকা**
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২০,০০০.০০ টাকা**
(সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থাবর সম্পত্তির জ্ঞাত দখল সহ)

বসবাসের ফ্ল্যাট অবস্থিত একতলায় ভবন "কৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট" ফ্ল্যাট নং জিএফ-৪, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৬৭ বর্গফুট কমবেশি , দুই বেড রুম,এক ডাইনিং তথা লিভিং, এক কিচেন, এবং দুই টয়লেট (একটি সংলগ্ন) এবং এক ঢাকা গ্যারাজ একতলায় গ্যারেজ নং ১, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৮০ বর্গফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত,কোন্নগর পুরসভার হোল্ডিং নং ২১/এ, রাম মোহন প্লেস অধীন, পো : কোন্নগর, ওয়ার্ড নং ১৭, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, দলিল নং ০৩৭৩/২০১৭, করবী চৌধুরীর নামে।

সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০৬ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১)]**

সংশ্লিষ্ট **২৯,৬৬,৭৮৪.০০ টাকা (উনত্রিশ লাখ ছেষট্টি হাজার সাতশ চুরাশি টাকা) এবং ৩৯,৯৮,৫৬৭.০০ টাকা (উনচল্লিশ লাখ আটানব্বই হাজার পাঁচশ সাতষট্টি টাকা) ২১.১২.২০২১** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **ঋণগ্রহীতা - ১. সঞ্জিত কুমার মাঝি এবং ২. সুজিত কুমার মাঝি ৩. রঞ্জিত কুমার মাঝি এবং ৪. অজিত কুমার মাঝি** -এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ **৬৫.১২ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ৬,৫১,২০০.০০ টাকা**
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

৬. জমির পরিমাণ ৯.০৮৬ ডেসিমেল এবং তদস্থিত দোতলা ভবন , মৌজা : কোতুলপুর, জেএল নং ৫১, এলআর খতিয়ান নং ৮৪৬৩, ৮৪৬৪, ৮৪৬৫, ৮৪৬৬, প্লট নং এলআর আরএস ৪৪৭৩, থানা : কোতুলপুর,জেলা : বাঁকুড়া, রঞ্জিত কুমার মাজি, অজিত কুমার মাজি, সুজিত কুমার মাজি, সঞ্জিত কুমার মাজির নামে রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ১-৩১৩০/ ২০১৪ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর কোতুলপুর।

সম্পত্তি কার্যকরী দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

তারিখ ঃ ০৭.০৯.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান ঃ বর্ধমান — এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया / Bank of India BOI — *Relationship beyond banking*
বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আমস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩২১২, ই-মেইল- zo.bardhaman@bankofindia.com

বন্ধক রাখা স্বর্ণের গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রার পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণ গ্রহীতা, তাদের বৈধ উত্তরাধিকারী, স্বর্ণালঙ্কার/অলঙ্কার/মুদ্রার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের নজরে আনা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বারংবার অনুস্মারক/নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকের পাওনা ঋণ পরিশোধ করছেন না।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে যে যদি তারা ০৭.১০.২০২৪ এর মধ্যে তাদের সমস্ত বকেয়া স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত খরচ চার্জ/ খরচ সহ) জমা দিতে ব্যর্থ হয় তবে **০৮.১০.২০২৪ তারিখের সকাল ১০:০০টা** থেকে তাদের অঙ্গীকারবদ্ধ সোনার গয়না/অলঙ্কার/ মুদ্রাগুলি শাখা প্রেমিসেসে সর্বজনীন নিলামের জন্য রাখা হবে। এর জন্য, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করা হবে না।

বিডে অংশ নিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের বায়না অর্থের জন্য নির্ধারিত সময়/তারিখের আগে শাখা ম্যানেজারের কাছে **৫০০০/- টাকা (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)** জমা দিতে হবে। চূড়ান্ত বিডিংয়ে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের অবশ্যই ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ব্যাঙ্কে সম্পূর্ণ অর্থ জমা করতে হবে, তা না হলে ব্যাঙ্কে জমা করা তাদের বায়না বাজেয়াপ্ত করা হবে। যদি বিডিং মূল্য কম বা অপর্যাপ্ত বলে পরিলক্ষিত হয় তাহলে ব্যাঙ্ক কোনো কারণ না দেখিয়ে নিলাম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। অধিকন্তু, যদি প্রয়োজন হয়, ব্যাঙ্ক উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তন করার বা কোনো কারণ না দেখিয়ে তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

অ্যাকাউন্ট নং. এবং শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	সোনার গ্রস ওজন
৪২০৪৭৭৬১০০০১১০২ এবং জামুরিয়া শাখা	মুহম্মদ আবদুল্লা	গ্রাম- ময়না, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ	২৩.৭০ গ্রাম
৪২৩১৭৭৬১০০০০৩৯৯ এবং জামুরিয়া শাখা	রাম প্রসাদ মন্ডল	পিতা মন্টু মন্ডল গ্রাম - বারুল, পোঃঅঃ- বীরকুলটি, থানা জামুরিয়া জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩৩৩৪	১৭.৯০ গ্রাম
৭২৭০৭৭৬১০০০০০১২ এবং পুরুলিয়া শাখা	লক্ষ্মী পাঠক	এল এম ঘোষ স্ট্রিট, মুনসেফডাঙা, পোঃঅঃ এবং থানা পুরুলিয়া টাউন, জেলা পুরুলিয়া	২৪.৯৮ গ্রাম

তারিখ: ০৭.০৯.২০২৪ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: দুর্গাপুর — **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

The Howrah Postmen's Co-operative Credit Society Ltd.
Regd. No. 13 of 1936
8, Church Road, Howrah-711101

All the members of above society are hereby informed that Election of Board of Directors of the above named Society will be held in pursuance of W.B. Co-op. Election Comm. Reg. 2012 & Order No. 13/II-6/12 Dated 02/01/2024 as per Schedule given bellow :
Schedule of Election 12 directors of Board of which 2 seats for woman and 1 for SC/ST shall be reserved.

Sl.	Particulars	Date	Time	Place Venue	Name & Designation of Assigned Persons
1	Distribution of Nomination Paper	17/09/2024 & 18/09/2024	12.00 P.M. to 2.00 P.M.	Registered Office	A.R.O.
2	Submission of Nomination Paper	17/09/2024 & 18/09/2024	12.00 P.M. to 3.00 P.M.	Registered Office	A.R.O.
3	Scrutiny of Nomination Paper	20/09/2024	From 12.00 Noon	Registered Office	A.R.O.
4	Publication List of Valid Nomination Paper	20/09/2024	Immediately after scrutiny	Registered Office	A.R.O.
5	Date of withdrawal of candidature	21/09/2024	Up to 3.00 P.M.	Registered Office	A.R.O.
6	Publication of List Valid Candidate after withdrawal	21/09/2024	After 3.00 P.M.	Registered Office	A.R.O.
7	Date, time & place of the pole if required	04/10/2024	11.00 A.M. to 2.00 P.M.	Registered Office	Polling Personal

Joydip Moitra & Pritha Chakraborty
(Assistant Returning Officer)

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — **ইলাহাবাদ ALLAHABAD**

রঘুনাথগঞ্জ শাখা
রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ড
জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২ ২২৫

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট-৪এ [রুল ৮ (১) দ্রষ্টব্য]
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল - ৮ (১) এর অধীনে]

যেহেতু
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদারগণ/ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে রুল ৮ এবং ৯ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদারগণ/ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তত্সহ সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং.	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট এর নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম (সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী)	চার্জ করা/বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ (সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সমন্বিত)	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (পরিমান টাকায়)
১.	**ক) রঘুনাথগঞ্জ শাখা** **খ) মেসার্স গণেশ এন্টারপ্রাইজ** **গ) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স গণেশ এন্টারপ্রাইজ** **স্বত্বাধিকারী- নুরুল হাসান,** পিতা- হানিফ সেখ, গ্রাম- ধলরামপুর, পোস্ট- মহেশাইল, থানা- সুতি জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২০১ **এছাড়াও এখানে:** গ্রাম - মহেশাইল, পোস্ট- মহেশাইল থানা- সুতি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২০১ **স্বত্বাধিকারী/জামিনদার: জনাব নুরুল হাসান** পিতা- হানিফ সেখ, গ্রাম- ধলরামপুর, পোস্ট- মহেশাইল, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২০১ এছাড়াও এখানে- গ্রাম -: গরীবটোলা, পোস্ট- কদমতলা, থানা- সুতি জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন -৭৪২২২৪ **বন্ধকদাতা/জামিনদার : মিসেস আমেনা বিবি** স্বামী- হানিফ সেখ, গ্রাম- ধলরামপুর পোস্ট- মহেশাইল, থানা- সুতি জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২০১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৩০.৫০ ডেসিমেল জমি এবং তদস্থিত ভবন, **শ্রীমতি আমিনা বিবি** এর নামে উল্লেখ্য দান দলিল নং ১-২৫৫৬/২০১৪ তারিখ ১১.০২.২০১৪ , মৌজা : ভাবকি, জেএল নং ৫০, এলআর খতিয়ান নং ৩৩১১, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৯৮৮, থানা : সুতি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** হানিফ শেখ এর সম্পত্তি এবং এনএইচ-৩৪, দক্ষিণে : হানিফ শেখ এর সম্পত্তি, পূর্বে : গণেশ দাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে : মরিয়ম বিবির সম্পত্তি।	**ক) ০৩.০৬.২০২৪** **খ) ০৬.০৯.২০২৪** **গ) ৪৯,৭৭,৩৯৪.৮৯ টাকা** (উনপঞ্চাশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার তিনশো চুরানব্বই টাকা উননব্বই পয়সা মাত্র) এবং তদুপরি সুদ।
২.	**ক) রঘুনাথগঞ্জ শাখা** **খ) মেসার্স হাসান মার্বেল সেন্টার** **গ) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স হাসান মার্বেল সেন্টার** স্বত্বাধিকারী- মিসেস আমেনা বিবি, স্বামী- হানিফ সেখ গ্রাম- ধলরামপুর, পোস্ট- মহেশাইল, থানা- সুতি জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২০১ **মালিক/বন্ধকদাতা/জামিনদার: মিসেস আমেনা বিবি,** স্বামী-হানিফ সেখ, গ্রাম- ধলরামপুর, পোস্ট- মহেশাইল, থানা- সুতি জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২০১ **জামিনদার: মৃত হানিফ সেখের এস্টেটের আইনি উত্তরাধিকারীদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করছেন-** **১) মিসেস আমেনা বিবি,** স্বামী-হানিফ সেখ **২) জনাব নুরুল হাসান,** পিতা- হানিফ সেখ **৩) জনাব আলিম সেখ,** পিতা- হানিফ সেখ **৪) জনাব ফারাহিন সেখ,** পিতা- হানিফ সেখ গ্রাম - ধলরামপুর, পোস্ট- মহেশাইল, থানা- সুতি জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২০১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ১৮ ডেসিমেল জমি এবং তদস্থিত ভবন, **শ্রীমতি আমেনা বিবি** এর নামে উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-১৩২৫৯ তারিখ ১২.০৯.২০১৩, মৌজা : ভাবকি, জেএল নং ৫০, আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৩৮৪০ , আরএস এবং এলআর প্লট নং ৯৮৫, গ্রাম : ধলারামপুর, মাহেশেল গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : মাহেশেল, থানা : সুতি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২২০১, জেলা : মুর্শিদাবাদ। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক এনএইচ ৩৪, দক্ষিণে : হানিফ শেখ এর ইটের ভাটা, পূর্বে : সফিরুদ্দিন শেখ এর সম্পত্তি, পশ্চিমে :হানিফ শেখ এর সম্পত্তি।	**ক) ০৩.০৬.২০২৪** **খ) ০৬.০৯.২০২৪** **গ) ৪৯,৫৯,৮৭৩.৬৯ টাকা** (উনপঞ্চাশ লক্ষ উনষাট হাজার আটশো তিয়াত্তর টাকা উনসত্তর পয়সা মাত্র) এবং তদুপরি সুদ।
৩.	**ক) রঘুনাথগঞ্জ শাখা** **খ) মেসার্স শাইল উড ফার্নিচার** **গ) ঋণগ্রহীতা: মেসার্স শাইল উড ফার্নিচার** **স্বত্বাধিকারী-জনাব হানিফ সেখ,** গ্রাম - ধলরামপুর পোস্ট- মহেশাইল, থানা- সুতি, জেলা - মুর্শিদাবাদ পিন - ৭৪২২০১ মালিক / বন্ধকদাতা / জামিনদার- **মরহুম হানিফ সেখের এস্টেটের আইনি উত্তরাধিকারীদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করছেন-** **১) মিসেস আমেনা বিবি,** স্বামী-হানিফ সেখ **২) জনাব নুরুল হাসান,** পিতা- হানিফ সেখ **৩) জনাব আলিম সেখ,** পিতা- হানিফ সেখ **৪) জনাব ফারাহিন সেখ,** পিতা- হানিফ সেখ গ্রাম - ধলরামপুর, পোস্ট- মহেশাইল, থানা- সুতি জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২০১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৮.৫০ ডেসিমেল জমি এবং তদস্থিত ভবন, **হানিফ শেখ এর নামে,** উল্লেখ্য দান দলিল নং ১-১১৬৮১/২০১২ তারিখ ৩০.০৭.২০১২, মৌজা : ভাবকি, জেএল নং ৫০, এলআর খতিয়ান নং ৩৩১১,আরএস এবং এলআর প্লট নং ৯৮২, শ্রেণি : মিলঘর, গ্রাম : ধলরামপুর, মাহেশেল জিপি অধীন, পো : মাহেশেল, থানা : সুতি, জেলা : মুর্শিদাবাদ,পিন : ৭৪২২০১, জেলা :মুর্শিদাবাদ। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : কৃষ্ণ দাসের জমি, দক্ষিণে : মালিকের জমি,পূর্বে : এন এইচ ৩৪, পশ্চিমে : জ্যোৎস্না ব্রিক ফিল্ড (মালিকের)।	**ক) ০৩.০৬.২০২৪** **খ) ০৬.০৯.২০২৪** **গ) ৪৮,৩৮,০৩৪.৪৭ টাকা** (আটচল্লিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার চৌত্রিশ টাকা সাতচল্লিশ পয়সা মাত্র) এবং তদুপরি সুদ।

তারিখ: ০৬.০৯.২০২৪ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: রঘুনাথগঞ্জ — **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

ঝাড়গ্রাম জেলায় বিজেপির রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শুক্রবার ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে বিজেপি রাস্তা অবরোধ কর্মসূচি নিয়েছিল। বিজেপির এই কর্মসূচিতে প্রায় দু'ঘন্টা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে সমস্ত রাজ্য সড়ক। বেলপাহাড়ির শিলদায় মণ্ডল সভাপতি গণেশ মাহাতোর নেতৃত্বে, বিনপুর বাজারে বিনপুরের মণ্ডল সভাপতি দীপঙ্কর মাহাতোর নেতৃত্বে রাজ্যসড়ক অবরোধ করা হয়। এর ফলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে সমস্ত প্রকার যানবাহন। ঝাড়গ্রাম শহরের মধুবন মোড়ে বিজেপি কর্মীরা রাস্তা অবরোধ করায় যানজটের সৃষ্টি হয়।

ফর্ম জি-এর সংশোধনী (শোমুক কনসালট্যান্সি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড)

এতদ্বারা উল্লেখ্য ১০.০৮.২০২৪ তারিখে ফর্ম জি- শোমুক কনসালট্যান্সি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডে -এর আগ্রহ প্রকাশের আহ্বান ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি এবং ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পারসনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব রেগুলেশন (১) অধীনে [illegible] এতদ্বারা সম্প্রসারিত হয়েছে ১৪.০৯.২০২৪ পর্যন্ত। অন্যান্য তারিখ সম্প্রসারিত হবে সংশ্লিষ্ট মতে এবং ফর্ম-জি এর পরবর্তীতে কোনও পরিবর্তন হবে না।

স্বা/-
জীতেন্দ্র লোহিয়া
প্রস্তাব পেশাদার
রেজি নং IBBI/IPA-001/P00170/2017-18/10339
এএফএ নং : AA1/10339/02/101224/106527, এএফএ বৈধ ১০.১২.২০২৪ পর্যন্ত
তারিখ : ০৭.০৯.২০২৪ ২/৭, শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০
স্থান : কলকাতা — শোমুক কনসালট্যান্সি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডএর পক্ষে

আশুতোষ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
CIN: L51109WB1981PLC034037
রেজিস্টার্ড অফিস : ''ট্রিনিটি প্লাজা'', ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬

বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুযায়ী এজিএমে প্রস্তাবিত রেজোলিউশন রিমোট ই-ভোটিং (এনএসডিএল-এর) মাধ্যমে এবং এজিএমে ব্যালট ভোটের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।
২৩.০৯.২০২৪ (কাট-অফ তারিখ) অনুযায়ী সদস্যদের নামে নিবন্ধিত শেয়ারে ভোটের অধিকার কোরাম গণনা করা হবে এবং এই ধরনের সদস্যরা ই-ভোটিং বা এজিএমে ভোট দেওয়ার অধিকার পাবে। যে সদস্যরা ই-ভোট দিয়েছেন তারা এজিএমে উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু তারা আর একবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। ই-ভোটিং শুরু হবে ২৭.০৯.২০২৪, সকাল ৯:০০টা এবং শেষ হবে ২৯.০৯.২০২৪ বিকেল ৫:০০টায় যার পরে ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।
এজিএম এর নোটিস ০৬.০৯.২০২৪ তারিখে সকল সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যারা তাদের মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন এবং এটি এনএসডিএলের ই-ভোটিং ওয়েবসাইট, কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেখানে কোম্পানি তালিকাভুক্ত রয়েছে সেখানে পাওয়া যাবে। ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন উপলব্ধ হবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.asutosh.co.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের www.bseindia.com ওয়েবসাইটে -এ। যে সদস্যরা তাদের মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা ডিপোজিটর /আরটিএ -তে করতে পারেন।
এজিএম নোটিস পাঠানোর পর কিন্তু কাট-অফ তারিখের আগে কোম্পানির সদস্য হওয়া ব্যক্তিরা এনএসডিএল -কে evoting@nsdl.co.in -তে অথবা কোম্পানির কাছে asutosh@asutosh.co.in -তে ই-ভোটিংয়ের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডের জন্য লিখতে পারেন। এনএসডিএল -এর ই-ভোটিংয়ে ইতিমধ্যে নিবন্ধিত সদস্যরা তাদের বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা এনএসডিএল এর ই-ভোটিং টিমের সাথে টোল ফ্রি নং ১৮০০২২২৯৯০ অথবা ই-মেইল আইডি evoting@nsdl.co.in -তে যোগাযোগ করতে পারেন।
এজিএমের উদ্দেশ্যে সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই ২৪.০৯.২০২৪ থেকে ৩০.০৯.২০২৪ (উভয়দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

আশুতোষ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্থান : কলকাতা — নারায়ণ বাহেতি
তারিখ : ০৬.০৯.২০২৪ — কোম্পানি সেক্রেটারি

উমা এক্সপোর্টস লিমিটেড
নিবন্ধিত অফিস: গঙ্গা যমুনা অ্যাপার্টমেন্ট, ২৮/১, শেক্সপিয়ার সরণি, ৫ম তল, কলকাতা ৭০০০১৭
CIN: L14109WB1988PLC043934
ফোন: +৯১৩৩২২৮১১৩৯৬/৭; ই-মেইল: cs@umaexports.net.in;
ওয়েবসাইট: www.umaexports.net.in

সদস্যদের জন্য ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ৩৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সোমবার সকাল ১১:০০টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মিনস (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে ১৩ আগস্ট,২০২৪ তারিখের এজিএম -এর বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত ব্যবসাগুলিকে লেনদেন করার জন্য।
এজিএম বিজ্ঞপ্তি সহ বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২৪ এর বৈদ্যুতিন প্রেরণ, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ সম্পন্ন হয়েছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি বিএসই লিমিটেড (www.bseindia.com -এ) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (www.nseindia.com) -এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।
[illegible]
(৪) কোনও সদস্য একবার ভোট দিলে, তাকে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে দেওয়া হবে না।
[illegible]
(৬) যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএমে যোগ দিতে পারেন কিন্তু তারা আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com -এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ এ কল করুন অথবা একটি অনুরোধ পাঠান evoting@nsdl.co.in -তে অমিত বিশাল -কে।
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বইগুলি এজিএমের উদ্দেশ্যে মঙ্গলবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশ দ্বারা
উমা এক্সপোর্ট লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান: কলকাতা — সৃতি সিংহ রায়
তারিখ: ০৬.০৯.২০২৪ — কোম্পানি সেক্রেটারি

আর্মচেয়ার ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড
CIN : L67120WB1981PLC033907
রেজি. অফিস : ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল
রুম নং ১৯, কলকাতা - ৭০০০০১
ই-মেল আইডি : armchairinvestments@yahoo.in
ওয়েবসাইট : www.armchairinvestments.co.in

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের ৪২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা - ৭০০০০১ সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ সকাল ১১.৩০টায়** অনুষ্ঠিত হবে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের এজিএম আহ্বানের নোটিশে বর্ণিত ব্যবসায় লেনদেন করতে।
প্রযোজ্য এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, ৪২তম এজিএম এর নোটিশের কপি এবং আর্থিক বছর ২০২৩-২৪-এর বার্ষিক রিপোর্ট ইলেকট্রনিকভাবে সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল আইডি কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি)-এর সাথে নিবন্ধিত। যে সদস্যরা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের জন্য অনুমোদিত মোডের মাধ্যমে এর প্রকৃত কপি পাঠানো হয়েছে।
উল্লিখিত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.armchairinvestments.co.in, দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ওয়েবসাইটে www.cse-india.com-এও পাওয়া যাবে এবং এজিএম বিজ্ঞপ্তিও পাওয়া যাবে www.cdslindia.com।
যদি আপনার ইমেল আইডি ইতিমধ্যেই কোম্পানি/ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত থাকে, ২০২৩-২৪ বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন বিশদ আপনার নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় পাঠানো হবে। যদি কোনো সদস্য ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন না করে থাকে এবং/অথবা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ আপডেট না করে, অনুগ্রহ করে নীচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন :

ভৌত শেয়ারহোল্ডিং	অনুগ্রহ করে কোম্পানির কাছে যথাযথভাবে পূরণকৃত এবং স্বাক্ষরিত ফর্ম আইএসআর-১ জমা দিন রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টস (আরটিএ), নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, nichetechpl@nichetechpl.com এ ইমেল আইডি। আইএসআর-১ ডাউনলোডের জন্য আরটিএ-এর ওয়েবসাইটে www.nichetechpl.com-এ উপলব্ধ।
ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডিং	অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) সাথে যোগাযোগ করুন এবং অনুসরণ করুন।

বিজ্ঞপ্তিটি এতদ্বারা সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টার মঙ্গলবার ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে সোমবার ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তিটিও দেওয়া হল যে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের নোটিশে বর্ণিত ব্যবসাটি দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে লেনদেন করা যেতে পারে। দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (সকাল ৯টা) থেকে শুরু হবে এবং রবিবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (বিকেল ৫টা)য় শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। মঙ্গলবার ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর কাট-অফ তারিখে, ব্যবসায়িক সময়ের শেষের সময় যে সদস্যরা শেয়ার ধারণ করেন, তারাই কেবল দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং সেইসাথে এজিএম-এ ভোট দেওয়ার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। যে কোনো ব্যক্তি, যিনি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন, তিনি helpdesk.evoting@cdslindia.com বা armchairinvestments@yahoo.in এ অনুরোধ পাঠিয়ে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন তাদের ফোলিও নম্বর/ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে।
ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি এজিএম ভেন্যুতে উপলব্ধ করা হবে এবং এজিএমে উপস্থিত সদস্যরা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন। যেসকল সদস্যরা এজিএম-এর আগে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
দূরবর্তী ই-ভোটিং সম্পর্কিত প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা সাহায্য বিভাগের অধীনে www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা helpdesk.evoting@cdslindia.com এ একটি ইমেল লিখতে পারেন অথবা ০২২-২৩০৫৮৭৩৮ বা ০২২-২৩০৫৮৫৪৩/৪২ নম্বরে যোগাযোগ করুন।

আর্মচেয়ার ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
মঞ্জু দেবী কানোরিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৬.০৯.২০২৪ — (ডিন : ০০৮৯৪০৬১)

হিন্দুস্তান উদ্যোগ লিমিটেড
CIN: L27120WB1947PLC015767
রেজিস্টার্ড অফিস : ''ট্রিনিটি প্লাজা'', ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬

বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুযায়ী এজিএমে প্রস্তাবিত রেজোলিউশন রিমোট ই-ভোটিং (এনএসডিএল-এর) মাধ্যমে এবং এজিএমে ব্যালট ভোটের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।
২৩.০৯.২০২৪ (কাট-অফ তারিখ) অনুযায়ী সদস্যদের নামে নিবন্ধিত শেয়ারে ভোটের অধিকার কোরাম গণনা করা হবে এবং এই ধরনের সদস্যরা ই-ভোটিং বা এজিএমে ভোট দেওয়ার অধিকার পাবে। যে সদস্যরা ই-ভোট দিয়েছেন তারা এজিএমে উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু তারা আর একবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। ই-ভোটিং শুরু হবে ২৭.০৯.২০২৪ সকাল ৯:০০টা এবং শেষ হবে ২৯.০৯.২০২৪ বিকেল ৫:০০টায় যার পরে ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।
এজিএমের নোটিস ০৬.০৯.২০২৪ তারিখে সকল সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যারা তাদের মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন এবং এটি এনএসডিএলের ই-ভোটিং ওয়েবসাইট, কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেখানে কোম্পানি তালিকাভুক্ত রয়েছে সেখানে পাওয়া যাবে। ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন উপলব্ধ হবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hul.net.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জ www.bseindia.com -তে। যে সদস্যরা তাদের মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা ডিপোজিটর /আরটিএ -তে করতে পারেন।
এজিএম নোটিস পাঠানোর পর কিন্তু কাট-অফ তারিখের আগে কোম্পানির সদস্য হওয়া ব্যক্তিরা এনএসডিএল -কে evoting@nsdl.co.in -তে অথবা কোম্পানির কাছে kkg@hul.net.in -তে ই-ভোটিংয়ের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডের জন্য লিখতে পারেন। এনএসডিএল -এর ই-ভোটিংয়ে ইতিমধ্যে নিবন্ধিত সদস্যরা তাদের বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা এনএসডিএল এর ই-ভোটিং টিমের সাথে টোল ফ্রি নং ১৮০০২২২৯৯০ অথবা ই-মেইল আইডি evoting@nsdl.co.in -তে যোগাযোগ করতে পারেন।
এজিএমের উদ্দেশ্যে সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই ২৫.০৯.২০২৪ থেকে ৩০.০৯.২০২৪ (উভয়দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

হিন্দুস্তান উদ্যোগ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্থান : কলকাতা — শিখা বাজাজ
তারিখ : ০৬.০৯.২০২৪ — কোম্পানি সেক্রেটারি

টিটাগড় ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: U36999WB2004PLC098250
নিবন্ধিত অফিস : ৭৫৬, আনন্দপুর, ইএম বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭
ই-মেইল: corp@titagarh.in, টেলি: ০৩৩-৪০১৯ ০৮০০, ফ্যাক্স: ০৩৩-৪০১৯ ০৮২৩

নোটিশ

কোম্পানির সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এর সেকশন১০৮ এর অধীনে তৎসহ পঠিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ (সংশোধিত হিসাবে) কোম্পানির ২০ তম বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) নোটিশ এবং সেইসঙ্গে ৩১শে মার্চ, ২০২৪-এ সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি (স্বতন্ত্র এবং একত্রিত) পাঠানো সম্পন্ন হয়েছে এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য তথ্য ও নির্দেশাবলী সম্বলিত ই-মেইল যেসব সদস্যদের ই-মেইল আইডি কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্টের (আরটিএ) কাছে উপলব্ধ রয়েছে, তাদেরকে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে সদস্যদের সম্মতি/অসম্মতি চাওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে, উল্লেখিত ৩১শে আগস্ট, ২০২৪ নোটিশে নির্ধারিত প্রস্তাবিত রেজুলেশনগুলিতে ।
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ) জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ১৯/২০২১, ০২/২০২৩, ১০/২০২২ এবং ০৯/২০২৩ তারিখ- ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং সেপ্টেম্বর ২৫, ২০২৩ যথাক্রমে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা জারি করা অনুসারে (সম্মিলিতভাবে এমসিএ সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) শুধুমাত্র ২০তম এজিএম এবং বার্ষিক বছর ২০২৩-২৪-এর বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি পাঠানো হয়েছে ইলেকট্রনিক মোডে সেই সকল সদস্যদের জন্য যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী/নিবন্ধক এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে নিবন্ধিত।
আইনের সেকশন ৯১ এবং এর অধীনে প্রণীত রুল অনুসারে, নির্ধারিত এজিএমের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই রবিবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে শনিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে। শনিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ -এ নির্ধারিত এজিএম এর উদ্দেশ্যে।
বোর্ড শ্রী সুমন্ত্র সিনহা, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ভোটিং প্রক্রিয়া (বৈদ্যুতিনভাবে বা অন্যথায়) যাচাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করেছে।
রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ মঙ্গলবার সকাল ৯.০০টায় শুরু হবে এবং শুক্রবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বিকাল ৫.০০টায় শেষ হবে। পূর্বোক্ত তারিখ এবং সময়ের বাইরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। রিমোট ই-ভোটিং সময়কালে, শুধুমাত্র কোম্পানির সদস্যরা যারা শেয়ার ধারণ করেন কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শনিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪(কাট-অফ তারিখ) ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে, ইলেকট্রনিকভাবে তারাই ভোট দিতে পারেন। সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখে তাদের নিজ নিজ শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাতে হবে।
ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি এজিএমে উপলব্ধ করা হবে এবং মিটিংয়ে উপস্থিত সদস্যরা যারা রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা ব্যালটের মাধ্যমে সভায় ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। যেসকল সদস্যরা এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএমে উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং এজিএম নোটিশ পাঠানোর পর সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তাদের ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রাপ্ত করার জন্য এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করা উচিত ভোট দেওয়ার আগে ।
ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি **evoting@nsdl.co.in** / ১৮০০-২২২-৯৯০ নম্বরে এনএসডিএল-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা শ্রী অমিত বিশাল, সিনিয়র ম্যানেজার- এনএসডিএল সাথে **amitv@nsdl.co.ineóé**/০২২-২৪৯৯৪৩৬০ -এ অথবা শ্রীমতি পল্লবী মাহত্রে, ম্যানেজার, এনএসডিএল -এর সঙ্গে **pallavid@nsdl.co.in** / ০২২-২৪৯৯৪৫৪৫ যোগাযোগ করতে পারেন ।

টিটাগড় ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
কলকাতা — আকাশ সরাফ
৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ — কোম্পানি সেক্রেটারি এবং সিএফও

জয়শ্রী নির্মাণ লিমিটেড
CIN: L45202WB1992PLC054157
রেজি. অফিস: ১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং- ৫০৩, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯
ই-মেল: jayshreenirmanlimited@gmail.com। টেলি: ০৩৩-২২৪৮৮১৪৯

৩২ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং রিমোট ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সোমবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে দুপুর ১২.৩০ মিনিটে ডাকা হয়েছে ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা আদার অডিও-ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) এর মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলি, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেসন এন্ড ডিসক্লোজার রি কোয়ারমেন্ট) রেগুলেশনস, ২০১৫ (সেবি এলওডিআর) তৎসহ পঠিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক এবং সেবি দ্বারা জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির অনুসারে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য। এজিএম-এর জন্য প্রক্সি নিয়োগের সুবিধা পাওয়া যাবে না এবং তাই, প্রক্সি ফর্ম এবং অ্যাটেনডেন্স স্লিপ সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা এখানে দেওয়া নেই এবং এজিএমের বিজ্ঞপ্তির সাথে সংযুক্ত করা হয়নি।
এজিএম-এ যোগদানের জন্য লগইন বিশদ সহ এজিএম-এর নোটিশটি ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে পাঠানো হয়েছে শুধুমাত্র সেই সকল সদস্যদের যারা কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে যারা ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে । সভায় যোগদানের নির্দেশাবলী এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিং বা কাস্টিং ভোটে অংশগ্রহণের পদ্ধতি সভার বিজ্ঞপ্তিতে সরবরাহ করা হয়েছে। কোম্পানি আইন ২০১৩ এর সেকশন ১০৩ -এর অধীনে কোরাম নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভিসি বা ওএভিএমের মাধ্যমে উপস্থিত সদস্যদের উপস্থিতি গণনা করা হবে। এজিএমের বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.jayshreenirman.com -এ এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://www.evotingindia.com -তেও পাওয়া যাবে।
এই বিষয়ে, সদস্যদের অবগত করা হচ্ছে যে-

ক) কোম্পানি ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৩-২০২৪ সহ ৩২তম এজিএম-এর নোটিশ প্রেরণ সম্পন্ন করেছে।
খ) ইলেকট্রনিক মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং শুক্রবার ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ৯.০০টায় শুরু হবে এবং ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ রবিবার বিকেল ৫.০০ টায় শেষ হবে ।
গ) ই-ভোটিংয়ের জন্য কাট-অফ তারিখ মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
ঘ) যে সদস্য রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা এজিএমে যোগদানের জন্য যোগ্য হবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। একবার ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে দেওয়া হবে না।
ঙ) যদি এজিএম চলাকালীন উপলব্ধ ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা কোনো ভোট দেওয়া হয় এবং যদি একই শেয়ারহোল্ডাররা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে সভায় অংশ না নেন, তাহলে এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের দেওয়া ভোটগুলি এই সুবিধা হিসাবে অবৈধ বলে বিবেচিত হবে যেহেতু মিটিং চলাকালীন ই-ভোটিং শুধুমাত্র সভায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারদের জন্য উপলব্ধ।
চ) সদস্যরা নোটিশে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে সভা শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগে এবং পরে ভিসি/ওএভিএম মোডে এজিএমে যোগ দিতে পারেন।
ছ) আইনের সেকশন ১০৮ এর সঙ্গে পঠিত -এর অধীন রুল অনুসারে মিস কৃতি দাগা, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সিপি নং ১৪০২৩) কে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং ভোটের মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটগুলি যাচাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে সভা চলাকালীন সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ইভোটিং ব্যবস্থার জন্য।
জ) ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫ তম ফ্লোর, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০১৩ -এর কাছে জানানো যেতে পারে অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com এ একটি ইমেল পাঠান বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ যোগাযোগ করুন। এছাড়াও সদস্যরা কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন jayshreenirmanlimited@gmail.com -এ।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশ দ্বারা
স্বা/
তারিখ: ০৭.০৯.২০২৪ — সৌরভ ব্যানার্জি
স্থান: কলকাতা — কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

বেঙ্গল স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L70109WB1947PLC015087
রেজিস্টার্ড অফিস : ''ট্রিনিটি প্লাজা'', ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬

বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুযায়ী এজিএমে প্রস্তাবিত রেজোলিউশন রিমোট ই-ভোটিং (এনএসডিএল-এর) মাধ্যমে এবং এজিএমে ব্যালট ভোটের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।
২৩.০৯.২০২৪ (কাট-অফ তারিখ) অনুযায়ী সদস্যদের নামে নিবন্ধিত শেয়ারে ভোটের অধিকার কোরাম গণনা করা হবে এবং এই ধরনের সদস্যরা ই-ভোটিং বা এজিএমে ভোট দেওয়ার অধিকার পাবে। যে সদস্যরা ই-ভোট দিয়েছেন তারা এজিএমে উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু তারা আর একবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। ই-ভোটিং শুরু হবে ২৭.০৯.২০২৪ সকাল ৯:০০টা এবং শেষ হবে ২৯.০৯.২০২৪ বিকেল ৫:০০টায় যার পরে ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।
এজিএমের নোটিস ০৬.০৯.২০২৪ তারিখে সকল সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যারা তাদের মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন এবং এটি এনএসডিএলের ই-ভোটিং ওয়েবসাইট, কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেখানে কোম্পানি তালিকাভুক্ত রয়েছে সেখানে পাওয়া যাবে। ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন উপলব্ধ হবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.bengalsteel.co.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জ www.bseindia.com -তে। যে সদস্যরা তাদের মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা ডিপোজিটর /আরটিএ -তে করতে পারেন।
এজিএম নোটিস পাঠানোর পর কিন্তু কাট-অফ তারিখের আগে কোম্পানির সদস্য হওয়া ব্যক্তিরা এনএসডিএল -কে evoting@nsdl.co.in -তে অথবা কোম্পানির কাছে bengalsteel@bengalsteel.co.in -তে ই-ভোটিংয়ের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডের জন্য লিখতে পারেন। এনএসডিএল -এর ই-ভোটিংয়ে ইতিমধ্যে নিবন্ধিত সদস্যরা তাদের বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা এনএসডিএল এর ই-ভোটিং টিমের সাথে টোল ফ্রি নং ১৮০০২২২৯৯০ অথবা ই-মেইল আইডি evoting@nsdl.co.in -তে যোগাযোগ করতে পারেন।
এজিএমের উদ্দেশ্যে সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই ২৪.০৯.২০২৪ থেকে ৩০.০৯.২০২৪ (উভয়দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

বেঙ্গল স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্থান : কলকাতা — নেহা মেহরা
তারিখ : ০৬.০৯.২০২৪ — কোম্পানি সেক্রেটারি

আঁচল ইস্পাৎ লিমিটেড
CIN: L27106WB1996PLC076866
রেজি. অফিস : মৌজা -চামরাইল, এনএইচ- ৬,
হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ -৭১১১১৪
ইমেল : info@aanchalispat.com, ফোন : ০৩৩ ২৩২৩ ০০৫২
ওয়েবসাইট : www.aanchalispat.com

২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **আঁচল ইস্পাৎ লিমিটেডের সদস্যগণের ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ বেলা ১টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিস্যুয়াল মিনস (ওএভিএম)** মাধ্যমে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট এজিএম আহ্বায়ক নোটিস ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (আইন) এবং বিধিমালার সংস্থান অধীনে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সার্কুলার অধীনে অনুষ্ঠিত হবে।
সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার এর সংস্থান অধীনে কোম্পানি ২৯তম এজিএম নোটিশ এবং ২৪ আর্থিক বর্ষের কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন এর বৈদ্যুতিন কপি সংশ্লিষ্ট যেসকল সদস্যের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি /ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের নিকট নিবন্ধিত তাদের পাঠানো হবে। সদস্যগণকে আরও অবগত করা হচ্ছে, নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.aanchalispat.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত রয়েছে এবং পূর্ব শারেজিস্ট্রি (ইন্ডিয়া) প্রা লি এর ওয়েবসাইট **https://evoting.purvashare.com** পাওয়া যাবে। যাহোক বার্ষিক প্রতিবেদনের কপি সদস্যদের পাঠানো হবে যারা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্টর জন্য অনুরোধ করবেন।
কোম্পানি ২৯তম এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের নিমিত্ত ভোট দানের জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা (রিমোট ই-ভোটিং) সকল সদস্যের জন্য ব্যবস্থা করবে। অতিরিক্তভাবে কোম্পানি এজিএম চলাকালীন সময়ে ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে (ই-ভোটিং) ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করবে। এজিএম তে রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে সদস্যগণের উপযুক্ততা নির্ধারণের তারিখ কাট-অফ-টেড ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪।
রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া শুরু হবে শুক্রবার ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ সকাল ৯টায় এবং সমাপ্ত হবে রবিবার ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বিকেল ৫টায়। পরবর্তীতে পূর্বা কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করা হবে।
এজিএম তে যোগদান এবং রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং এর বিস্তারিত প্রক্রিয়া ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা নোটিশে দেওয়া থাকবে।
এজিএম অংশগ্রহন এবং ই-ভোটিং সম্পর্কে আরও জানতে সদস্যগণ শ্রীমতি দীপালি ধুরী, প্রয়োগ আধিকারিক, পূর্বা শারেজিস্ট্রি (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড , ইউনিট নং ৯, শিব শক্তি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, জে আর বোরিচা মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই -৪০০০১১ সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন বা evoting@purvashare.com ইমেল পাঠাতে পারেন বা যোগাযোগ করতে পারেন ০২২-০২২-৪৯৬১৪১৩২ এবং ০২২-৩৫২২০০৫৬ নম্বরে।

আঁচল ইস্পাৎ লিমিটেডের পক্ষে
(বর্তমানে সিআইআরপি অধীন)
স্বা/-
স্থান : হাওড়া — মুকেশ গোয়েল
তারিখ : ০৫.০৯.২০২৪ — (বরখাস্ত বিওডি এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর)

সস্তাসুন্দর ভেঞ্চার্স লিমিটেড
CIN : L65993WB1989PLC047002
রেজিস্টার্ড অফিস : আজিমগঞ্জ হাউস, ৩য় তল, ৭, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি
(পূর্বতন ক্যামাক স্ট্রিট), কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন : (০৩৩) ২২৮২ ৯৩৩০, ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৮২ ৯৩৩৫
ই-মেল : investors@sastasundar.com ওয়েবসাইট : www.sastasundarventures.com

৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে, শুক্রবার ভিডিও-কনফারেন্স ('ভিসি')/ অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মিনস ('ওএভিএম') এর মাধ্যমে সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেডের ('কোম্পানি') ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') অনুষ্ঠিত হবে সোমবার ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ বিকাল ৩:০০টায় (আইএসটি) কোম্পানি আইন ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলি মেনে, ৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, নং ০২/২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, নং ০২/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('এমসিএ') দ্বারা জারি করা হয়েছে এবং সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/ CMD/1/CIR/P/2020/79 তারিখ ১২ মে ২০২০, সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 তারিখ ১৫ জানুয়ারী, ২০২১, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখ ১৩ মে, ২০২২, সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 তারিখ ৫ জানুয়ারী, ২০২৩ এবং সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি সার্কুলারস') দ্বারা জারি করা হয়েছে ৩৫তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য। সভায় অংশগ্রহণের বিস্তারিত পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
উপরে উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিগুলির সাথে সম্মতিতে, সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হয় যে সংস্থাটি বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপিগুলি সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠিয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(রা) ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে নিবন্ধিত হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.sastasundarventures.com এও পাওয়া যায়; লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (www.instavote.linkintime.co.in) এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেমন বিএসই লিমিটেড (www.bseindia.com) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (www.nseindia.com) লিঙ্ক করুন।
এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে এবং ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ (কাট-অফ ডেট) সোমবার বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হওয়া যেকোন ব্যক্তিকে এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ই-ভোটিংয়ের নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে, যা উপলব্ধ কোম্পানির ওয়েবসাইটে। কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডাররা kolkata@linkintime.co.in -এ রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট, লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (''এলআইআইপিএল'') এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সকল সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে :

(ক) ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসা ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে
(খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে
(গ) দূরবর্তী ই-ভোটিং ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ বিকাল ৫.০০টায় শেষ হবে
(ঘ) ইলেকট্রনিক উপায়ে বা বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হল সোমবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
(ঙ) ইলেকট্রনিক্স মাধ্যমে ই-ভোটিং ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ বিকাল ৫.০০ টার পরে অনুমোদিত হবে না
(চ) সদস্যরা লক্ষ্য করতে পারেন যে :

- রিমোট ই-ভোটিং লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ বিকাল ৫.০০ টার পরে নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্যদের দ্বারা দেওয়া একটি রেজোলিউশনে একবার ভোট দিলে, সদস্যদের পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
- এজিএম-এর সময়ও ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়া যাবে এবং ভিসি সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত সদস্যরা, যারা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজোলিউশনে ভোট দেননি এবং অন্যথায় এটি করা থেকে নিষেধ করা হয়নি, তারা যোগ্য হবেন এজিএমে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিতে।
- যে সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার আগে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না; এবং
- একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণকারী সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে লিপিবদ্ধ করা আছে তিনি ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন;
- কোম্পানি শ্রী রাজ কুমার বান্থিয়া, কোম্পানি সেক্রেটারি পেশায় নিযুক্ত (সদস্য নং ১৭১৯০ এবং সিপি নং ১৮৪২৮) নিয়োগ করেছে, মেসার্স এমকেবি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস অংশীদারকে নিয়োগ করেছে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ভোটদান প্রক্রিয়া (ই-ভোটিং বা অন্যথায়) যাচাই-বাছাই করার জন্য।

ভিসি বা ওএভিএম-এর উপর অনুষ্ঠিত সভা যেখানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত অনুষ্ঠিত হবে এবং সেই কারণে প্রক্সি নিয়োগের যোগ্য হবেন না।
ই-ভোটিং পদ্ধতিটি ৩৫তম এজিএম-এর নোটিশের পাশাপাশি এলআইআইপিএল-এর সদস্যদের পাঠানো ইমেলে দেওয়া আছে। শেয়ারহোল্ডারদের ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, অনুগ্রহ করে সাহায্য বিভাগের অধীনে https://instavote.linkintime.co.in -এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (''এফএকিউএস'') এবং ইনস্টাভোট ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখুন enotices@linkintime.co.in -এ একটি ইমেল লিখুন বা আমাদের ফোন করুন ০২২ - ৪৯১৮৬০০০ নম্বরে।
৩৫তম এজিএম শেষ হওয়ার পর থেকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্টের সাথে ঘোষিত ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.sastasundarventures.com এবং লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা. লি.-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট অবিলম্বে পাওয়া যাবে। এই ধরনের ফলাফলগুলি কোম্পানির দ্বারা ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই) এবং বিএসই লিমিটেড (বিএসই) এর কাছেও পাঠানো হবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেডের পক্ষে
প্রতাপ সিং
স্থান : কলকাতা — কোম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ: ০৬.০৯.২০২৪ — সদস্য নং - এসিএস ২৪০৮১

ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড
CIN L29307WB1990PLC048350
রেজিস্টার্ড অফিস : প্লট নং ৮৪৯, ব্লক পি, ৪৮,
প্রমথ চৌধুরী সরণি, ৩য় তলা, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩
ওয়েবসাইট www.webelsolar.com ইমেইল investors@webelsolar.com

৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেডের (''কোম্পানী'') ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য ৩৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) /আদার অডিও ভিজুয়াল মিনস (''ওএভিএম'') মাধ্যমে শনিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ দুপুর ২টোয় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং সেবি (এলওডিআর) এর সমস্ত প্রযোজ্য বিধান মেনে এজিএম (''নোটিস'') আহবান করার বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত বিষয়সমূহ লেনদেন করার জন্য কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) দ্বারা জারি করা বিষয়ে প্রযোজ্য সার্কুলার সহ রেগুলেশনস, ২০১৫ সালের, সদস্যদের এজিএমে অংশ নেওয়ার জন্য বিশেষ করে নির্দেশাবলি সতর্কতার সহিত পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে।
উপরোক্ত এমসিএ এবং সেবি-এর সার্কুলার মেনে, ৩৪ তম এজিএম-এর নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি এবং আর্থিক বছরের ২০২৩-২৪-এর বার্ষিক রিপোর্ট ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো সম্পন্ন হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধিত যোগাযোগের উদ্দেশ্যে কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর নিকট। আর্থিক বছরের ২০২৩-২৪-এর বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ৩৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.webelsolar.com, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) -এর ওয়েবসাইটে www.evoting.nsdl.com পাওয়া যাবে।
কোম্পানিটি তার শেয়ার ধারণকারী সমস্ত সদস্যদের কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ শনিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট ('রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এজিএম চলাকালীন) এনএসডিএল দ্বারা প্রদত্ত ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য যা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এবং ই-ভোটিং এর মাধ্যমে অংশগ্রহণের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল বুধবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (সকাল ৯টা) থেকে শুরু হবে এবং শুক্রবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (বিকেল ৫টায়) শেষ হবে। এর পরে দূরবর্তী ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করা হবে। একবার সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪২ এর সাথে পড়া কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে, শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখতে পারেন যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার সোমবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে শনিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত) কোম্পানির ৩৪ তম এজিএমের উদ্দেশ্যে। ৩৪তম এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ শনিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শেয়ার ধারণ করার পরে সদস্য হওয়া যে কোনও ব্যক্তি evoting@nsdl.co.in বা কোম্পানি/আরটিএ-তে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। যাইহোক, যদি তিনি ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তাহলে ভোট দেওয়ার জন্য তিনি/তার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
কোম্পানিটি এজিএম-এর সময় ই-ভোটিং প্রদান করতে বেছে নিয়েছে যা ভিসি/ওএভিএম প্ল্যাটফর্মের সাথে একীভূত, এবং এর জন্য আলাদা লগইন আইডির প্রয়োজন নেই। যেসকল সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু তারা এজিএম-এ পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। যেসকল সদস্যরা এজিএম-এ অংশ নিচ্ছেন এবং যারা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজোলিউশনগুলিতে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধা দেওয়া হয়নি, তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।
এনএসডিএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে এজিএম এবং ই-ভোটিংয়ে অংশ নেওয়ার বিষয়ে আপনার কোন প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি evoting@nsdl.co.in-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন বা ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২ ২৪৯৯ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন /এনএসডিএল নিম্নরূপ :

আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রা. লি.
১৫/সি, নরেশ মিত্র সরণি (পূর্বে বেলতলা রোড) কলকাতা - ৭০০ ০২৬
যোগাযোগ ০৩৩-২৪১৯২৬৪১ এবং ০৩৩-২৪১৯২৬৪২
ই-মেইল info@rdinfotech.net/rdinfo.investors@gmail.com

শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে
সিনিয়র ম্যানেজার
ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড,
ট্রেড ওয়ার্ল্ড, 'এ' উইং, ৫ম তল,
কমলা মিলস কম্পাউন্ড,
সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পারেল,
মুম্বাই - ৪০০ ০১৩
যোগাযোগ ০২২-২৪৯৯৪৫৪৫

স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ ই-ভোটিং ফলাফল যথাক্রমে কোম্পানি, স্টক এক্সচেঞ্জ এবং এনএসডিএল--এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেমস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা — রাজু শর্মা
তারিখ ৩০ আগস্ট, ২০২৪ — কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L01222WB1983PLC059695
রেজিস্টার্ড অফিস : আরিহান্ট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ৫৩এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬
ফোন নং : (০৩৩) ৪০৪১ ৬৬৬৬, ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪৯ ৭৩১৯, ইমেল : info@taiind.com
ওয়েবসাইট : www.taiind.com

সংবাদপত্রে সাধারণ নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা শনিবার ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে বেলা ৩.৩০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স ('ভিসি')/ অন্যান্য অডিও ভিস্যুয়াল মিনস ('ওএভিএম') (পরবর্তীতে 'বৈদ্যুতিন মাধ্যমে' হিসেবে উল্লিখিত) মতে বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বায়ক প্রচারিত মতে নোটিশে উল্লিখিত মতে বিষয়সমূহ সম্পাদনের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হবে।
কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সামাজিক পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখার নীতি মোতাবেক ব্যক্তির বিভিন্ন স্থানে গন্তব্যের কারণে সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ১৯/২০২১, ২১/২০২১, ০২/২০২২, ১০/২০২২, এবং ১১/২০২২ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারি ২০২১, ০৮ ডিসেম্বর ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর ২০২১, ০৫ মে ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক ইস্যুকৃত ('এমসিএ') (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' হিসেবে উল্লিখিত) এবং সার্কুলার নং সেবি/হো/সিএফডি/ সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ এবং সেবি/হো/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/ ২০২১/১১ তারিখ ১২ মে ২০২০ এবং ১৫ জানুয়ারি ২০২১, এবং সার্কুলার নং সেবি/হো/সিএফডি/সিএমডি-২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২, তারিখ ১৩ মে ২০২২ এবং সেবি/হো/সিএফডি/পিওডি-২/পি/ সিআইআর/২০২৩/৪ তারিখ ৫ জানুয়ারি ২০২৩ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সম্মিলিতভাবে 'সেবি সার্কুলারস' হিসেবে উল্লিখিত) অনুযায়ী সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এবং ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের সংস্থান অধীনে ('দ্য আইন'), সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫, সংশোধিত ('লিস্টিং রেগুলেশনস'), এমসিএ সার্কুলার্স, এবং সেবি সার্কুলার্স, অনুযায়ী অনুমোদিত, কোম্পানির এজিএম ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে অনুষ্ঠানের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ভেনুতে সদস্যগণের উপস্থিতির আবশ্যকতা ব্যতীতই। এজিএম এর প্রক্রিয়া কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে সংশ্লিষ্ট স্থান হিসেবে চিহ্নিত এজিএমের জন্য লিঙ্ক ইন টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ('এলআইআইপিএল') দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং, ভিসি সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে যোগদান এবং এজিএমতে ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করা হবে। ভিসি মাধ্যমে এজিএমতে যোগদান বিষয়ে প্রক্রিয়ার বিস্তারিত নিম্নমতে কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.taiind.com পাওয়া যাবে।
বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সকল সদস্যকে পাঠানো হচ্ছে যেসকল সদস্যের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজটরিজের নিকট উক্ত এমসিএ সার্কুলারস এবং সেবি সার্কুলারস তারিখ ১২ মে ২০২০ অনুযায়ী জারিকৃত অধীনে রেজিস্ট্রিকৃত তাদেরই পাঠানো হবে। সদস্যগণ অবগত হোন বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বায়ক নোটিশ এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট : www.taiind.com লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট https://instavote.linkintime.co.in, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com তেও পাওয়া যাবে।
সদস্যগণ কেবল ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমেই বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারবেন। বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের নির্দেশাবলি দেওয়া হয়েছে। ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে সভায় যোগদানকারী সদস্যগণের সংখ্যা কোরামের কারণে গণনা করা হবে সংশ্লিষ্ট ২০১৩ সালের কেম্পানি আইনের ১০৩ ধারার সংস্থান অনুযায়ী।
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারার সংস্থান এবং তৎসহ ২০১৪ সালের কেম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ এবং ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৪ অধীনে কোম্পানি রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে ('রিমোট ই-ভোটিং') সকল সদস্যকে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ সম্পাদনের জন্য ভোটদানের মাধ্যমে। অতিরিক্তভাবে কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন সময়ে ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদান করবে (ই-ভোটিং)। রিমোট ই-ভোটিং/ ই-ভোটিং এর বিস্তারিত প্রক্রিয়া বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বায়ক নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।
সদস্যদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নোট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে :

ক) দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বিকাল ৫টায় এ শেষ হবে।
খ) ইলেকট্রনিক উপায়ে বা এজিএম-এ ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য কাট-অফ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।
এ. দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা. লি. দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে। উপরোক্ত তারিখ এবং ভোটদানের সময়ের পরে ভোট দেওয়ার জন্য এবং সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
বি. যে সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু সভায় আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবে না।
গ) দূরবর্তী ই-ভোটিং বা এজিএম চলাকালীন ভোটদানের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিদের জন্য উপলব্ধ করা হবে যাদের নাম কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সদস্যদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

যে কোনো ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন, লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন enotices@ linkintime.co.in-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে। যাইহোক, যদি সদস্য ইতিমধ্যেই এলআইআইপিএল: https://instavote.linkintime.co.in ই-ভোটিং সিস্টেমে নিবন্ধিত হন এবং/ অথবা দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর জন্য কোনও কোম্পানির আগে ভোট দিয়েছেন, তাহলে তার ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন ভোট দেওয়ার জন্য।
ইমেইল আইডি নিবন্ধন এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ :
শেয়ারহোল্ডারের ইমেল আইডি কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ''আরটিএ''/ডিপোজিটরিতে ইতিমধ্যে নিবন্ধিত থাকলে, নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় ই-ভোটিং-এর জন্য লগ ইনের বিবরণ পাঠানো হচ্ছে।
শেয়ারহোল্ডার যদি কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন না করে থাকে, তাহলে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে :
(ক) অনুগ্রহ করে আমাদের আরটিএ, লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লি., www.linkintime.co.in-এর ওয়েবসাইটে লগ ইন করুন ইনভেস্টর সার্ভিসেস > ইমেল/ব্যাঙ্কের বিস্তারিত রেজিস্ট্রেশনের অধীনে - বিশদ পূরণ করুন, প্রয়োজনীয় নথি আপলোড করুন এবং জমা দিন।
(খ) ডিম্যাট মোডে রাখা শেয়ারের ক্ষেত্রে :
শেয়ারহোল্ডার অনুগ্রহ করে ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর (''ডিপি'') সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং ডিপির অনুসরণ ও পরামর্শ অনুযায়ী ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে ইমেল ঠিকানা এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করতে পারেন।
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুসারে নোটিশ দেওয়া হল, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর নিয়ম ১০ এর সাথে পড়া এবং সেবি-র রেগুলেশন ৪২ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা, ২০১৫ বিধি) অনুযায়ী ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই বন্ধ থাকবে। উল্লিখিত বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.taiind.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে www.bseindia.com-এ পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা সমস্ত ব্যবসা ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।
৫) ইলেকট্রনিক ভোটিং সম্পর্কিত যেকোন প্রশ্ন বা অভিযোগের জন্য সদস্যরা প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং সহায়তার অধীনে https://instavote.linkintime.co.in-এ উপলব্ধ ইন্সটাভোট ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন, অথবা enotices@linkintime.co.in-এ একটি ইমেল লিখুন বা ০২২-৪৯১৮৬০০০ নম্বরে কল করুন।
শেয়ারহোল্ডার/সদস্যদের লগইন/ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকলে, তারা instameet@linkintime.co.in-এ ইমেল পাঠাতে পারেন বা টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারেন ০২২-৪৯১৮৬১৭৫ নম্বরে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
স্নিগ্ধা খেতন
স্থান : কলকাতা — (এসিএস - ৫৫০৭৯)
তারিখ : ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ — কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে বিজেপির চাক্কা জ্যাম আরামবাগ মহকুমায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজ্যের মহিলাদের উপর অত্যাচার এবং আরজি কর হাসপাতালের তিলোত্তমার দ্রুত বিচারের দাবিতে বিজেপি রাজ্যে নেতৃত্বের নির্দেশে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা ও পুরমণ্ডল বিজেপির পক্ষ থেকে পথ অবরোধ করে অবস্থান বিক্ষোভ করল বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা। সাংগঠনিক জেলা অফিস সংলগ্ন দৌলতপুরে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি। ছিল পুলিশের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। অবস্থান বিক্ষোভ থেকে স্লোগান ওঠে 'দফা এক, দাবি এক, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ, পুলিশ ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ। এদিন অবরোধটি বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে। অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে আরামবাগ-বর্ধমান রাজ্যে সড়ক। এদিনের অবরোধ কর্মসূচিতে ছিলেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি উপাসক দে, দলীয় কাউন্সিলর তথা পুরমণ্ডলের সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ, বিজেপি সভানেত্রী সুদেষ্ণা অধিকারী, বিজেপি নেতা সুমন তিওয়ারি, সঞ্চিত হেলা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। এ প্রসঙ্গে বিজেপি কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, আরজি কর হাসপাতাল কাণ্ডের দোষীদের শাস্তির দাবিতে আমরা আন্দোলনে নেমেছি। মুখ্যমন্ত্রী ভাবছেন আমরা মুর্খের স্বর্গে বাস করছি, এই ধারণা ভুল। জনগণ এই সরকারকে ফেলবে। যে ঘটনা ঘটেছে তার দ্রুত বিচারের দাবিতে আমরা পথে নেমে আন্দোলন করছি। পাশাপাশি আরামবাগের বলরামপুর বাসস্ট্যান্ডে আরামবাগ বিধায়ক মধুসূদন বাগের নেতৃত্বে চাক্কা জ্যাম কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। বিধায়ক ছাড়াও ছিলেন শুভাশিস দত্ত, বিশ্বজ্যোতি মণ্ডল থেকে শুরু করে অন্যান্য নেতৃত্ব। অন্যদিকে, বিজেপি গোঘাট মণ্ডল ৪-এর পক্ষ থেকে চাক্কা জ্যাম কর্মসূচিটি হয় বালিবেলা মোড়ে। ছিলেন মণ্ডল সভাপতি রাজু রানা, জাতীয় কর্ম সমিতির সদস্য অচিৎ কুণ্ডু, সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অলক দোলুই সহ অন্যান্যরা। সাংগঠনিক জেলা যুব মোর্চার সভাপতি উপাসক দে বলেন, আরজি কর হাসপাতালের যে নৃশংস ঘটনা ঘটেছে তার প্রতিবাদে বিজেপি রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে আমাদের প্রত্যেক মণ্ডলে মণ্ডলে অবরোধ কর্মসূচি হচ্ছে। আমাদের বোনের খুনের ঘটনায় যারা দোষী তাদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। এদিন আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে পুরশুড়া ও খানাকুলেও বিজেপির চাক্কা জ্যাম কর্মসূচি হয়।

স্কুলের প্রাক্তনী সমিতি থেকে দুর্নীতিতে যুক্ত সুশান্ত রায়ের নাম বাদ দেওয়ার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: আরজি কর কাণ্ডের জেরে উত্তাল গোটা রাজ্য। ডিউটিরত অবস্থায় মহিলা চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে ডাক্তারদের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছে। চিকিৎসা জগতের 'পাহাড় প্রমাণ' দুর্নীতি হয়েছে বলে তদন্তকারী সংস্থার প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। এই অভিযোগে আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে সিবিআই গ্রেপ্তার করেছে ইতিমধ্যেই। এর যোগসূত্র ধরেই চিকিৎসা জগতে সক্রিয় 'উত্তরবঙ্গ' লবির কথা জানা গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের এই র‍্যাকেটের 'মাথা' হিসেবে কোভিডকালে উত্তরবঙ্গে নিযুক্ত 'অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটি', জলপাইগুড়ির চক্ষু বিশেষজ্ঞ সুশান্ত রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। এর জেরে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন বেঙ্গল স্টেট ব্রাঞ্চের পক্ষ থেকে সুশান্ত রায়কে বাদ দেওয়ার দাবি উঠেছে। এবার একই পথে হাঁটতে চলেছে সুশান্ত রায়ের প্রাক্তন বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরা। বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের সমিতি থেকেও তার নাম বাদ দেওয়ার দাবি উঠেছে। রায়গঞ্জ শহরের শিলিগুড়ি মোড় এলাকায় অবস্থিত সুদর্শনপুর স্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্র। চলতি বছরে এই বিদ্যালয় প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদযাপন করছে। এই জুবিলিকে সামনে রেখেই ২০২৩ সালে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিদ্যাচক্র প্রাক্তনী সমিতি গঠিত হয়।

বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সমিতি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র অধুনা বিতর্কিত ডাক্তার সুশান্ত রায়। ১৯৭৩ সালে এই স্কুল থেকে পাশ করে সে। প্রাক্তনী সমিতির পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য সুশান্ত রায়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কাজে আটকে যাওয়ায় তিনি ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারলেও তার লিখিত শুভেচ্ছাবার্তা পাঠানোর পাশাপাশি আর্থিকভাবে সাহায্য করেন। আরজি কর কাণ্ডের পর চিকিৎসা জগতে আর্থিক দুর্নীতিতে সক্রিয় বেশ কয়েকজনের নামে অভিযোগ ওঠে। এই র‍্যাকেটের সঙ্গে যুক্ত উত্তরবঙ্গ লবির মাথা হিসেবে বিদ্যাচক্র স্কুলের প্রাক্তনী সুশান্ত রায়ের নাম উঠে আসে। এরপরই স্কুলের প্রাক্তনী সমিতি থেকে তাকে বাদ দেওয়ার দাবি ওঠে। স্কুলের প্রাক্তনী সমিতির এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য ভাস্কর ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, চিকিৎসা জগতের বিভিন্ন দুর্নীতির সঙ্গে সুশান্ত রায়ের নামেও অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাচক্রে সুশান্ত রায় আমাদের স্কুলেরই প্রাক্তনী। সুশান্ত রায় কৃতি ছাত্র হতে পারেন। কিন্তু মানুষ হয়ে উঠতে পারেননি। প্রাক্তনী হিসেবে আমাদের সঙ্গে তাকে আমরা এক তালিকায় রাখতে পারি না। আমি প্রাক্তনী সমিতি থেকে তার নাম বাদ দেওয়ার দাবি রেখেছি। আমার পাশাপাশি আরও অনেক প্রাক্তনীও এই দাবি করেছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি রাখছি তাকে ব্ল্যাকলিস্টেড করার জন্য। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ দত্ত জানিয়েছেন, সুশান্ত রায় ১৯৭৩ সালের পাশ আউট। ব্যাচের ফার্স্ট বয়। এবিষয়ে সুশান্ত রায়কে একাধিকবার ফোন করেও পাওয়া যায়নি।

আবার শুভেন্দুর নিশানায় নারায়ণ গোস্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: ফের উত্তর ২৪ পরগনা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য শুভেন্দু অধিকারী। প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের পর আবারও বিরোধী দলনেতার টার্গেট জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। বারাসাতে শিক্ষক দিবসের একটি অনুষ্ঠানে এসে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আগেই বলেছিলাম শিক্ষা দপ্তর, খাদ্য দপ্তরের কেলেঙ্কারি হয়েছে। এবার স্বাস্থ্য দুর্নীতি সামনে আসছে। বারাসাতের মুখ্যমন্ত্রী ছিল বালু (জ্যোতিপ্রিয়) মল্লিক। সে ঢুকে গেছে। আবার বলছি নারায়ণ গোস্বামী যাবে। সেই সঙ্গে বাকি ছাট মাল গুলোও যাবে, দেগঙ্গার আনিসুরের মতো। রাজনৈতিক মহলের দাবি এই নিয়ে বার তিনেক নারায়ণ গোস্বামী নাম নিয়ে সরব হলেন শুভেন্দু। সেক্ষেত্রে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এই মন্তব্য বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ বলেই দাবি রাজনৈতিক মহলের। এছাড়াও তিনি আরজি কর কাণ্ড নিয়ে বলেন, পুলিশ আধিকারিক অভিষেক গুপ্তা ও ইন্দিরা মুখার্জিকে অবিলম্বে তদন্তের স্বার্থে হেপাজতে নেওয়া উচিত। পাশাপাশি বিনীত গোয়েলকে হেপাজতে নেওয়া উচিত। নির্যাতিতার বাবা যা বলেছেন তার পরে এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে এই শীর্ষ ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের হেপাজতে নেওয়া উচিত। এইসব নির্দেশই এসেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফোন থেকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফোন হেপাজতে নিলে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। বারাসাতে বিজেপির শিক্ষা সেলের একটি অনুষ্ঠানে এসে বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী এমনটাই জানালেন। তিনি জানান, এখন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা নির্যাতিতার বাবাকে এত বড় ঘটনার রফাদফা করতে টাকা দিতে চেয়েছিলেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শুভেন্দু আরও জানালেন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা দপ্তরের মতো স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন পদস্থ কর্তারাও যাবেন জেলে।

মৃত স্ত্রীর নামের লক্ষ্মী ভাণ্ডারের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে গিয়ে জাল শংসাপত্র তৈরির চক্রের পর্দাফাঁস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: স্ত্রীর নামে রয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অ্যাকাউন্ট। কিন্তু মৃত্যু হয়েছে স্ত্রীর। তাই স্ত্রীর ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে গিয়ে সোজা শ্রীঘরে পৌঁছলেন মৃতার স্বামী। জানা গিয়েছে, গত জুন মাসে মৃত্যু হয়েছে স্ত্রীর, স্ত্রীর নামে রয়েছে ব্যাংকে ঋণ। ব্যাংকের তাগাদা থেকে বাঁচতে ও ব্যাংকের ঋণ মকুব করতে দরকার স্ত্রীর মৃত্যুর শংসাপত্র। সেই শংসাপত্র পেতে সমস্যায় পড়েন কাঁকসার দু'নম্বর কলোনির বাসিন্দা চঞ্চল সমাদ্দার। কারণ স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার স্ত্রীর বাপের বাড়ির লোকেরা স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ তোলে। তারপর থেকেই আইনি লড়াইয়ের কারণে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই চঞ্চল সমাদ্দারের। তাই ডেথ সার্টিফিকেট পেতে দ্বারস্থ হন ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পানাগড় গ্রামের বাসিন্দা শংকর ভৌমিকের। শংকর ভৌমিক স্থানীয় তৃণমূল কর্মী হওয়ায় সব মুশকিল আসন। 'ফেলো কড়ি মাখো তেল' এই প্রবাদ বাক্যকে অনুসরণ করেই খানিক টাকা শংকর ভৌমিকের হাতে গুঁজে দিতেই শংকর ভৌমিক সোজা ছোটেন পানাগড় গ্রাম স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। সেখানে স্বাস্থ্য কর্মী বাসুদেব চ্যাটার্জির হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিতেই কেল্লাফতে। দু'দিনের মধ্যেই মেলে স্ত্রীর ডেথ সার্টিফিকেট। আর তা দিয়েই বিভিন্ন ব্যাংকে জমা দিয়ে স্ত্রীর নামের সমস্ত ঋণ মকুব করিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন চঞ্চল সমাদ্দার। ব্যাংকের ঝামেলা তো মিটলেও ফের এক নতুন ঝামেলা স্ত্রীর নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা। সেই টাকা বন্ধ করতে গিয়েই আর শেষ রক্ষা হল না চঞ্চল সমাদ্দারের। স্ত্রীর নামের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার জন্য কাঁকসার বিডিও অফিসে স্ত্রীর জাল ডেথ সার্টিফিকেট জমা দিতেই চক্ষু চড়কগাছ প্রশাসনিক কর্তাদের। কাঁকসার ত্রিলোকচন্দ্র পুর পঞ্চায়েতের অধীনে বসবাস করা চঞ্চল সমাদ্দার কাঁকসার গোপালপুর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধানের সই নকল করা জাল ডেথ সার্টিফিকেট জমা দেন। সেই ডেথ সার্টিফিকেটের তদন্তে নামে বিডিও অফিসের আধিকারিকেরা জানতে পারেন গোটা একটা চক্র এই কাজ করছে। কারণ ডেথ সার্টিফিকেট এখন তৈরি হয় অনলাইনে। চঞ্চল বাবুর স্ত্রী মৃতা প্রতিমা সমাদ্দারের নথি যাচাই করে দেখা যায় আগেই তার ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু হয়েছে অনলাইনে। এরপরেই বিষয়টি গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানানো হলে গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কাঁকসা থানায় অভিযোগ জানানো হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর জাল শংসাপত্র জমা করার অভিযোগে স্বামী চঞ্চল সমাদ্দার সহ বাসুদেব চ্যাটার্জি ও শংকর ভৌমিককে গ্রেপ্তার করে কাঁকসা থানার পুলিশ। শুক্রবার মহকুমা আদালতে পেশ করলে বাসুদেব চ্যাটার্জিকে জেল হেপাজত এবং চঞ্চল সমাদ্দার ও শংকর ভৌমিককে চার দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয় দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের বিচারক।

অন্ডাল বিমানবন্দরে আগ্নেয়াস্ত্র সমেত গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: বিমানযাত্রীর ব্যাগ থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র। অন্ডাল কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরের ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়। যাত্রীর সঙ্গে থাকা ল্যাগেজ থেকে উদ্ধার হল দেশি রিভলবার ও কার্তুজ। অভিযুক্ত দুই যাত্রীকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ। ধৃত দু'জন বীরভূমের বাসিন্দা বলে খবর। বৃহস্পতিবার মুম্বই যাওয়ার বিমান ধরতে অন্ডালের কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরে আসেন সাজেদ সুলেমান মল্লিক ও মোহাম্মদ ইকবাল নামের দুই যাত্রী। সম্পর্কে তারা আত্মীয় বলে জানা যায়। বীরভূম জেলার সিউড়ি থানার সাজানো পল্লি এলাকার বাসিন্দা তারা বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তাদের ছিল চারটি ল্যাগেজ। বিমানবন্দরের ভিতর জিনিস পত্রের তল্লাশির সময় তাদের ল্যাগেজের মধ্যে একটি দেশি রিভলবার ও ৬ রাউন্ড কার্তুজ পাওয়া যায়। বিমানবন্দরের নিরাপত্তারক্ষীরা উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র সহ ওই দুই যাত্রীকে আটক করে। পরে তাদের তুলে দেওয়া হয় অন্ডাল থানার পুলিশের হাতে। শুক্রবার সকালে গ্রেপ্তার দুই ব্যক্তিকে অন্ডাল থানার পুলিশ দুর্গাপুর মহাকুমা আদালতের তোলা হলে ধৃতদের চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। অন্যদিকে আগ্নেয়াস্ত্র কাণ্ডে গ্রেপ্তার মোঃ ইকবালের ভাই মহম্মদ ইফতিকার জানান, তার ভাই নির্দোষ কেউ ষড়যন্ত্র করে তার ভাইয়ের ব্যাগে আগ্নেয়াস্ত্র ভরে দিয়েছে। তিনি বলেন বিষয়টা বিচারাধীন পুলিশ তদন্ত করছে।

দলীয় কর্মী নিয়ে পথ অবরোধ বিজেপির, তীব্র কটাক্ষ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আরজিকর ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়ে গোটা রাজ্যজুড়ে বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত এক ঘণ্টা পথ অবরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। রাজ্য বিজেপির নির্দেশ মতোই বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের ব্লকের কাকরডাঙা মোড়ে গুটিকয়েক বিজেপি কর্মী পথ অবরোধে সামিল হন। পাঁচ মিনিট হওয়ার আগেই তাদের সেই পথ অবরোধ উঠে গেল। পুলিশ এসে বিজেপির পথ অবরোধ তুলে দেয়। বিজেপির এই কর্মসূচিকে তীব্র কটাক্ষ করেছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। এ বিষয়ে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি সুব্রত দত্ত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ভারতবর্ষে একমাত্র রাজ্য পশ্চিমবাংলায় বিধানসভায় ধর্ষণ বিরোধী বিল পাস হয়েছে যা নিয়ে বিজেপির ঘুম উড়ে গেছে। বিজেপি মানুষকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে তাই মানুষ সঠিকটা বুঝতে পেরেছে। তাই ওদের পথ অবরোধে মানুষ সামিল হয়নি। পাশাপাশি বিজেপির সংগঠন বলে কিছু নেই বলেও জানান তিনি।

Office of the GARAIMARI GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Garaimari, P.S.: Domkal, Dist- Murshidabad, (W.B)
Under Domkal Block
NIeT No: 13/2024-25
Publishing & Bid Submission Start Date: **6/9/2024 from 1.00 PM.** Bid Submission Closing Date: **16/9/2024 upto 12.00 PM.** Bid Opening Date: **18/9/2024 after 12.00 PM**. Details See In: www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Garaimari Gram Panchayat

Abridged form of e-NIT-07/SARANG/2024-25, 08/ SARANG/2024-25, 09/SARANG/2024-25
Circulations memo no-47(3)/Sar/2024, 48 (3)/Sar/2024 & 49(3)/Sar/2024, dated-06.09.2024. Online & offline applications are hereby invited from intending bidders for 4 (Fourteen) no works under Sarangpur Gram Panchayat. Bid submission closing date **14.09.2024 at 1.00 PM.** Other details may be seen from the website https://wbtenders.gov.in & office Notice Board.
(M) 9734013308
Sd/- Prodhan, Sarangpur G.P
Domkal, Murshidabad

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia.Tender title:- **NIT No:-NM/PWDT/NIT-038e/2024-2025.Tender ID:-2024_MAD_746393_1. Type of Work:-** Water Body Rejuvenation under AMRUT 2.0.Bid Submission Start Date:- **08-09-2024.** Bid Submission End Date:- **20-09-2024 at 5:00 PM.**
N.B. : Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**
Sd/-Chairman
Nabadwip Municipality

Tender Notice
NIT No. 21/24-25, dt 04/09/2024
Constn. Of various Schemes in different places of Chapra Panchayat Samity (Total 6 nos) Total Amount Rs. 40,84,837/- Last date of documents Downloading & bid Sub. 13/09/2024 upto 12.00 P.M (Other details collect from the office and website https://wbtenders.gov.in)
Sd/-
EO, Chapra Panchayat Samity, Nadia

Abridged form of e-NIT-10/SARANG/2024-25
Circulations memo **no-50(3)/Sar/ 2024, dated-06.09.2024.** Online applications are hereby invited from intending bidders for 1 (One) no works under Sarangpur Gram Panchayat. Bid submission closing date **21.09.2024 at 1.00** PM. Other details may be seen from the website https://wbtenders.gov.in & office Notice Board.
(M) 9734013308
Sd/- Prodhan,
Sarangpur G.P
Domkal, Murshidabad

TENDER NOTICE
SEALED TENDER IS INVITED BY THE CHAIRMAN, WEST BENGAL POLICE WELFARE AND SPORTS SOCIETY HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT BHABANI BHAWAN, ALIPUR, KOLKATA-700027 FROM THE REPUTED PUBLIC SECTOR GENERAL INSURANCE COMPANIES FOR **WEST BENGAL POLICE TAILOR-MADE GROUP MEDICAL INSURANCE POLICY FOR THE PERIOD FROM 20/10/2024 TO 19/10/2025**. DETAILS OF THIS TENDER (TENDER NOTICE NO-WBPGMIP-02/2024-2025) IS AVAILABLE AT **https://wbpolice.gov.in**. LAST DATE FOR SUBMISSION OF THE TENDER IS ON 17.09.2024 AT 15:00 HRS.

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং. ঃ এলআরসি-৩ _ এসি-ইনস্পেকশন-কার-আর, তাং ০৫.০৯.২০২৪। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি), সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাদের নিকট নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** আইসিএফ বিজি কোচ-এর এসি ইনস্পেকশন সেলুন কার (সিই২ এবং অন্য একটি)-এ রূপান্তর। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,২৮,৭৮,৯৩২.২২ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,১৪,৪০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in** MISC-165/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Councillors of the GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Paschim Medinipur for the work :- **08 (eight) nos. Construction of Concrete Road at different location within Ghatal Municipality under 15th FC Tied Fund** as per **NIT No.: WBMAD/GHATAL/NIT-4e/2024-25, Date: 06.09.2024, Tender ID: 2024_MAD_746162_1 to 8.** Details of the tender may be seen from the website https://wbtenders.gov.in and www.ghatalmunicipality.com
Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

W.B.S.R.D.A.
South 24 Parganas Division
e-NIT No. : 04/EE/WBSRDA/S24/OB/2024-25, Dated : 05.09.2024
For and on behalf of Panchayats and Rural Development Department, Govt. of West Bengal, The Executive Engineer, WBSRDA, South 24 Parganas Division invites percentage rate **e-NIT No. : 04/EE/WBSRDA/S24/OB/2024-25, Dated : 05.09.2024** for building works by two cover system. The Last Date of Bid Submission for one number of NIT is **16.09.2024** at **17.00 hours**. Details of which may be viewed in the Website : www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Engineer & Head of PIU
WBSRDA, South 24 Parganas Division

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.- Panihati, P.S.-Khardah, Dist.- North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No.- 033 2553-2909 ; Fax: 033 2553 1487
Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work **Tender Nit No.: PM/PWD/NIT-02/2024-25 dated 06.09.2024** under Panihati Municipality for details log on www.wbtenders.gov.in. Contact concern authority P.W.Department. Panihati Municipality at the above address. **Last Date of submission 23.09.2024.**
Sd/-
Executive Officer
Panihati Municipality

Office at ADHATA GP
Vill + Post- Adhata, P.S.- Amdanga, North 24 Parganas
NIT NO: 40/ ADH_GP/2024-25_Date-05/09/2024 and Published date: 06/09/2024 NOS Scheme - 05
Document download start date From **06.09.2024**, 9.00A.M (or as per Tender site). Bid submission start day on **06.09.2024** at 9.00 A.M (or as per e-Tender site). Bid submission closing day on **12.09.2024** upto 2.00 P.M (or as per e-Tender site). Bid opening date & time on **17.09.2024** (After 11.00 A.M) or any other day and time as desired and fixed by the tender authority. Place at Adhata GP.
Soma Das, Prodhan
Adhata Gram panchayat

KEVENTER AGRO LIMITED (DAIRY DIVISION)
TENDER NOTICE
Sealed tenders in prescribed format are invited from parties with relevant experience for lifting of the following items of scrap from the Company's factory at Barasat on half-yearly contract, on *"as is where is basis"*.
HDPE laminated SMP bags, SMP/ Butter plastic liners, Paper cartons, CFC cartons for butter, spool/ core, MS Drums, Scrap Aluminum, Crates, Drums/Bottles, Poly film etc.
Prescribed forms and other details will be available at the Company's factory at Barrackpore-Barasat Link Road, Subhasnagar, Neelganj, Kolkata – 700 121 on all working days from 09.09.2024 to 17.09.2024 between 12:00 Noon and 04:00 PM against payment of Rs. 200/- in cash.
All offers must be submitted, together with earnest money of Rs. 10,000/- by way of Demand Draft/ Banker's cheque favouring *"KEVENTER AGRO LIMITED"* payable at Kolkata, in sealed envelopes super scribed with *"Offer for Scrap Lifting"* on 20.09.2024 within 01:00 PM at the above address. Earnest money will be refunded in case of non-acceptance of offer. The sealed tender shall be opened on 20.09.2024 at 02:30 PM at Company's factory.
The Company reserves the right to reject any or all offers without assigning any reason whatsoever.

BONGAON MUNICIPALITY
CORRIGENDUM-NOTICE
WBMAD/NIeT/31/BM/2024-25/PWD Date: 16.08.2024 (Tender ID- 2024_MAD_735244_1) in which some rectifications are made i.e. Eligibility criteria 2(Two) similar nature of completed work each of the minium value of 30%, single running work of similar nature which completed upto 80% , P.F., E.S.I. certificate, bank solvency not less than 40%, annual turnover not less than 40% in 3CD Form, cost of tender documents Rs. 10000.00. All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality and website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

e-NIT No. SFDC/MD/NIT-09(e)/2024-25
SFDC Ltd. Invites tenders for the works of "Project Management Consultant for the planning, design, drawing, preparation of Detailed Project Report (DPR), BOQ with supervision of execution for Fish Feed Plant having capacity 10MT/Hour floating feed and 5MT/Hour sinking or shrimp feed at Kalyani Fish Farm, Kalyani" from the bonafide outsider having requisite experience for taking up similar nature of jobs. Bid submission end date on **23/09/2024 up to 4.00 p.m.** Technical Bid opening date on **25/09/2024 at 4.00 p.m.**
For details please visit our website - www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত
মথুরাপুর- ২নং পঞ্চায়েত সমিতি
Mail ID: d.bakultala@gmail.com
E-TENDER NOTICE
দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নের জন্য (15th Finance হইতে) যে দরপত্রগুলি আহ্বান করছেন, তাহার NIT No. DBGP/15th FC & SBM(G)/TUBEWELL/E-NIT-09/2024-25, DBGP/15th FC & SBM(G)/DRAIN/E-NIT-10/2024-25, DBGP/15th FC 1st INS/ROAD/E-NIT-11/2024-25, Date 04/09/2024।
বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য **www.wbtenders.gov.in** এবং দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।
প্রধান/
দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
1) WBMAD/ULB/ BM/PW/OWN FUND/N.I.T.- 23/2024-2025 Memo No:- 1673/PWD/BM/2024-2025, Dated. 05.09.2024
Name of the Work : 9 (Nine) no. total works (Sl. 1-9) Different type of civil works in ward no. 4,12,17 under Bolpur Municipality.
2) WBMAD/ULB/ BM/PW/15th Finance Scheme/N.I.T.–17(2nd Call)/2024-2025 Memo No. 1680/PWD/BM/2024-2025, Dated : 06.09.2024
Name of the Work : 1 (One) no. total works (Sl. 1) Installation of Submersible pump in ward no. 22 under Bolpur Municipality.
3) WBMAD/ULB/BM/PW/OWN FUND/N.I.T.-19(2nd Call)/2024-2025 Memo No. : 1681/PWD/BM/2024-2025, Dated : 06.09.2024
Name of the Work : 1 (One) no. total works (Sl. 1) Removal of C & D waste under Bolpur Municipality. Last Date of Submission **14.09.2024**, for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:- **www.bolpurmunicipality.org, www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
Ref. No. ADDA/11021(17)/5/2024/169 Date 06.09.2024
NOTICE
CEO, ADDA invites applications in prescribed format from the eligible candidates of District Paschim Bardhaman for allotment of EPIP Admin. Building at Baskopa, Durgapur. For other details visit our website www.addaonline.in (in Public Notices).
Sd/- CEO, ADDA, Durgapur

NOTICE INVITING TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/36/ 24-25/ 3rd Call Dated 06.09.2024	Upgradation of Bituminous Road & Surface Drain from Bye Lene - 2 more to Gosthotala Shiv Mandir in Ward No. 14 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 52,46,439.00

Bid Submission end date: **23.09.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!
জোনাল অফিস : দুর্গাপুর, রেড ক্রস রোড, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পব - ৭১৩২১৬, ইমেল : zodgpsec@pnb.co.in
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, **জোনাল অফিস : দুর্গাপুর -দুর্গাপুর জোনাল অফিসের অধীনে ভেন্ডারগণের তালিকাভুক্ত এবং শাখা থেকে মজুতস্থান পর্যন্ত চলাচলের জন্য কাস্টমাইজড ক্যাস ভ্যান (সিসিভি) সরবরাহ, পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণের পরিষেবা মূল্য নির্ধারণের জন্য জিইএম মাধ্যমে টেন্ডার আহ্বান করছে।**
ই-টেন্ডারের বিস্তারিত পাওয়া যাবে **ওয়েবসাইট www.pnbindia.in** এবং **https://etender.pnbnet.in**।
সংশ্লিষ্ট এই বিজ্ঞাপন সম্পর্কে যেকোনও সংশোধনী/বিশ্লেষণ কেবল ব্যাঙ্ক কর্তৃক উক্ত ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে, ফলে নিয়মিতভাবে তা দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
ই-টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বিকেল ৪ টা পর্যন্ত।
মেজর এন এস চৌহান
(চিফ ম্যানেজার -সিকিউরিটি)
জেও : দুর্গাপুর

NOTICE INVITING E-TENDER No. 01/2024-25 (2nd Call), dated- 06.09.2024
Vide Memo No. 015/004/03/04/454(10), dated-06.09.2024. WBCADC Debra Project under P & RD Department, Govt. of West Bengal is inviting e-tender for the work of **Construction of protective work by Eucalyptus-bullah piling at pond side (Pond no. 8) under WBCADC Debra Project Campus during the year of 2024-25** vide E-NIT No. 01/2024-25 (2nd Call), dated- 06.09.2024. **Estimated Cost for the work: Rs. 1,77,686.00**. The intending tenderer will have to collect the Tender Documents within **21.09.2024 up to 6:30 P.M**. by downloading through website: **www.wbtenders.gov.in** using DSC and submit online through our e-Portal up to **6:30 P.M. on 21.09.2024**.
Sd/-
Deputy Project Officer, WBCADC Debra Project
Vill.-Dalapatipur, P.O.- Debra Bazar, Dist. – Paschim Medinipur

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/ 263/24-25 Dated 03.09.2024	CONSTRUCTION OF SURFACE DRAIN & SOLING ROAD AT I) KAILASH MAHANTI TO SILA BANERJEE HOUSE II)KINKAR SASMAL TO JOY DEBNATH HOUSE IN WARD NO-03 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.18,28,598.00
WBMAD/ULB/RSM/ 264/24-25 Dated 03.09.2024	CONSTRUCTION OF CONCRETE ROAD WITH COVERED SURFACE DRAIN AT SRINAGAR GHATUR BASTI ROAD & SRINAGAR DHALUA BORDER ROAD PINGAL JYOTI ABASAN ROAD, H/O. BAPPADITTA MONDAL & H/O. KALACHAND SAHA IN WARD NO-01 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 18,02,621.00

Bid Submission end date: **23.09.2024 at 11-00 hrs.**
For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Durgapur Abhoynagar-I Gram Panchayat
Samabaypally, Nischinda, Howrah - 711205
Notice Inviting e-Tender
E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 9 (Seven) no. different development work(s) vide **(i) NIT No. WB/HOW/BJ/DAIGP/NIT-23/SBM(G)/24-25, (ii) NIT No. WB/HOW/BJ/DAIGP/NIT-24/SBM(G)/24-25, (iii) NIT No. WB/HOW/ BJ/DAIGP/NIT-25/SBM(G)/24-25, (iv) NIT No. WB/HOW/BJ/DAIGP/NIT-26/SBM(G)/24-25, (v) NIT No. WB/HOW/BJ/DAIGP/NIT-27/SBM(G)/24-25, Date: 04/09/2024 respectively, (vi) NIT No. WB/HOW/BJ/DAIGP/NIT-28/5th SFC Tied/24-25, (vii) NIT No. WB/HOW/BJ/DAIGP/NIT-29/5th SFC Tied/24-25, (viii) NIT No. WB/HOW/BJ/DAIGP/NIT-30/5th SFC Tied/24-25, (ix) NIT No. WB/HOW/BJ/DAIGP/NIT-31/XV Tied Sanitation/24-25, Date: 05.09.2024.** Tender ID: 2024_ZPHD_744755_1, 2024_ZPHD_744847_1, 2024_ZPHD_744860_1, 2024_ZPHD_744869_1, 2024_ZPHD_744873_1, 2024_ZPHD_745656_1, 2024_ZPHD_745690_1, 2024_ZPHD_746497_1 and 2024_ZPHD_746514_1. Bid submission end date: 14.09.2024 up to 6.00 P.M.). Technical Bid opening date: 17.09.2024 at 11.00 A.M. Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/- Sonali Samaddar
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-I Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/ 257/24-25 Dated 03.09.2024	Repairing & restoration of road at Upen Mitra road & Swarnakar para road at ward no 17, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 2,82,497.00
WBMAD/ULB/RSM/ 258/24-25 Dated 03.09.2024	Construction of Road At K.m.r.c. Road Near House of Manik Master to Kajal Banerjee's House In Ward No.- 25 Under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs. 2,89,121.00
WBMAD/ULB/RSM/ 259/24-25 Dated 03.09.2024	Construction of Surface Drain Repairing & Drain Covering Slab at Boalia Naskarpara Play Ground, Natunpara Arabindapally Pepsi Drain In Ward No-06 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,86,431.00
WBMAD/ULB/RSM/ 260/24-25 Dated 03.09.2024	Repairing & restoration of road at royal state at ward no 17, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 2,88,294.00
WBMAD/ULB/RSM/ 261/24-25 Dated 03.09.2024	Repairing & restoration of road at Pulin Bihari road at ward no 17, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 2,87,057.00
WBMAD/ULB/RSM/ 262/24-25 Dated 03.09.2024	Upgrading Wbm To Blacktop Road at Khandakar Para Near H/o Kalo Da Via H/o Kalua At Ward No.-25 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 2,89,868.00

Bid Submission end date: **17.09.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

ময়দান

YEKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 89, KOLKATA, SATURDAY
7 SEPTEMBER 2024, PAGE 8

কলকাতা ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪

ইউএস ওপেন ফাইনাল বিলিয়নিয়ারের কন্যার সামনে আরিনা সাবালেঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি: লড়াইটা কি ইউএস ওপেন জয়ের নাকি বিলিয়নিয়ারের মেয়েদের হারানোর? চাইলে এখন এমনটা ভাবতেই পারেন আরিনা সাবালেঙ্কা। সেমিফাইনালে মার্কিন বিলিয়নিয়ার বেন নাভারোর কন্যাকে হারানোর পর ফাইনালে তাঁর সামনে আরেক বিলিয়নিয়ারের মেয়ে!

ক্যারিয়ারের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপার সন্ধানে থাকা সাবালেঙ্কার সামনে শনিবার রাতে ইউএস ওপেন নারী এককের ফাইনালে সেই প্রতিপক্ষ হলেন মার্কিন ধনকুবের টেরি পেগুলার মেয়ে জেসিকা পেগুলা। ৩০ বছর বয়সী মার্কিন এ টেনিস খেলোয়াড় এবারই প্রথম কোনো গ্র্যান্ড স্লামের ফাইনালে উঠলেন।

অবশ্য শুধু ফাইনালেই নয়, পেগুলা এবার প্রথম উঠেছিলেন সেমিফাইনালে। আর প্রথম সেমিফাইনালেই করলেন বাজিমাত। সেমিফাইনালে চেক প্রতিপক্ষ ক্যারোলিনা মুখোভাকে ২-১ সেটে হারিয়েছেন পেগুলা।

ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে পেগুলার শুরুটা অবশ্য ভালো

হয়নি। প্রথম সেটে ৬-১ গেমে উড়ে যান। তবে সেই ধাক্কা সামলে পরের দুই সেটে ফিরে আসেন দারুণভাবে। দ্বিতীয় সেট ৬-৪ গেমে জিতে সমতা ফেরান পেগুলা। এরপর শেষ সেটেও দাপট দেখিয়ে পেগুলার জেতেন ৬-২ গেমে।

প্রথমবারের মতো কোনো গ্র্যান্ড স্লামের ফাইনাল নিশ্চিত করা পেগুলা জয়ের প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, 'তার (মুখোভা) সামনে নিজেকে নবিশ মনে হচ্ছিল। আমাকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল। আমি প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়তে যাচ্ছিলাম। জানি না, কীভাবে এটা ঘুরিয়ে দিয়েছি।'

ফাইনালের প্রতিপক্ষ সাবালেঙ্কাকে নিয়েও কথা বলেছেন পেগুলা। এর আগে সিনসিনাটির ফাইনালে হেরে সাবালেঙ্কার কাছে শিরোপা হাতছাড়া করেছিলেন পেগুলা। ফাইনালে সেই হারের প্রতিশোধের সুযোগ দেখছেন বলে জানিয়েছেন পেগুলা, 'এটা প্রতিশোধের সুযোগ। তবে তাকে হারানো কঠিন হবে।'

এবারের ফাইনাল অবশ্য সাবালেঙ্কার জন্যও আক্ষেপ মেটানোর। গত বছরও ইউএস ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন এ বেলারুশিয়ান টেনিস তারকা। কিন্তু ফাইনালে হেরে যান কোকো গফের কাছে। এবার নিশ্চয় সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চাইবেন না ২৬ বছর বয়সী বেলারুশের এই টেনিস তারকা। টানা দ্বিতীয় ফাইনালে ওঠার পথে সেমিফাইনালে যুক্তরাষ্ট্রের এমা নাভারোর বিপক্ষে সাবালেঙ্কার জয় ৬-৩ ও ৭-৬ (৭/২) গেমে।

যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে সে দেশের প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেলা, ম্যাচে দর্শকদের সমর্থনও পাননি। তবে জয়ের পর দর্শকেরা তাঁর জন্য উল্লাস করেছেন। প্রতিক্রিয়ায় সাবালেঙ্কা বলেছেন, 'আপনারা এখন আমার জন্য উল্লাস করছেন। একটু দেরি হয়ে গেছে। তবে এটা সত্যিই অনেক বড় ব্যাপার। যদিও আপনারা এখনো তাঁকে (এমা) সমর্থন করছেন। আপনাদের উল্লাসে আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেছে। এই পরিবেশ অসাধারণ।'

অপরাজিত থেকে সুপার সিক্সে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে শুক্রবার কলকাতা লিগের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ ছিল ইস্টবেঙ্গলের। সেই ম্যাচেও আরজি কর-কাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন সমর্থকেরা। মাঠে বিশেষ ব্যানার দেখা গেল। ম্যাচটি ইস্টবেঙ্গল জিতেছে ৩-০ গোলে। অপরাজিত থেকেই সুপার সিক্সে উঠেছে তারা।

এ দিন ম্যাচে গোল পোস্টের পিছনে একটি লম্বা ব্যানার টাঙানো হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, 'তিলোত্তমার রক্ত চোখ, আঁধার রাতের মশাল হোক। জাস্টিস ফর আরজি কর।' তবে দল সুপার সিক্সে উঠে যাওয়ায় মাঠে খুব বেশি দর্শক ছিলেন না।

লখনউয়ে প্রীতি ম্যাচে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে হেরেছিলেন ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারেরা। সেই ম্যাচ জিতেও কলকাতা লিগে হেরেছে মোহনবাগান। সেই ভুল করেনি ইস্টবেঙ্গল। বাথালা সুনীল, তন্ময় দাস এবং সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোলে পুলিশকে হারিয়েছে তারা।

১২ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট হল তাদের।

শুক্রবার প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গল দু'টি গোল করে। তবে দুই ক্ষেত্রেই পুলিশের গোলকিপার একটু তৎপর হলে গোল খাওয়া আটকাতে পারতেন। সুনীল গোল করেন জোরালো হেডে। পুলিশের গোলকিপার একটু এগিয়ে থাকায় বলের ফ্লাইট বুঝতে না পেরে গোল হজম করেন। দ্বিতীয় গোলের সময় তন্ময় জোরালো শট মেরেছিলেন। তা পুলিশের গোলকিপারের হাতে লেগে গোল হয়।

দ্বিতীয়ার্ধে ইস্টবেঙ্গল পেনাল্টি পেয়েছিল। বক্সের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল কুশ ছেত্রীকে। সেই মুভে সায়ন গোল করলেও রেফারি সেই গোল বাতিল করে পেনাল্টি দেন। জেসিন টিকে পেনাল্টি থেকে গোল করতে পারেননি। অ্যাডভান্টেজ না দিয়ে গোল বাতিল করা এবং পেনাল্টি মিস্ করায় হতাশ হয়ে পড়ে ইস্টবেঙ্গল। তবে সায়ন গোল করে ইস্টবেঙ্গলের জয় নিশ্চিত করেন।

খেলার মাঠ চলে যাচ্ছে জমি হাঙরদের দখলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বারাসতের কলোনি মোড় সংলগ্ন ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশেই সুভাষ ময়দান । বিশাল আকৃতি জুড়ে এই মাঠের দায়িত্বে রয়েছে সুভাষ ইনস্টিটিউট ক্লাব ।খেলোয়াড় হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে যে মাঠে খেলতে আসে প্রায় দু হাজার কচি কাঁচা। কি শেখানো হয়না এখানে ক্রিকেট , ফুটবল , ক্যারাটে , জিমন্যাস্টিক , অ্যাথলেটিক। এমনকি এখানে প্রশিক্ষণ নেওয়ার মেয়েদের সংখ্যাও কম নয়। প্রাক্তন বাংলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সুদীপ চ্যাটার্জী , রিত্তিক চ্যাটার্জী , অরিন্দম ঘোষেদের মত ক্রিকেটার রা উঠে এসেছেন এই মাঠ থেকেই। এই মাঠ বাংলা ফুটবলকেও উপহার দিয়েছে কিশোর দাস , যীশু পাল , সৈকত মন্ডল মত খেলোয়াড়দের দের। রাজ্য স্তরেও বহু অ্যাথলেটিক উঠে এসেছে এই মাঠ থেকেই। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ক্রিকেট প্রশিক্ষণ দিয়েছেন দ্রোণাচার্য ক্রিকেট কোচ প্রসেনজিৎ ব্যানার্জী, তার হাত ধরে উঠে এসেছে বহু নামি খেলোয়াড় । হাই কোর্ট ১৯৯৭ সালে এই মাঠ ক্লাব কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়। ১.৯১ একর জমির ওপর এই মাঠ তৈরীর অনুমতি দেয় আদালত ।সন্ধের পর এই মাঠ যাতে দুষ্কৃতীদের আখড়া না উঠতে পারে তার জন্য প্রায় ১৫ বছর আগে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দেয় ক্লাব কর্তৃপক্ষ । ফলত শিশুরা সুরক্ষিত ভাবে এখানে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। এখানকার পরিকাঠামো খ ুবই উন্নত। এমনকি বৃষ্টির সময় অথবা সন্ধের পর প্রশিক্ষণ নিতে যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য

ইনডোর প্রশিক্ষণ নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এমন একটি পুরানো ক্লাবকে বাঁচাতে মাঠে নামতে হচ্ছে ক্লাবের কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষণরত শিশুদের অভিভাবক দের। ক্লাবের ক্রীড়াসচিব সৌরেন দের অভিযোগ , তাদের মাঠের ওপর দিয়েই রাস্তা তৈরী করতে চাইছে বারাসাত পৌরসভা। যার ফলে পরিবর্তন হবে মাঠের চরিত্র। যে সুরক্ষিত ঘেরাটোপের মধ্যে বাচ্চারা নিশ্চিন্তে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন মাঠের ওপর দিয়ে রাঙ্গ স্তা গেলে সেই সুরক্ষা আর থাকবে না। অজানা ব্যক্তিরা ঢুকে পড়বে মাঠের মধ্যে। সুরক্ষা বিঘ্নিত হবে মেয়েদেরও। এদিন তিনি পুরসভার দাবি উড়িয়ে দিয়ে বলেন তাদের কাছে সমস্ত রকম কাগজপত্র রয়েছে মাঠের মধ্যে কোন সরকারি জায়গা নেয়। হাই কোর্টের রায় অনুযায়ী পুরোটাই মাঠের মধ্যে পড়ে। এমনিতেই রাজ্য জুড়ে ক্রমশ কমছে খেলার মাঠের সংখ্যা। পুকুর থেকে খেলার মাঠ সবই চলে যাচ্ছে জমি হাঙরদের দখলে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন খেলার ওপর জোর দিচ্ছেন তখন কেন পৌরসভা এই মাঠের চরিত্র বদল করতে চাইছে তা বুঝতে পারছেন না স্থানীয় ক্রীড়া প্রেমী মানুষ জন। মাঠ থাকুক নিজের জায়গায়। শিশুরা খেলে বেড়ে উঠুক সেখানে। এই অবস্থায় ক্লাবের এই উদ্যোগের পাশে দাঁড়িয়েছেন একাধিক সমাজপ্রেমী, ক্রীড়াপ্রেমী ও সামাজিক সংগঠন। মাঠের চরিত্র বদলের বিরোধিতায় ইতিমধ্যে পৌরসভায় চিঠি দিয়েছেন তারা। ক্লাব কর্তৃপক্ষের দাবি পৌরসভার তরফে বলা হচ্ছে নিকাশি ড্রেন বুজিয়ে মাঠ বড় করে নিক ক্লাব কতৃপক্ষ ।কিন্তু রাস্তা তারা বের করেই ছাড়বেন। পৌরসভার এই তুঘলকি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ক্লাবের সম্পাদক রবীন্দ্র কুমার সুর , ক্লাবের সভাপতি সাহিত্যিক অমিয় রতন ধর।

২০ বছর ধরে ১৪০ ম্যাচ জয়হীন থাকার পর জিতল সান মারিনো

নিজস্ব প্রতিনিধি: এ জয়ের মাহাত্ম্য তাঁদের কাছে কতখানি, তা খেলোয়াড়দের উদ্‌যাপন দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। রেফারি শেষ বাঁশি বাজাতেই মাঠে খেলোয়াড়দের ছোটাছুটি দেখে কে! এরপর যে যাঁকে সামনে পেয়েছেন, তাঁকেই জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

গত রাতে উয়েফা নেশনস লিগে লিখটেনস্টানকে ১-০ গোলে হারিয়ে যে দল এমন বাঁধনহারা উদ্‌যাপনে মেতেছে, সেই দলটির নাম সান মারিনো। বিশ্ব মানচিত্রে ইতালির মাঝখানে অবস্থিত ছোট্ট দেশটি কোনো ম্যাচ জিতেছে ২০ বছর পর, যা প্রতিযোগিতামূলক আসরে তাদের প্রথম জয়ও। সর্বশেষ ২০০৪ সালের ২৮ এপ্রিল এই লিখটেনস্টাইনের বিপক্ষেই জিতেছিল সান মারিনো। সেই ম্যাচেরও ফল ছিল ১-০। তবে সেটি ছিল আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ।

৩৩ হাজার জনসংখ্যা ও ৬১ বর্গকিলোমিটারে দেশ সান মারিনোই বর্তমানে ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের একদম তলানির দল (২১০)। গত রাতে জয়ের মধ্যে দিয়ে সবচেয়ে বেশি ১৪০ ম্যাচ জয়হীন থাকার বিব্রতকর বিশ্ব রেকর্ড আর বাড়তে দেয়নি তারা।

নিজেদের জাতীয় স্টেডিয়াম সেরাভাল্লেতে কাল ম্যাচের ৫৩ মিনিটে জয়সূচক গোল করেছেন নিকো সেনসোলি। দুই দশক আগে সান মারিনো যখন আগের জয়টি পেয়েছিল, তখন তাঁর জন্মই হয়নি! তরুণ এ মিডফিল্ডার পৃথিবীর আলো দেখেছেন ২০০৫ সালের ১৪ জুন; আগের জয়টির প্রায় ১৪ মাস পর।

বোঝাই যাচ্ছে, সান মারিনোর পুরো একটা প্রজন্মকে দুই দশক ধরে জয়ের অপেক্ষা করতে হয়েছে। এত দিন তারা বড় কোনো প্রতিযোগিতায় মাঠে নামা মানেই হার একরকম অবধারিত ছিল। শুধু দেখার বিষয় ছিল, তারা কয়টি গোল হজম করে। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে অপেক্ষাকৃত নিচের দিকের দলের বিপক্ষেও ড্র করেছে কালেভদ্রে।

জাতীয় স্টেডিয়াম সেরাভাল্লের দর্শক ধারণক্ষমতা সাড়ে ৬ হাজারের কিছু বেশি হলেও তাই কাল আরেকটি ড্র কিংবা হার ধরে নিয়ে খেলা দেখতে গিয়েছিলেন মাত্র ৯১৪ জন। কারণ, র‍্যাঙ্কিংয়ে সান মারিনোর চেয়ে ১১ ধাপ এগিয়ে থাকা লিখটেনস্টাইনকেই এ ম্যাচে ফেবারিট ভাবা হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত অনেককেই ভুল প্রমাণ করেছেন সেনসোলি। তাঁর সৌজন্যে ঐতিহাসিক জয়ের সাক্ষী হয়েছেন ওই ৯১৪ জন দর্শক।

সান মারিনোর স্মরণীয় জয়ের রাতে ৯০০ গোলের কীর্তি গড়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ফুটবল, বিষয়ক অ্যাপ ফোরথ্রিথ্রি জানিয়েছে, ২০ বছর আগে সান মারিনো যখন লিখটেনস্টাইনকে হারায়, তখন শীর্ষ পর্যায়ের ফুটবলে রোনালদোর গোল ছিল মাত্র ৯টি। দুই দশক পর কাল সান মারিনো যখন আন্তর্জাতিক ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘ জয়খরা কাটাল, তখন রোনালদোর ওই ৯-এর পাশে বসেছে আরও দুটি শূন্য।

২০ বছর আগে যাঁর গোলে সান মারিনো জিতেছিল, সেই অ্যান্ডি সেলভা ক্যারিয়ারে ৮ গোল নিয়ে দেশটির সর্বোচ্চ গোলদাতা। আর রোনালদো ১৩১ গোল নিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল ইতিহাসেরই সর্বোচ্চ গোলদাতা।

নিজেদের পরবর্তী ম্যাচে আগামী মঙ্গলবার রাতে মলদোভার মুখোমুখি হবে সান মারিনো।

আইপিএলে কোচ হতে রাজি

ভারতের কোচ হতে চান না সহবাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের কোচ হতে সমস্যা নেই। কিন্তু জাতীয় দলে কোচিংয়ের প্রস্তাব এলে পত্রপাঠ ফিরিয়ে দেবেন। জানালেন বীরেন্দ্র সহবাগ। তাঁর প্রাক্তন ওপেনিং সতীর্থ গৌতম গম্ভীর আইপিএল থেকে জাতীয় দলের কোচ হলেও তাতে সায় নেই সহবাগের।

এক সাক্ষাৎকারে সহবাগ বলেছেন, ভারতীয় দলের হয়ে রাজি নই। কিন্তু আইপিএলের কোনও দল কোচিংয়ের প্রস্তাব দিলে আমি ভাবনাচিন্তা করতে রাজি। ভারতের কোচ হলে ১৫ বছর ধরে যে রুটিন মেনে চলেছি, সেখানেই চলে যেতে হবে। সেটা কী রকম? সহবাগের জবাব, ভারতীয় দলে খেলার সময় বছরের অন্তত ৮-৯ মাস বাইরেই থাকতে হত। এখন আমার সন্তানদের বয়স ১৪ এবং ১৬ বছর। ওদের আমাকে দরকার। দু'জনেই দিল্লিতে ক্রিকেট খেলে। একজন ওপেনার, আর একজন অফ-স্পিনার। ক্রিকেট নিয়ে ওদের জন্য সময় দিতে হবে আমাকে।

সহবাগের সংযোজন, আমি ভারতের কোচ হলে ওদের ছেড়ে থাকা খুবই কঠিন হবে। সন্তানদের জন্য একটুও সময় দিতে পারব না। তবে হ্যাঁ, আইপিএলে কোচ বা মেন্টর হওয়ার প্রস্তাব এলে আমি ভেবে দেখতে রাজি। হয়ে যেতেও পারি।

গম্ভীর কোচ হওয়ার আগে সহবাগের নাম নিয়ে চর্চা হয়েছে সংবাদমাধ্যমে। তখনও জাতীয় দলের কোচ হতে রাজি হননি তিনি।

রোনালদোর ৯০০ কার হয়ে কত এবং কীভাবে কত গোল

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০০২ সালের অক্টোবরে লিকলিকে এক কিশোর যাত্রা শুরু করেছিল লিসবন থেকে। এরপর মাঝে চলে গেল প্রায় ২২ বছর। সেদিনের সেই কিশোর এখন ফুটবল ক্যারিয়ারের গোধূলিবেলায় পৌঁছেছেন। কিন্তু এ পথটুকু পাড়ি দেওয়ার পথেই কুড়িয়ে নিয়েছেন সাফল্যের অবিশ্বাস্য সব মণি-মুক্তা। যে তালিকায় আজ যোগ হলো ক্যারিয়ারে ৯০০ গোলের দুর্দান্ত এক মাইলফলকও। ও হ্যাঁ, যাঁকে নিয়ে কথাগুলো বলা হলো, তাঁকে নিশ্চয় চিনে গেছেন। তবু বলি, তিনি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।

আল নাসরের হয়ে সৌদি প্রো লিগের ম্যাচেই ৮৯৯ গোলে পৌঁছে গিয়েছিলেন রোনালদো। মঞ্চটা তাই প্রস্তুতই ছিল। গতকাল রাতে উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ৩৪ মিনিটে গোল করে রোনালদো পৌঁছে গেছেন কাঙ্ক্ষিত সেই মাইলফলকে। পর্তুগালের ২,১ গোলে জেতা ম্যাচ দিয়েই 'সিআর সেভেন' এখন ৯০০ গোলের মালিক। ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে অফিশিয়াল ম্যাচে এই কীর্তি গড়েছেন রোনালদো।

রোনালদো অবশ্য এটুকুতেই সন্তুষ্ট নন। কদিন আগেই বলেছিলেন, ক্যারিয়ারে ১ হাজার গোল করার ইচ্ছার কথা। ৩৯ পেরোনো রোনালদো সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন কি না, সেটা সময়ই বলবে। তবে এর মধ্যে যা অর্জন করেছেন, তা নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। রোনালদোর ক্যারিয়ারের অবিশ্বাস্য এ অর্জন সামনে রেখে দেখে নেওয়া যাক তাঁর চূড়ায় ওঠার পথপরিক্রমা।

কার হয়ে কত গোল

রোনালদো ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত ম্যাচ খেলেছেন ১,২৩৬টি। উইঙ্গার হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করা রোনালদো অবশ্য নিজের প্রথম চার ম্যাচে কোনো গোল পাননি। ২০০২ সালের ৭ অক্টোবর নিজের পঞ্চম ম্যাচে পেশাদার ক্যারিয়ারের প্রথম গোল পান রোনালদো। সেদিন জোড়া গোল পাওয়া রোনালদো আর পেছনে ফিরে তাকাননি। এরপর সময় যতই গড়িয়েছে রোনালদো নিজেকে পরিণত করছেন গোলমেশিনে।

ক্যারিয়ারে রোনালদো সবচেয়ে বেশি গোল করেছেন রিয়াল মাদ্রিদে। সর্বজয়ী এই ক্লাবের হয়ে রোনালদোর গোল ৪৫০টি। এরপর দুই মেয়াদে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে রোনালদোর গোল ১৪৫টি। জাতীয় দল পর্তুগালের হয়ে তাঁর গোল ১৩১ গোল। জুভেন্টাসের হয়ে ইউরোপে সাফল্য না পেলেও গোল করেছেন ১০১টি। এ ছাড়া ৬৮ গোল করেছেন আল নাসরের হয়ে এবং ৫

গোল করেছেন স্পোর্টিং লিসবনের হয়ে।

কোন মৌসুমে সর্বোচ্চ গোল

২০১১-১২ মৌসুমে রোনালদো করেছিলেন ৬৯ গোল। যা এক মৌসুমে এখন পর্যন্ত তাঁর সর্বোচ্চ। সেবার রিয়ালের হয়ে ৬০ গোল করা রোনালদো ৯ গোল করেছেন পর্তুগালের হয়ে। আর এই ৬৯ গোল করতে রোনালদোর ম্যাচও লেগেছিল ৬৯টি। ২০১৮-১৯ মৌসুমে জুভেন্টাসে যোগ দেওয়ার পর রোনালদোর গোলের ধারায় কিছুটা ধাক্কা আসে।

২০০৯-১০ মৌসুমের পর সেবারই প্রথম ৫০ গোলের মাইলফলক ছুঁতে ব্যর্থ হন তিনি। তবে এরপরও সময়ের সঙ্গে রোনালদোর গোলক্ষুধা কমেছে বলার সুযোগ নেই। রোনালদোর বয়স যখন বিশের কোটায়, তখন রোনালদোর গোল ছিল ৪৪০টি। আর ৩০,এর কোটায় যাওয়ার পর রোনালদোর গোল ৪৩৭টি। ৩০ অবশ্য এখনো শেষ হয়নি। এখনো ৫ মাস বাকি আছে তাঁর। ফলে ত্রিশ যে বিশকে ছাড়িয়ে যাবে তা বলাই যায়।

শরীরের কোন অঙ্গে কত গোল

রোনালদো মূলত ডান পায়ের ফুটবলার হিসেবে পরিচিত। ফলে ডান পায়ে তিনি সবচেয়ে বেশি গোল করবেন তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ডান পায়ে তাঁর গোল ৫৭৪টি। তবে বাঁ পায়েও কম যান না পর্তুগিজ মহাতারকা। অপেক্ষাকৃত দুর্বল পায়ে রোনালদোর গোল ১৭৩টি। তৃতীয় সর্বোচ্চ গোল হেডে। মাথার স্পর্শে রোনালদোর গোল ১৫১টি।

সর্বোচ্চ গোল যে দলের বিপক্ষে

লা লিগায় সবচেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছেন রোনালদো। ফলে এখানকার প্রতিপক্ষগুলোর বিপক্ষে যে তাঁর গোলসংখ্যা বেশি হবে তা অনুমেয়। লা লিগার দলগুলোর মধ্যে গোল করায় রোনালদোর পছন্দের দল সেভিয়া। এই দলটির বিপক্ষে তাঁর গোল ২৭টি। এরপর দ্বিতীয় পছন্দের প্রতিপক্ষ আতলেতিকো মাদ্রিদ। রিয়ালের নগরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে তাঁর গোল ২৫টি। তালিকায় আছে হেতাফে, সেলতা ভিগো এবং চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনা।

রোনালদোকে গোলে সহায়তায় যারা এগিয়ে

গোল কখনো কেউ একা করতে পারে না। বিল্ডআপ থেকে শুরু করে শেষ পাসটি আসা পর্যন্ত নানাভাবে পরিবর্তিত হয় গোলের ভাগ্য। রোনালদোকেও ক্যারিয়ারজুড়ে অনেকে অ্যাসিস্ট করেছেন। যাঁদের মধ্যে সবার ওপরে আছেন করিম বেনজেমা। ৪২ গোলে রোনালদোকে সহায়তা করেছেন এই ফরাসি তারকা। এরপর আছে গ্যারেথ বেল, মেসুত ওজিল, আনহেল দি মারিয়া এবং মার্সেলোর মতো খেলোয়াড়ও।

ম্যাচের কোন সময়ে কত গোল

অসংখ্য ম্যাচে রোনালদোর গোলে জয় পেয়েছে দলগুলো। কখনো শুরুতে কখনো ম্যাচে মাঝামাঝি আবার কখনো শেষ মুহূর্তে রোনালদোর গোলে বদলেছে ম্যাচর ভাগ্য। তবে ম্যাচের সময় ভাগ করলে রোনালদো সবচেয়ে বেশি গোল করেছেন ৭৬ থেকে ৯০ মিনিটের মধ্যে। এ সময়ে রোনালদোর গোল ২১১টি। এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোল এসেছে ৬১ থেকে ৭৫ মিনিটের মধ্যে। এ সময়ে রোনালদোর গোল ১৫১টি। এ ছাড়া ম্যাচের ৩১ মিনিট থেকে ৪৫ মিনিটের মধ্যেও রোনালদোর গোলের ধারা বেশ ভালো। এ সময়ে তাঁর গোল ১৪৭টি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**